Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 07-05-2026 10:37 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৩ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ৭ মে ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৭৮ সংখ্যা।। ১৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

রবীন্দ্রজয়ন্তীতেই ব্রিগেডে
শপথ নতুন মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ‘প্রচণ্ড বহুমত’ আর শুধু স্লোগান নয়, এখন রূঢ় বাস্তব। সব সংশয় ধুয়েমুছে দিয়ে বাংলায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিজেপি। এবার পালা উদযাপনের। আগামী শনিবার, পঁচিশে বৈশাখের সকালে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড সাক্ষী হতে চলেছে এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে কার্যত ‘জাতীয় স্তরের কর্মসূচি’ হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে দিল্লির নেতৃত্ব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে কলকাতার রাজপথে শনিবার মহাধুমধাম। বুধবার দুপুর থেকেই যুদ্ধের তৎপরতায় কাজ শুরু হয়েছে ব্রিগেডে। প্রস্তুতির সময় মেরেকেটে তিন-চার দিন। রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিনেই বাংলার মসনদে বসতে চলেছেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি মঞ্চ আলো করে থাকবেন রাজনাথ সিংহ, নীতিন গডকড়ী, জেপি নড্ডাদের মতো প্রবীণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। উপস্থিত থাকবেন দলের বর্তমান সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনও। তবে কার মাথায় উঠবে রাজতিলক, তা নিয়ে এখনও রহস্য জিইয়ে রেখেছে বিজেপি। শুক্রবার ৮ মে নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে নবনির্বাচিত বিধায়কদের বৈঠকে সিলমোহর পড়বে সেই নামে। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অমিত শাহ এবং সহ-পর্যবেক্ষক হিসেবে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝির উপস্থিতিতেই ঘোষিত হবে নাম। পরের দিন নবনির্বাচিত নেতাই ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে শপথ নেবেন। বাংলার এই জয়কে খাটো করে দেখতে নারাজ বিজেপি। দেশের ২১টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এখন পদ্ম-শাসন। দিল্লির পরিকল্পনা, সব ক'টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রীদের শনিবারের ব্রিগেডে হাজির করা। বিশেষ করে যোগী আদিত্যনাথ, দেবেন্দ্র ফডণবীস, পুষ্কর সিংহ ধামী, নায়াব সিংহ সৈনী এবং মোহন যাদবদের মতো হেভিওয়েটদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, যাঁরা বাংলার প্রচারে বারবার মাটি কামড়ে পড়েছিলেন। অসমে সদ্য নির্বাচন শেষ হওয়ায় সেখানকার নেতৃত্বের আসা নিয়ে সামান্য সংশয় থাকলেও চেষ্টার খামতি নেই। শপথের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি দু'জন উপমুখ্যমন্ত্রী এবং কয়েকজন মন্ত্রীরও শপথ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা এখনই শপথ না-ও নিতে পারে। শনিবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে এই মেগা অনুষ্ঠান। ভিড় সামলাতে তৎপর লালবাজার। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে ব্রিগেড ও সংলগ্ন এলাকা। প্রায় তিন হাজার পুলিশ কর্মী মোতায়েন থাকছেন। ড্রোনে নজরদারির পাশাপাশি উঁচু বাড়ি থেকেও কড়া প্রহরা চলবে। মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষে মূল মঞ্চের পাশেই তৈরি হচ্ছে সাংস্কৃতিক মঞ্চ, যেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নানা সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার পরিকল্পনা রয়েছে। ভিভিআইপি অতিথিরা মূল মঞ্চে থাকলেও দর্শকাসনেও হাজার হাজার চেয়ার পাতার কাজ শুরু হয়েছে। ভিড় টানতেও কোনও খামতি রাখছে না গেরুয়া শিবির। প্রতিটি বিধায়ককে অন্তত এক হাজার করে লোক আনার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। যে সব আসনে বিজেপি জিততে পারেনি, সেখান থেকেও কর্মীদের আসতে বলা হয়েছে। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, ‘শপথের দিন কর্মসূচি কিছুটা দীর্ঘ হবে।’ বিজেপির লক্ষ্য, ব্রিগেড সমাবেশের দিন যতটা সময় লেগেছিল, শপথ অনুষ্ঠানকেও ততটাই বর্ণাঢ্য করে তোলা। তবে উৎসবের আবহের মধ্যেই শমীকের গলায় শোনা গিয়েছে কড়া সুর। ভোট-পরবর্তী হিংসা রুখতে বুধবারই নবান্নে গিয়ে মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালার সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল, সৌমিত্র খাঁরা। শমীকের স্পষ্ট বার্তা, ‘বিজেপির তৃণমূলীকরণ বরদাস্ত করা হবে না।’ রাজ্য সভাপতি সাফ জানান, ‘বিজেপির পতাকা নিয়ে কেউ যদি তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে, তার দায় এই মুহূর্তে বিজেপি নেবে না। কারণ, এখনও আমরা ক্ষমতায় আসিনি।’ তিনি দাবি করেন, রাজ্যে এই মুহূর্তে যা হিংসা হচ্ছে, তা আদতে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। ক্ষমতার রদবদল দেখে যাঁরা দলবদল করতে চাইছেন, তাঁদের জন্য দরজা বন্ধ। শমীক বলেন, ‘কিছু নব্য বিজেপি দেখা যাচ্ছে। এঁদের আমরা বিজেপিতে ঢুকতে দেব না। অনেকে নিজেদের রক্ত-ঘাম দিয়ে বিজেপিকে তৈরি করেছেন। এই পার্টির তৃণমূলীকরণ আমি হতে দেব না।’ তাঁর কড়া হুঁশিয়ারি, ‘বিজেপির যত বড় নেতাই হোন, কেউ এ রকম করলে তাঁকে আমরা অ্যারেস্ট করাব। ছবি দিন, নাম দিন। আমি কথা দিচ্ছি ব্যবস্থা নেব। নইলে আমি সভাপতির পদ থেকে চলে যাব।’ আপাতত রবি-প্রণামের দিনেই বাংলার রাজপাটে নতুন সূর্যের অপেক্ষায় বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সোমবারের ভাষণের রেশ টেনেই বিজেপি বুঝিয়ে দিতে চাইছে, পশ্চিমবঙ্গ জয়ের রাজনৈতিক তাৎপর্য আসলে কতটা সুদূরপ্রসারী। ছবি সংগৃহিত ।

বাংলার রাজনীতিতে মমতা এখন অপ্রাসঙ্গিক ঃ শুভেন্দু

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্য রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন ব্রাত্য, তিনি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছেন। বুধবার সন্ধ্যায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে সিইও-র সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে দরাজ সার্টিফিকেট দেওয়ার পাশাপাশি ভোট-পরবর্তী হিংসা দমনে কড়া হুঁশিয়ারি শোনা গেল ভবানীপুর ও নন্দীগ্রামের ‘অধিকারী’র গলায়। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, বিজেপি সরকার ধর্ম-সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে গুন্ডাদমন করবে। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে ‘ইন্সিডেন্ট ফ্রি’ বা হিংসামুক্ত অ্যাখ্যা দিয়ে কমিশনকে ধন্যবাদ জানান শুভেন্দু। এদিন স্ট্র্যান্ড রোডে কমিশনের দফতরে সিইও মনোজকুমার আগরওয়াল এবং পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি। বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘যে ভাবে শান্তিতে দু'দফায় ভোট এবং গণনা হয়েছে, তাতে আমরা ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।’ তাঁর দাবি, এর আগে ভোটাররা আতঙ্কে থাকতেন। এবার বিশেষ করে ভবানীপুরের মতো এলাকায় মানুষ নির্ভয়ে নিজের ভোট নিজে দিতে পেরেছেন। শুভেন্দুর কথায়, ‘আগে ভবানীপুরের যাঁরা ভোট দিতে ভয় পেতেন, তাঁরা অনেকে এ বার ভোট দিয়েছেন। ৪৫টি বড় হাউজিং ছিল। ২০টিতে ইনসাইড হাউজিং পোলিং বুথ এ বারই প্রথম হয়েছে। ভোটারদের অনেকেই আমার কাছে বলেছেন, এ বারই তাঁরা প্রথম বার নিজেদের ভোট নিজেরা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।’ বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফা না-দেওয়া প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে শুভেন্দু তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে রাজি হননি। সরাসরি মমতাকে তোপ দেগে তিনি বলেন, ‘আমি কোনও মন্তব্যই করব না। সংবিধানে লেখা আছে। মাননীয় রাজ্যপাল, লোকভবন এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করবেন বলে আশা করি।’ একই সঙ্গে তাঁর শাণিত আক্রমণ, ‘পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উনি এখন অপ্রাসঙ্গিক। ওঁর জন্য বেশি বাক্য খরচের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।’ ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ নিয়ে ২০২১ ও ২০২৩-এর সঙ্গে তুলনা টেনে আনেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, অতীতের তুলনায় এবার হিংসার ঘটনা নগণ্য। তবুও একটি অশান্তিও বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশের ডিজি-র সঙ্গে কথা বলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, ২০২১ সালে ১২ হাজার এফআইআর ও ৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছিল, যা এবার ৫০টিও ছাড়ায়নি। পুরনো ফাইল খোলার হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, ‘ভবানী ভবনে গত বিধানসভা ভোট-পরবর্তী হিংসার ফাইল পড়ে আছে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুরের নেতৃত্বে কমিশন কমিটি করে দিয়েছিল। ১০০ শতাংশ এফআরটি করে দিয়েছেন। সেই ফাইলগুলো খোলাব।’ রাজ্যে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়ে শুভেন্দু হুঙ্কার দেন, ‘চোর-ডাকাতদের আইন অনুযায়ী শাস্তি হবে। অপেক্ষা করুন। এখনও কিছু গুন্ডা বাইরে রয়ে গিয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তৈরি হওয়ার পরে দলমত নির্বিশেষে, ধর্ম-সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে গুন্ডাদমন হবে।’ তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, ‘পাপীদের পার্টি অফিসে কেউ হাত দেবেন না।’ এ প্রসঙ্গে তিনি মমতাকে খোঁচা দিয়ে বলেন, ২০২১-এর পর এমন সৌজন্য তাঁর মুখে শোনা যায়নি। একই সুরে সুর মিলিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও। তিনি দাবি করেছেন, বর্তমান অশান্তিতে যাঁরা নাম জড়াচ্ছেন, তাঁরা আসলে বিজেপি ‘সাজা’ লোক। শমীকের কড়া হুঁশিয়ারি, ‘বিজেপির যত বড় নেতাই হোন, কেউ এ রকম করলে তাঁকে আমরা অ্যারেস্ট করাব। ছবি দিন, নাম দিন। আমি কথা দিচ্ছি ব্যবস্থা নেব। নইলে আমি সভাপতির পদ থেকে চলে যাব।’ সব মিলিয়ে নির্বাচন-পরবর্তী আবহে এখন শাসক-বিরোধীর আক্রমণ আর প্রতি-আক্রমণে তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। ফাইল ফটো।

শুভেন্দুর আপ্তসহায়ককে গুলি করে খুন

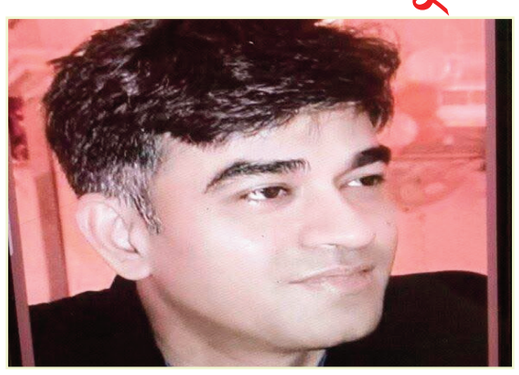

নয়া জামানা , মধ্যমগ্রাম ঃ ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে বুধবারই তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই রাতেই উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকারী চন্দ্রনাথ রথ। ঘটনায় জখম হয়েছেন গাড়ির চালকও।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দোহারিয়া এলাকায় বাইকে করে আসা দুই দুষ্কৃতী চন্দ্রনাথের গাড়ির পথ আটকে দেয়। এরপর গাড়ির কাচ ভেদ করে এলোপাথাড়ি গুলি চালানো হয়। গুলিতে তাঁর বুকে, পেটে ও মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। বাইকটিতে কোনও নম্বর প্লেট ছিল না বলে জানা গিয়েছে, এবং হামলাকারীদের মাথায় হেলমেট থাকায় পরিচয় স্পষ্ট হয়নি।গুরুতর জখম অবস্থায় চন্দ্রনাথকে দ্রুত মধ্যমগ্রামের ভিভা সিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা জানান, হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালের কর্ণধার প্রতিম সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, তাঁর বুকে দুটি গুলি লাগে, যার একটি হৃদপিণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে যায়।আদতে পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরের বাসিন্দা চন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ধরে মধ্যমগ্রামে বসবাস করছিলেন। বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ তিনি বিধানসভা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময়ই হামলার শিকার হন। গত কয়েক বছর ধরে তিনি শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ সহকারী হিসেবে কাজ করছিলেন এবং রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক নানা দায়িত্ব সামলাতেন।ঘটনার পর রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ব্যারাকপুরের জয়ী বিজেপি প্রার্থী কৌস্তব বাগচি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন।

বন্দে মাতরম্' গানকে অপমান করলেই জেল

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ জাতীয় সঙ্গীতের সমান মর্যাদা পাচ্ছে ‘বন্দে মাতরম্’। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই কালজয়ী সৃষ্টিকে অসম্মান করলে এবার থেকে শ্রীঘর নিশ্চিত। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ের ঠিক পরের দিনই এই বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল মোদী মন্ত্রিসভা। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বৈঠকে ‘জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ আইন, ১৯৭১’ সংশোধনের প্রস্তাবে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ‘জন গণ মন’-এর মতো ‘বন্দে মাতরম্’-ও একই আইনি সুরক্ষা পাবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এই অনুমোদনের ফলে আইনের ৩ নম্বর ধারাটি সংশোধন হতে চলেছে। এতদিন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ায় বাধা দিলে বা সমাবেশে বিঘ্ন ঘটালে তিন বছর পর্যন্ত জেল, জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান ছিল। এবার থেকে জাতীয় স্তোত্র বা রাষ্ট্রীয় গীতের অবমাননা করলেও একই কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হবে অপরাধীকে। একবার অপরাধ করার পর দ্বিতীয়বার একই কাজ করলে নূন্যতম এক বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। ইতিপূর্বে ২০০৫ সালে জাতীয় পতাকার অমর্যাদা রুখতে এই আইনটি একবার সংশোধন করা হয়েছিল। তখন কোমরের নীচে তেরঙা পরা বা রুমাল-বালিশে তার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে দীর্ঘ টালবাহানা রয়েছে। গত ডিসেম্বরে সংসদে ‘বন্দে মাতরম্’-এর সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ আলোচনায় এই সমমর্যাদার দাবি উঠেছিল। যদিও গানটির সবকটি স্তবক গাওয়া বাধ্যতামূলক করার কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলাও হয়। মূলত উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে এই গানের কিছু অংশ নিয়ে আপত্তি ওঠে। মিজোরামের কিশোরী এস্থার নামতের কণ্ঠে গানটি শুনে প্রধানমন্ত্রী মুগ্ধ হলেও উত্তর-পূর্বের খিস্টানপ্রধান ও জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলি ‘তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম/তুমি হৃদি তুমি মর্ম’ কিংবা ‘তোমার প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে’-এর মতো লাইনগুলি নিয়ে আপত্তি তোলে। হিন্দু দেবী বন্দনার উপস্থিতিতে তারা বিরক্ত ছিল। তবে যাবতীয় বিতর্ককে পাশে সরিয়ে বাংলা ও বাঙালির আবেগের এই গানকে এবার জাতীয় সম্মানের সর্বোচ্চ আসনে বসাল কেন্দ্র। বাংলায় পদ্ম শিবিরের বিপুল জয়ের পরেই দিল্লির এই পদক্ষেপ রাজনৈতিক ভাবে অত্যন্ত ‘তাৎপর্যপূর্ণ’ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।সাহিত্যসম্রাটের সৃষ্টিকে রক্ষা করতে সরকার এখন বদ্ধপরিকর।

বঙ্গেও চালুর পথে পিএম শ্রী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর স্কুলপড়ুয়াদের জন্য সুখবর। দীর্ঘ টালবাহানার পর এই দুই রাজ্যে অবশেষে চালু হতে চলেছে কেন্দ্রীয় প্রকল্প ‘পিএম শ্রী’ (প্রধানমন্ত্রী স্কুলস ফর রাইজিং ইন্ডিয়া)। শিক্ষা মন্ত্রক সূত্রে খবর, প্রকল্প রূপায়ণের লক্ষে শীঘ্রই দুই রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠিয়ে মৌ স্বাক্ষরের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের আশা, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে এবার আর এই জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ভর প্রকল্প থমকে থাকবে না। এতদিন পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার এবং তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকার এই প্রকল্পে সায় দেয়নি। কেন্দ্রের শর্ত ছিল, মৌ স্বাক্ষর না করলে মিলবে না প্রকল্পের অনুদান। এই সংঘাতের জেরে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ‘সমগ্র শিক্ষা’ অভিযানের টাকাও পায়নি রাজ্যগুলি। কেন্দ্রের দাবি ছিল, এর মাধ্যমে দেশজুড়ে ১৪ হাজার ৫০০টি সরকারি স্কুলকে ‘মডেল স্কুল’ হিসেবে গড়ে তোলা হবে। কিন্তু তৎকালীন রাজ্য সরকারগুলির অভিযোগ ছিল, অনুদানের টোপ দিয়ে আসলে জোর করে জাতীয় শিক্ষানীতি বা এনইপি চাপাতে চাইছে মোদী সরকার। বর্তমানে বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি।

অন্যদিকে তামিলনাড়ুতে বিজয় অভিনীত দল টিভিকে একক বৃহত্তম শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে।

হার মানতে নারাজ
সুপ্রিম পথে মমতা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ নির্বাচনে অভাবনীয় হারের পর হার মানতে নারাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট লুঠ ও কারচুপির অভিযোগে এবার দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার বিকেলে নবনির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে মমতা সাফ জানিয়েছেন, ১০০টির বেশি আসনে তাঁদের জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হারের দায় ঝেড়ে ফেলে লড়াইয়ের মেজাজে নেত্রী বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে দল নির্বাচন নিয়ে। একত্রিত হয়ে চলার সময় এটা আমাদের।’ মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় মমতা প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আদালতের দরজায় কড়া নাড়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। বুধবারের বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে বৈঠকে যোগ দেন ৭১ জন। অনুপস্থিত ৯ বিধায়ককে নিয়ে দলের অন্দরে শুরু হয়েছে তীব্র জল্পনা। বৈঠকে দলীয় শৃঙ্খলার ওপর জোর দিয়ে মমতা একটি কমিটি গড়ে দেন। ডেরেক ও'ব্রায়েন, ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যদের নিয়ে গঠিত এই কমিটি দলের ভেতরের অন্তর্ঘাত রুখতে কড়া নজরদারি চালাবে। মমতা সাফ জানান, ‘যাঁরা অন্তর্ঘাত করেছেন, তাঁদের নাম দিন। একা আমিও ছিলাম একসময়, ঘুরে দাঁড়িয়েছি। দল ঘুরে দাঁড়াবেই।’ নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর মমতা নিজের রাজনৈতিক কৌশলে বদল আনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভবানীপুরে মাত্র ১৫,১০৫ ভোটে পরাজিত মমতা এখন বিধানসভার বাইরে থেকেই আন্দোলনের সুর বাঁধবেন। মমতা বলেন, ‘আমি গিয়ে পদত্যাগ করব না। রাষ্ট্রপতি শাসন হলে হোক।

রেকর্ড থাকুক। ওরা আমাকে বরখাস্ত করুক, আমি চাই, সেই দিনটি হোক একটি কালো দিন।’ একইসঙ্গে নিজের আইনজীবী সত্তাকে হাতিয়ার করে তিনি জানান, ‘নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথের দিন দলীয় কার্যালয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজাও। আমি, চন্দ্রিমা আবার আদালতে প্র্যাকট্রিস করব।’ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা কে হবেন, তা নিয়েও এদিন গভীর আলোচনা হয়। বিজেপির জয়কে ‘অনৈতিক’ আখ্যা দিয়ে মমতা সরাসরি তোপ দাগেন নির্বাচন কমিশনের ওপর। তাঁর কথায়, ‘জ্ঞানেশ কুমার হলেন আসল ভিলেন। এই পরিস্থিতিতে সরাসরি যুক্ত আছেন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।’ রাজ্যে পরাজয় সত্ত্বেও তৃণমূলের পরবর্তী লক্ষ্য যে ‘দিল্লি’, তা এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন নেত্রী। ‘ইন্ডিয়া’ জোটের শরিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার বার্তা দিয়েছেন তিনি। ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে ১০ সদস্যের একটি ‘ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং কমিটি’ গড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বৈঠকে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মীদের আশ্বস্ত করে বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দল দেখবেন। যেখানে অভিযোগ নিচ্ছে না, সেখানে অনলাইনে অভিযোগ জানান।’ ছবি সংগৃহিত। কালীঘাটে বৈঠকে মমতা, অভিষেক সহ আরও অনেকে।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

পরিবর্তনের রূপরেখা

পশ্চিমবঙ্গে সুষ্ঠু ভাবে, হিংসামুক্ত পরিস্থিতিতে বিধানসভা নির্বাচন আয়োজিত হয়েছে। এর কৃতিত্ব নিশ্চিত ভাবে নির্বাচন কমিশনের প্রাপ্য। এই নির্বাচন ২০০৬ সালের নির্বাচনের কথা মনে করিয়ে দেয়। ২০০৫ সালে, বাম আমলে, তৎকালীন সাংসদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ করেন। সে বার নির্বাচন পরিচালনায় রাজ্য সরকারের তথাকথিত পক্ষপাতমূলক ভূমিকার কারণে নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারকে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে পাশ কাটিয়ে নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এমন ঘটনা সেই প্রথম বার ঘটল। তালিকা পরিশোধন অভিযানের সময় নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকরা ভোটার তালিকায় তেরো লক্ষ ভুয়ো নাম শনাক্ত করেন, এবং সেগুলি বাদ দেন। ২০০৬ সালের নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর কঠোর নজরদারিতে। কমিশন রাজ্যের বাইরে থেকে পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনী চায়, কারণ রাজ্য পুলিশের উপরে পূর্ণ আস্থা ছিল না। নির্বাচনটি প্রায় সম্পূর্ণ হিংসামুক্ত ভাবে হয়েছিল। ভোটাররা কোনও ভয়ভীতি ছাড়াই ভোট দিতে পেরেছিলেন। ২০২৬-এও তাই হয়েছে।পরিবর্তন না প্রত্যাবর্তন? সোমবার ভোটগণনার আগে পর্যন্ত এই প্রশ্ন নিয়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সমগ্র দেশে কত জল্পনা-কল্পনা! গতকাল ভোটগণনার পর সেই অনিশ্চয়তার অবসান হল। ২৯ এপ্রিল, দ্বিতীয় দফায় ভোটদানের পর এক্সিট পোল বা বুথ-ফেরত সমীক্ষাগুলিতেও অনিশ্চয়তা কাটেনি। সমীক্ষাগুলির ফল ছিল কোনও বড় হোটেলের বুফের মতো! বুফেতে ভাত, ডাল, রুটি, তরকারি, মাছ, মাংস, পাঁপড়, চাটনি, দই-মিষ্টি সবই পাবেন। তেমনই, মন দিয়ে দেখলে প্রত্যেকেই কোনও না কোনও সমীক্ষায় নিজস্ব বিশ্বাসের অনুবর্তী ভবিষ্যদ্বাণী পেয়েছেন। কিছু বিচক্ষণ মানুষ সাবধানতার সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের কথাও বলেছিলেন। খুব কম লোকই সম্ভাব্য কালবৈশাখী বা সুনামির কথা বলেছিলেন। এই নির্বাচনে সুনামি হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠন করতে চলেছে। ফল ঘোষণা হওয়া ২৯৩টি আসনের মধ্যে দুশোরও বেশি আসনে বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী। অর্থাৎ, বিজেপি শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি, দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জয়ী হয়ে 'সুপার-মেজরিটি' অর্জন করেছে। ২০২১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল ২১৫টি আসনে; এ বার তিন অঙ্কের ঘরেও পৌঁছোয়নি তাদের আসনসংখ্যা। এ রাজ্যে যখনই সরকার পাল্টেছে, রাজ্যের মানুষ ক্ষমতাসীন দলকে কার্যত মূল থেকে উৎখাত করেছেন। ১৯৭৭ সালে যখন কংগ্রেসকে হারিয়ে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছিল, তখন বামফ্রন্ট জিতেছিল ২৩১টি আসনে, কংগ্রেস জিতেছিল মাত্র ২০টিতে। ২০১১ সালে যখন বামফ্রন্টকে হারিয়ে তৃণমূল সরকারে আসে, তখন বামফ্রন্ট জিতেছিল ৪০টি আসনে, আর তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছিল ১৮৪টিতে। ২০২৬-এও সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকল। এ বারও শাসনক্ষমতা বদলের সময় এক দলের বিপুল বিজয় হয়েছে, আর বিদায়ী দলের করুণ পরাজয়। রাজনীতিতে আবেগপ্রবণ বাঙালি এক বার কোনও দলের থেকে প্রেম প্রত্যাহার করলে সব সম্পর্কচ্ছেদ করে ছাড়ে! এ বারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।শাসকের প্রতি বাঙালির সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ অভিনব না হলেও, এত তাড়াতাড়ি মোহভঙ্গে একটু নতুনত্ব আছে। দেড় দশকব্যাপী শাসন খুব কম সময়ের নয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের প্রায় তিন দশকের (১৯৪৭-১৯৭৭), আর তার পর বামেদের প্রায় সাড়ে তিন দশকের (১৯৭৭-২০১১) শাসনের তুলনায় তৃণমূলের শাসনকাল নাতিদীর্ঘ। কোনও দল ক্ষমতায় আসার পর কয়েক বছর জনগণের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা বা হনিমুন চলে। নতুন সরকার হিসাবে জনগণ তার হাজার অপরাধ মাফ করে দেয়। কিন্তু, তার পর বিচার শুরু হয়ে যায়। এখন টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের যুগে সংবাদ অনেক তাড়াতাড়ি প্রচার হচ্ছে; কোনও মন্ত্রীর বান্ধবীর বাড়িতে কয়েক কোটি টাকা ও সম্পত্তির হদিস মিললে সে খবর দাবাগ্নির মতো ছাড়িয়ে যাচ্ছে। জনগণের সঙ্গে ক্ষমতাসীন সরকারের মধুচন্দ্রিমার সময় ক্রমশ স্বল্প হচ্ছে। অনেক তাড়াতাড়ি বিচার শুরু হয়ে যাচ্ছে।তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অনেকে বলেন যে, দুর্নীতি আর কোনও ব্যাপার নয়, বাঙালি দুর্নীতিকে 'স্বাভাবিক' বলে মেনে নিয়েছে। বিবেকানন্দ এবং বিদ্যাসাগরের উত্তরপুরুষ বাঙালির এ রকম চারিত্রিক পরিবর্তন মেনে নেওয়া দুষ্কর। যাই হোক, দুর্নীতির মামলাগুলি এখনও তদন্ত এবং বিচারসাপেক্ষ; কাজেই, সে বিষয়ে কিছু বলা সঙ্গত নয়। তবে তৃণমূলের আমলে যে দুর্নীতি হয়েছে, জনমানসে এ রকম ধারণা স্পষ্টতই সুদৃঢ়।প্রতিশ্রুতির সঙ্গে 'কী পেয়েছি'র হিসাব হচ্ছে; সবুরে মেওয়া ফলবার প্রত্যাশায় বাংলার মানুষ আর দীর্ঘ অপেক্ষায় রাজি নয়। এই নির্বাচনে একটা আশার আলোর প্রতিফলন আছে; বাঙালি শুধু বাঁচতে চায় না, দেশের অন্য প্রগতিশীল রাজ্যগুলির প্রতিযোগী হতে চায়। বাঙালির আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়নি। বাঙালি দুর্গতির থেকে খালি সাময়িক ত্রাণ চায় না, দীর্ঘমেয়াদি পরিত্রাণ চায়।

তামিলনাড়ুতে থালাপতি বিজয়ের চমকের নেপথ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ তামিলনাড়ুতে অভিনেতা থেকে রাজনীতিক বনে যাওয়া থালাপতি বিজয় ২০২৪ সালে তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম (টিভিকে) নামের দল প্রতিষ্ঠা করেন । ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন শুধু চমকপ্রদ ফলই দেয়নি, বরং বড় ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তনও এনে দিয়েছে। বহু বছর ধরে রাজ্যটিতে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল, সেটি এবার নড়বড়ে হয়ে গেছে।চলচ্চিত্র তারকা থেকে রাজনীতিক বনে যাওয়া থালাপতি বিজয়ের দল তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম (টিভিকে) নির্বাচনে এককভাবে সবচেয়ে বড় দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি পৌঁছেছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দল দ্রাবিড় মুনেত্র কাজাগাম (ডিএমকে) এবং প্রধান বিরোধী দল অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুনেত্র কাজাগাম (এআইএডিএমকে) এবার এক অচেনা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। তাই রাজ্যটিতে এবারের নির্বাচনে কে জিতেছে, তা নয়; বরং রাজনীতিতে কী পরিবর্তন ঘটেছে, সেটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।এবারের তামিলনাড়ু নির্বাচনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করা যাক।

দুই দ্রাবিড় দলের প্রতি অনাস্থা

কয়েক দশক পর তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে প্রথমবারের মতো দুই প্রধান দ্রাবিড় দল; দ্রাবিড় মুনেত্র কাজাগাম (ডিএমকে) ও অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুনেত্র কাজাগাম (এআইএডিএমকে) শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নয়, বরং একধরনের নীরব প্রত্যাখ্যানের মুখে পড়েছে। নির্বাচনী প্রচারণা চলার সময় এ পরিবর্তনের আভাস তেমন একটা পাওয়া যায়নি। কোনো বড় ধরনের সরকারবিরোধী ঢেউও দেখা যায়নি; বরং বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষ করে শহরাঞ্চলের ভোটারদের আচরণের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছে।কিছু ভোটারের কাছে ডিএমকে অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক দল। তারা শাসনব্যবস্থা পরিচালনার পাশাপাশি ক্ষমতাকে আরও সংহত করেছে। অন্যদিকে নেত্রী জয়ললিতার মৃত্যুর পর এআইএডিএমকে এখনো নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করতে পারেনি বলে অনেকে মনে করেন।এ নির্বাচনে ভোটাররা দ্রাবিড় রাজনীতিকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেননি। তবে তাঁরা দ্রাবিড় রাজনীতির বর্তমান নেতৃত্বের ওপর অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। আর এই অসন্তোষের জায়গাটিই অনেক ক্ষেত্রে বিজয়কে সুবিধা দিয়েছে।

পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ও নতুন মুখের খোঁজ

তামিলনাড়ুতে এত দিন একটা নিয়মিত বিরতিতে ক্ষমতার পালাবদল হতে দেখা যেত। তবে ভোটারদের পছন্দের দল বেছে নেওয়ার প্রবণতার দিক থেকে এবারের নির্বাচনটি ভিন্ন ছিল। এবার মানুষ শুধু পরিবর্তনের ইচ্ছাই প্রকাশ করেনি, বরং সে পরিবর্তনের ওপর একধরনের আস্থা রেখেই ভোট দিয়েছেন।এ প্রেক্ষাপটে বিজয় এক ব্যতিক্রমী মুখ হিসেবে উঠে আসেন। অভিনয়জগৎ থেকে রাজনীতিতে আসা বিজয় জাতি, শ্রেণি ও আঞ্চলিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে গিয়ে একধরনের ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠতে পেরেছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন বয়সী মানুষের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথমবারের মতো ভোটার হওয়া তরুণ, নারী ভোটারের একটি অংশ, শহরের ভাসমান ভোটার, এমনকি কিছু প্রবীণ ভোটারও তাঁকে সমর্থন দিয়েছেন।তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে দীর্ঘদিন তামিল জাতীয়তাবাদী নেতা সেন্থামিজান সিমানের নেতৃত্বাধীন 'নাম তামিলার কাচি'র (এনটিকে) মতো ছোট দলগুলো ডিএমকে ও এআইএডিএমকের দ্বিদলীয় রাজনীতির বাইরে একটি তৃতীয় জায়গা তৈরি করে রেখে ছিল। তবে এবারের নির্বাচনে সেই জায়গা কার্যত সংকুচিত হয়ে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সিমান শুধু দলের প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হননি, বরং নির্বাচনী কৌশলে পিছিয়েও পড়েছেন। এমনকি তিনি নিজের আসনও হারিয়েছেন।এই নির্বাচনী ফলাফলের প্রতীকী বার্তাটি স্পষ্ট। তা হলো, আগে বড় দলের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া ভোটারদের ভোটগুলো ছোট ছোট দলের দিকে যেত। আর এবার তা শক্তিশালী বিকল্প শক্তির দিকে একত্র হয়েছে। ফলে বলা যায়, রাজনীতির সেই 'তৃতীয় জায়গাটি' এখন আগের মতো আর নেই। তার জায়গা দখল করেছে নতুন এই উদীয়মান শক্তি।

চেন্নাইয়ে বড় পরিবর্তন

এ নির্বাচনে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবিটা দেখতে চাইলে চেন্নাইয়ের দিকে তাকাতে হবে। দীর্ঘদিন তামিলনাড়ু রাজ্যের এই রাজধানী শহরটির রাজনীতিতে সীমিত পরিবর্তন দেখা গেছে। কখনো কখনো রাজনৈতিক সমীকরণ বদলালেও কোনো বড় রাজনৈতিক শক্তির পুরোপুরি পতনের ঘটনা খুব একটা দেখা যায়নি। ২০২১ সালে দ্রাবিড় মুনেত্র কাজাগাম চেন্নাইয়ের ১৬টি আসনের সব কটিই জিতে নিয়ে আবারও শহরটিতে নিজেদের শক্ত অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেছিল।এবার পরিস্থিতি বদলে গেছে। সেই দুর্গ এখন ভেঙে পড়েছে। টিভিকে চেন্নাইয়ের অধিকাংশ আসনে বড় সাফল্য পেয়ে শহরের রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আর চেপাউক ও হারবারের মতো হাতে গোনা কয়েকটি আসনে জয়ের মধ্য দিয়ে ডিএমকেকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।আন্নানগর, টিনগর, ভিল্লিভাক্কাম ও ভেলাচেরির মতো আসনগুলোয় কারা জয় পাবে, তা সাধারণত আগে থেকে অনুমান করা যায়। তবে এবার এ আসনগুলো কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে পরিণত হয়েছিল। এই পরিবর্তনের পেছনে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছেন শহুরে ভোটাররা। বিশেষ করে তরুণ, বেতনভুক্ত পেশাজীবী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন। তাঁরা শুধু শাসনব্যবস্থা নয়, বরং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন।

ভোট বনাম ক্ষমতা

বিজয়ের উত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে সামনে এনেছে। সেটি হলো, আবেগের জায়গা থেকে মানুষকে এক করার মধ্য দিয়ে পাওয়া শাসনক্ষমতা কতটা টেকসই হবে?বিভিন্ন অঞ্চলে টিভিকের সমর্থন ছড়িয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে বিজয়ের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তামিলনাড়ুর ইতিহাস বলছে, নির্বাচনে জিততে হলে অনেক দিনের গড়ে ওঠা শক্ত সাংগঠনিক কাঠামো এবং পরিকল্পিতভাবে ভোট নিজেদের পক্ষে আনার ক্ষমতা দরকার। তামিলনাড়ু রাজ্যে ডিএমকে এবং এআইএডিএমকে তেমন সক্ষমতা তৈরি করেছিল।তবে এবারের নির্বাচনে টিভিকের সাফল্য নতুন এক রাজনৈতিক মডেলের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তা হলো, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জনসমর্থনও বড় ফল এনে দিতে পারে।এ প্রেক্ষাপটে বিজয় রাজ্যের রাজনীতির কেন্দ্রীয় চরিত্রে উঠে এসেছেন, আর পুরোনো রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যাচ্ছে।

ব্যবস্থা পুনর্গঠন, প্রতিস্থাপন নয়

তামিলনাড়ু তার অতীত রাজনৈতিক ধারাকে পুরোপুরি ত্যাগ করেনি; বরং এই নির্বাচন সেটিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছে। একসময় চলচ্চিত্র, আবেগ ও জনসংযোগের মতো যে বিষয়গুলো দ্রাবিড় রাজনীতির আধিপত্য গড়ে তুলেছিল, সেগুলোকেই এখন নতুন এক রাজনৈতিক শক্তি আবারও ব্যবহার করছে। তবে পার্থক্য হলো, বিজয় সেই উপাদানগুলো ব্যবহার করলেও মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক ভিত্তিটা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পাননি।এ কারণেই মুহূর্তটি একই সঙ্গে শক্তিশালী এবং অনিশ্চিত।এ নির্বাচনের ফলাফল একটি বিষয় পরিষ্কার করে দিয়েছে। সেটি হলো, ভোটাররা পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত ছিল। নির্বাচনে টিভিকের বড় সাফল্য এবং ডিএমকে নেতা এম কে স্টালিনের নিজের আসনে পরাজয়ের মধ্যে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 07-05-2026 10:37 Page 3

মহানগর
নয়া জামানা

লোকভবনে গেজেট নোটিফিকেশন জমা দিলেন মনোজ, রুদ্ধদ্বার বৈঠক

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোটপর্ব মিটতেই বুধবার সকালে রাজভবনে রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল । হাতে ছিল ২৯৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের জয়ী প্রার্থীদের গেজেট নোটিফিকেশন। তবে নেহাত সৌজন্য সাক্ষাৎ নয়, এই বৈঠকে গুরুত্ব পেল ভোট-পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গ। নতুন সরকার গঠনের মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে সাংবিধানিক প্রধানের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট পেশ করলেন সিইও। এবারের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিজেপি। সাংবিধানিক রীতি মেনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটের নেতাকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান রাজ্যপাল। সেই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হিসেবেই এদিন লোক ভবনে হাজির হন কমিশনের আধিকারিকেরা। তবে এবারের রাজনৈতিক আবহাওয়া কিছুটা ভিন্ন। একদিকে বিজেপি ম্যাজিক ফিগার ছুঁলেও পরাজয় মানতে নারাজ তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা, 'পদত্যাগ করব না'। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরাসরি পক্ষপাতিত্বের তোপ দেগেছেন তিনি। অন্যদিকে সিইও মনোজ আগরওয়াল সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে নিজের অবস্থানে অনড়। এই টানাপড়েনের মধ্যেই রাজ্যপালের দরবারে কমিশনের উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বৈঠকে মূলত দুই বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথমত, নবনির্বাচিত বিধায়কদের তালিকা সম্বলিত গেজেট নোটিফিকেশন হস্তান্তর। দ্বিতীয়ত, ফল ঘোষণার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অশান্তির খ বর। সিইও-র কাছে ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে বিস্তারিত জানতে চান রাজ্যপাল রবি। সিভি আনন্দ বোসের ইস্তফার পর দায়িত্ব নেওয়া রবি প্রথম থেকেই প্রশাসনিক রদবদলে কড়া মনোভাব দেখিয়েছেন। ভোট চলাকালীন কমিশনের সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য বিশেষ আধিকারিক নিয়োগ করা হলেও সময়ের অভাবে মনোজ নিজে দেখা করতে পারেননি। এদিন সেই খামতি মিটিয়ে দিলেন বিদায়ী সিইও। পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় তৃণমূলের ক্রমাগত আক্রমণের মুখেও মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করে গিয়েছেন মনোজ।এসআইআর পর্ব থেকে গণনা পর্যন্ত তাঁর ভূমিকা নিয়ে চর্চা ছিল তুঙ্গে। এবার সিইও হিসেবে তাঁর মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। নতুন সরকার গঠন এবং পরবর্তী প্রশাসনিক রদবদলে তাঁর ভূমিকা কী হয়, এখন সেদিকেই নজর ওয়াকিবহাল মহলের। রাজভবন থেকে বেরিয়ে তিনি অবশ্য সংবাদমাধ্যমের কাছে বাড়তি মুখ খে ালেননি। রাজ্যপালের নির্দেশে এখ ন পরবর্তী পদক্ষেপের অপেক্ষা। ছবি সংগৃহিত।

বদলা নয়, রাজধর্ম
পালনের বার্তা শুভেন্দুর

নয়া জামানা,নন্দীগ্রাম ঃ প্রত্যাশিত জয় এসেছে, এবার রাজধর্ম পালনের পালা। নন্দীগ্রামের মাটি থেকে দলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে সংযত থাকার কড়া বার্তা দিলেন ভূমিপুত্র শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'ওরা অনেক অত্যাচার করেছে। কিন্তু কেউ আইন হাতে তুলে নেবেন না। ওরা যা করেছে, আপনারা করবেন না। শান্তি বজায় রাখতে হবে।' উস্কানিতে পা না দিয়ে দলের নিচুতলার কর্মীদের প্রতি তাঁর দাওয়াই; 'ধৈর্য আর সহ্য'। তিনি মনে করিয়ে দেন, এই দুই মন্ত্রেই ২০১১ এবং ২০২৬-এর পরিবর্তনে তিনি সামিল ছিলেন। রাজনীতির কারবারিদের মতে, জয়ের উন্মাদনায় যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকেই বিশেষ নজর দিয়েছেন শুভেন্দু। বিজয় মিছিল নিয়েও তাঁর নির্দেশ অত্যন্ত কড়া। তিনি বলেন, '৯ তারিখের পর পুলিশের অনুমতি নিয়ে শান্তিতে করবেন। এখন দু-তিনটে দিন বিজয় মিছিল করবেন না।' সেই সঙ্গেই বিরোধীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যে এবার 'আসল পরিবর্তন' সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর দাবি, বিজেপি সরকার এবং দল রাজ্যে এমন কাজ করবে যাতে আগামী ১০০ বছর এখানে 'পদ্ম' টিকে থাকে। আত্মবিশ্বাসের সুরে তিনি জানান, আগামীদিনে বিজেপি ৬০ শতাংশের বেশি ভোট পাবে। ভোট মিটতেই এবার আইনি পথে কঠোরভাবে হাঁটার ইঙ্গিত দিয়েছেন শুভেন্দু। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলের বিভিন্ন অমীমাংসিত মামলা নিয়ে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'আগামীর বিজেপি সরকার ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) অনুযায়ী প্রতিটি মামলা খুলবে। আমরা ব্যবস্থা নেব।' তবে কর্মীদের বিশৃঙ্খলায় না জড়িয়ে তিনি আশ্বস্ত করেছেন, 'যারা গুন্ডা, চোর, তাদের দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন। আইনের পথে যা করার সব করব।' তাঁর সংযোজন, 'অত্যাচারীরা কখনও জেতে না। ওই পাপীদের অফিসে হাত দেবেন না। ওদের উপেক্ষা করুন।' উল্লেখ্য, নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর দুই কেন্দ্রেই বড় ব্যবধানে জয়ী শুভেন্দুকে নিয়ে এখন রাজনৈতিক মহলে বড় প্রশ্ন, তিনি কোন আসনটি শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে রাখবেন? বিধানসভার নিয়ম মেনে ১০ দিনের মধ্যে একটি আসন তাঁকে ছাড়তে হবে। দলীয় শৃঙ্খলার কথা মনে করিয়ে শুভেন্দুর জবাব, 'আমাকে ১০ দিনের মধ্যে একটা আসন ছাড়তে হবে। আমার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যা সিদ্ধান্ত নেবে তা আমাকে মানতে হবে। একা কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। আমি শৃঙ্খলাপরায়ণ।' তবে তিনি এও স্পষ্ট করেন যে, নন্দীগ্রামের মানুষের ঋণ তিনি উন্নয়ন দিয়েই শোধ করবেন। এদিন জয়ের আবহেও এলাকার উন্নয়নে একগুচ্ছ মেগা প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শুভেন্দু। সোনাচুরায় আইটিআই কলেজ, নতুন ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে শুরু করে কৃষিক্ষেত্রে বছরে দুবার ধান চাষের পরিকাঠামো গড়ার কথা বলেন তিনি। হলদিয়া-নন্দীগ্রাম ব্রিজ নির্মাণ এবং গ্রামীণ হাসপাতালগুলোর মানোন্নয়নের লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছেন তিনি। ক্ষোভ উগরে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এই মমতা জলের পাইপ পাততে দেয়নি। ৬ মাসের মধ্যে জলের পাইপ প্রত্যেকের বাড়িতে পৌঁছে যাবে।' সেই সঙ্গে রাজ্যে সর্বধর্মের উৎসব পালনের নিশ্চয়তা দিয়ে তিনি জানান, দুর্গোৎসব, রামনবমী ও রথযাত্রা, সব মন্দির ও স্কুল এবার সেজে উঠবে। তাঁর শেষ কথা, 'আমরা আমাদের সঙ্কল্পপত্র পূরণ করব।' ছবি সংগৃহিত।

বাংলায় আইনের শাসনের
দাবি সিপিএমের সেলিমের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদল হতেই দিকে দিকে আছড়ে পড়ছে ভোট-পরবর্তী হিংসার ঢেউ। তৃণমূল জমানার অবসান ঘটিয়ে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও বাংলা জুড়ে শুরু হয়েছে তাণ্ডব। আগামী ৯ মে নতুন সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের আগেই দোকানপাটে হামলা থেকে নাম বদল কিংবা বুলডোজার রাজনীতির নির্লজ্জ দাপট দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রান্তে। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে রাজ্যে আইনের শাসন কার্যকর করার জোরালো দাবি তুললেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। বিরোধীদের অভিযোগ, হামলা ও মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী; সকলেই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। মহম্মদ সেলিমের অভিযোগ, ফল প্রকাশের অব্যবহিত পরেই বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। তাঁর দাবি, শাসক শিবিরের নেতারা কেবল মৌখিক বিবৃতি দিয়েই দায় ঝাড়ছেন। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে লেনিন মূর্তিতে আঘাত থেকে শুরু করে বাম নেতাদের প্রতিকৃতি ভাঙচুর কিংবা পার্টি অফিস দখলের ঘটনায় সেলিম ২০১১ সালের তৃণমূলী সংস্কৃতির ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর সাফ কথা, 'এই কাজে রাতারাতি রাজনৈতিক রং বদলানো কিছু তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের অগ্রণী ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে।' সেলিম আরও জানান, সর্বত্র সাধারণ মানুষ ও বাম কর্মীরা এই স্বৈরাচারী আস্ফালনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন। আরএসএস পরিচালিত বিজেপির বিরুদ্ধে 'উগ্র হিন্দুত্ববাদী বুলডোজার রাজনীতি' আমদানির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'ঘৃণার মতাদর্শে চালিত হয়ে ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাসস্থান, উপাসনালয়, খাদ্যাভ্যাসের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে।' এদিকে আইনি পথে এই হিংসা দমনের আর্জি জানিয়েছে বামপন্থী আইনজীবী সংগঠন 'আইলাজ'। সংগঠনের জাতীয় কাউন্সিল সদস্য কুনাল বক্সির বাড়িতে হামলার ঘটনায় ক্ষুব্ধ আইনজীবী মহল। দিবাকর ভট্টাচার্যের দাবি, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি যেন এই বেআইনি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেন। ঘরছাড়া ও আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়ে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ডাক দিয়েছেন আইনজীবীরা। সব মিলিয়ে শপথের আগেই অশান্তি রুখতে এখন বড় পরীক্ষা প্রশাসনের সামনে। ফাইল ফটো।

রাজ্যে পালাবদল, টলিউডে ব্যান সংস্কৃতিতে ইতি টানতে চান দেব

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজনীতি নয়, অভিনেতা দেব ফিরছেন চিরচেনা রুপোলি পর্দায়। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল আর ব্যক্তিগত শোকের ধাক্কা সামলে টলিউডের সুপারস্টার জানিয়ে দিলেন, তিনি আর সক্রিয় রাজনীতিতে বেশি জড়াতে চান না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য এখন বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়ন। দেবের সাফ কথা, 'আর রাজনীতিতে বেশি জড়াতে চাই না। আগের মতো মন দিয়ে অভিনয়টাই করতে চাই। এটাই বরাবর করে এসেছি।' তাঁর মতে, ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে দীর্ঘদিনের 'ব্যান' বা বয়কট সংস্কৃতির এবার অবসান হওয়া জরুরি। নতুন শাসকদলের কাছে তাঁর একটাই আর্জি, তারা যেন টলিউডের পাশে দাঁড়ায়। রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন বিদায়ী সাংসদ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের হার তাঁকে ব্যথিত করলেও, ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থে তিনি এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন। দেবের আশা, 'ইন্ডাস্ট্রিতে আর কেউ কাউকে 'ব্যান' করতে পারবে না। প্রযোজকদের উপরে নিয়মের বোঝা চাপাতে পারবে না। সুষ্ঠু ভাবে কাজ হবে। কাজের পরিমাণ বাড়বে। বাইরে থেকেও কাজ আসবে।' তবে এই উন্নয়নের জন্য তিনি একটি শর্তও রেখেছেন। তৃণমূলের করা ভুলগুলোর যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেদিকে কড়া নজর রাখার অনুরোধ করেছেন পদ্মশিবিরকে। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'ইন্ডাস্ট্রিকে বুঝে তার পাশে এসে দাঁড়ালে বেঁচে যাবে বাংলা ছবির দুনিয়া।' নির্বাচনের ফলের দিনেই প্রিয় পোষ্য লাকির মৃত্যু দেবকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করেছিল। একই সঙ্গে দলের পরাজয় ছিল বড় ধাক্কা। তবে কোনো অলৌকিক বা অশুভ সঙ্কেতে বিশ্বাসী নন তিনি। দেবের কথায়, 'লাকির মৃত্যু আচমকা। সকালে কাজে বেরোনোর সময়েও সুস্থ দেখে ছিলাম। রাতে এসে শুনলাম, সফল অস্ত্রোপচার হয়েছে। হঠাৎ চলে গেল। খুব ধাক্কা খেয়েছিলাম।' শোক আর হারের গ্লানি কাটিয়ে এখন জীবনের বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার লড়াই চালাচ্ছেন তিনি। বিজেপিতে যোগদানের জল্পনাকেও হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন এই অভিনেতা। স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি ক্ষমতার লোভে রাজনীতি করেন না। তাঁর দাবি, 'রাজনীতি না করলে জীবনধারণ করতে পারব না, এ রকম অবস্থা তো আমার নয়! আমি তো রাজনীতি করতেই চাইনি। দিদি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে রাজনীতিতে এসেছি।' নিজের রাজনৈতিক সততা প্রমাণে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী থেকে শুরু করে সোহিনী সরকার বা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের কথা। দলমত নির্বিশেষে সবার সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। দেবের গলায় গর্বের সুর, 'মিঠুনদা আর আমার ছবি 'প্রজাপতি' নন্দনে আটকে দেওয়া দেওয়া হয়েছিল। ওই দিনই ঘোষণা করেছিলাম, মিঠুনদাকে নিয়ে 'প্রজাপতি ২' করব। একই ভাবে রূপাদি, রুদ্র, সোহিনী, অনির্বাণ 'ব্যান' ছিলেন। একমাত্র আমি প্রত্যেককে নিয়ে কাজ করেছি।' ইন্ডাস্ট্রির অন্দরের দলাদলি নিয়েও সরব হয়েছেন দেব। ইম্পা-র বর্তমান অস্থিরতা এবং পিয়া সেনগুপ্তের পদত্যাগ নিয়ে তাঁর অবস্থান 'নিরপেক্ষ'। তবে অরূপ বিশ্বাস ও স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁর দীর্ঘদিনের ক্ষোভ চাপা থাকেনি। দেব মনে করিয়ে দিয়েছেন, কীভাবে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো তাঁকেও ক্ষমা চাইতে বাধ্য করার চেষ্টা হয়েছিল এবং কীভাবে তাঁর ছবির মুক্তি আটকে দেওয়ার চক্রান্ত চলেছে। অতীতের সেই তিক্ত স্মৃতি হাতড়ে তিনি বলেন, 'আমি এই প্রথম নিরপেক্ষ থাকব। পিয়াদির সঙ্গে যা হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। একই ভাবে এই সকল প্রযোজক এত দিন বঞ্চিত ছিলেন। তাঁরা তো এ বার ন্যায্য অধিকার পেতে চাইবেনই।' ফেডারেশনের দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছেন দেব। পর্দার নেপথ্যে থেকেই তিনি টলিউডের ভালো করতে চান। দেবের আশ্বাস, 'বরাবর ইন্ডাস্ট্রির মঙ্গল চেয়েছি।

ইন্ডাস্ট্রির মঙ্গল করার চেষ্টা করেছি। নির্বাচনের অনেক আগে থেকে আমার লড়াই শুরু। ভালো লাগছে, সেই লড়াই অবশেষে সফল হল। যিনি বা যাঁদের ইন্ডাস্ট্রির ভালো চাইবেন, নেপথ্যে থেকে আমি সব সময়ে তাঁদের পাশে।' রাজনীতি থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে এখন পুরোদস্তুর 'অভিনেতা দেব' হয়ে ওঠার লক্ষ্যেই এগোচ্ছেন তিনি। ফাইল ফটো।

বুলডোজার মিছিলে নিষেধাজ্ঞা সিপির

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ অনুমতি ছাড়াই নিউ মার্কেট এলাকায় বুলডোজার নিয়ে বিজয় মিছিল করার অভিযোগে আট জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বুধবার বিকেলেই চার জন ধরা পড়েছিলেন, সন্ধ্যায় আরও চার জনের গ্রেফতারির খ বর মেলে। ধৃতদের বিরুদ্ধে যথাযথ ধারায় এফআইআর রুজু করেছে নিউ মার্কেট থানার পুলিশ। ওই এলাকায় বিজেপির বিজয় মিছিলের অনুমতি থাকলেও যন্ত্রদানব নিয়ে নামার কোনও ছাড়পত্র ছিল না বলে লালবাজার সূত্রে খবর। ভিডিয়ো ফুটেজ খতিয়ে দেখেই অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হয়েছে। এই মুহূর্তে পুলিশ বুলডোজারের মালিক ও চালকের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে। বুধবার লালবাজারে সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ স্পষ্ট জানান, জেসিবি নিয়ে কোনও মিছিল করা যাবে না। যারা এগুলি ভাড়ায় দিচ্ছে, সেই মালিকদের বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। ভবানী ভবন থেকে রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্তও সাধারণ মানুষকে এই বিষয়ে সতর্ক করেছেন। ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার। তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন সমাজমাধ্যমে নিউ মার্কেটের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে লেখেন, 'মধ্য কলকাতায় নিউ মার্কেটের কাছে, পুলিশের অনুমতিসাপেক্ষেই, মাংসের দোকান ভাঙতে বুলডোজার আনা হয়েছে। জয়ের উদ্ যাপন হিসাবেই তা করা হয়েছে। সিএপিএফ কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। আপনাদের জন্য বিজেপি। সারা দুনিয়া দেখুক এই ছবি।'পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, মিছিলের অনুমতি থাকলেও বুলডোজার ব্যবহারের নিয়ম ভাঙা হয়েছে। কোনও ভাঙচুরের খবর মেলেনি। তবে বিনা অনুমতিতে জেসিবি নামানোয় কড়া অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন। এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, 'আমরা আইনি পদক্ষেপ করছি। ভাঙচুর করার কোনও খবর নেই। বিষয়টি পুলিশ দেখছে।' ঘটনার তদন্ত জারি রয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলছে। শহর কলকাতায় আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে কোনও আপস করতে নারাজ লালবাজার। এই গ্রেফতারির জেরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শহরের বুকে বুলডোজার সংস্কৃতি রুখতে তৎপর পুলিশ প্রশাসন। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে কড়া বার্তা দিয়েছেন খোদ পুলিশ কমিশনার। সব মিলিয়ে নিউ মার্কেটের ওই ঘটনা এখন আইনি লড়াইয়ের মোড় নিয়েছে। ছবি সংগৃহিত।

পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তলব এড়ালেন রথীন-সুজিত

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তলব সাময়িকভাবে এড়ালেন রাজ্যের দুই বিদায়ী মন্ত্রী সুজিত বসু ও রথীন ঘোষ। বুধবার সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার কথা থাকলেও ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক কারণ দর্শিয়ে ইডি দফতরে যাননি তাঁরা। ইডি সূত্রে খ বর, তাঁদের ফের নোটিস পাঠিয়ে নতুন দিনক্ষণ জানানো হবে।রথীন ঘোষের ক্ষেত্রে শারীরিক অসুস্থতা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তদন্তকারী সংস্থাকে চিঠি দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, শৌচাগারে পড়ে গিয়ে পায়ে গুরুতর চোট পেয়েছেন তিনি। চিকিৎসক তাঁকে আগামী দশ দিন সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। ফলে এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে সশরীরে হাজিরা দেওয়া অসম্ভব। মধ্যমগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী রথীন এ বার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে মাত্র ২৩৯৯ ভোটে জয়ী হয়েছেন। এর আগে ২০২৩ সালের অক্টোবরেও তাঁর বাড়িতে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছিল ইডি। অন্যদিকে, ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতির দোহাই দিয়েছেন সুজিত বসু। তাঁর দাবি, বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনা সহ বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন।

সেই সমস্ত কর্মীদের পাশে দাঁড়ানো এবং এলাকায় শান্তি বজায় রাখার কাজে তিনি প্রবল ব্যস্ত। এই কারণ দেখিয়েই ইডির কাছে সময় চেয়েছেন তিনি। ইতিপূর্বে উচ্চ আদালতের নির্দেশে ১ মে ইডি দফতরে গিয়ে প্রায় ৯ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন সুজিত। সে দিন বেরিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমি সাক্ষী হিসাবে এসেছিলাম। ব্যবসা করা কখনও কোনও অপরাধ নয়। চুরি করাটা অপরাধ।' পুরনিয়োগ মামলায় দুই হেভিওয়েট নেতার হাজিরা নিয়ে বুধবার সকাল থেকেই পারদ চড়ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দুই 'প্রাক্তন' মন্ত্রীর পাঠানো চিঠিতে তদন্ত প্রক্রিয়া আপাতত থমকে গেল। ইডি এখন এই দুই নেতার দেওয়া যুক্তি খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তদন্তে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও বারংবার এই হাজিরা এড়ানো নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

ভোট-পরবর্তী হিংসায় ধৃত ৪৩৩, এফআইআর ২০০

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোট মিটতেই অশান্তির আগুনে ঘি ঢালছেন কিছু সুযোগসন্ধানী। তাঁদের কড়া হাতে দমন করতে এবার আসরে নামলেন রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্ত। বুধবার ভবানী ভবনে সাংবাদিক বৈঠক থেকে তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, রাজ্যে কোনওভাবেই বুলডোজার রাজনীতি বা গায়ের জোর বরদাস্ত করা হবে না। রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে যারা গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করছেন, তাঁদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু করেছে পুলিশ। ডিজি স্পষ্ট বলেন, 'কেউ কেউ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অশান্তি পাকাতে চাইছেন'। আইন নিজের হাতে তুলে না নেওয়ার জন্য রাজ্যবাসীর কাছে আর্জি জানিয়েছেন তিনি। ভোট-পরবর্তী হিংসা রুখতে পুলিশের তৎপরতার খতিয়ান তুলে ধরেন ডিজি। তিনি জানান, গত কয়েক দিনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির জেরে মোট ২০০টি এফআইআর দায়ের হয়েছে। এই ঘটনায় ৪৩৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে প্রায় ১১০০ জনকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত কিছু বিক্ষিপ্ত গোলমাল হলেও বুধবার সকাল থেকে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। আক্রান্তদের আশ্বস্ত করে সিদ্ধনাথ গুপ্ত জানান, কেউ ভয়ে থানায় যেতে না পারলে পুলিশ প্রয়োজনে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এফআইআর করবে। তাঁর কথায়, 'কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতেই পারে। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে, সেটি থানায় জানান। আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না।' এ দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিরিক্ত নিরাপত্তা প্রত্যাহারের বিষয়টিও খোলসা করেন রাজ্য পুলিশ প্রধান। তিনি জানান, নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের প্রাপ্য নিরাপত্তা বজায় রাখা হয়েছে। তবে যে অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন ছিল, বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে তা সরিয়ে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তায় ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে পূর্ণ সহযোগিতা করছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ডিজি জানান, বর্তমানে রাজ্যে ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। সমন্বয় বাড়াতে রাজ্য স্তরে যৌথ কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে এবং খুব দ্রুত জেলা স্তরেও একই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বুলডোজার নিয়ে ভয় দেখানোর প্রবণতা রুখতে লালবাজারের পথেই হাঁটল ভবানী ভবন। পুলিশের বার্তা স্পষ্ট, উস্কানি দিলে বা অশান্তি পাকালে কাউকে রেয়াত করা হবে না। সব মিলিয়ে উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহে শান্তি ফেরাতে কোমর বেঁধে নামছে রাজ্য পুলিশ প্রশাসন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 07-05-2026 10:37 Page 4

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

অশান্তি রুখতে কড়া বার্তা প্রশাসনের

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কড়া অবস্থান নিল আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। বুধবার জেলা প্রশাসনিক ভবন 'ডুয়ার্স কন্যা'-তে অনুষ্ঠিত এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, কোনও ধরনের হিংসা বা বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক ময়ূরী বাসু, পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাউ এবং জেলা ফোর্স কো-অর্ডিনেটর।

ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজনৈতিক হিংসা, ভাঙচুর বা অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটলে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হবে। প্রশাসন আরও জানায়, অশান্তি সৃষ্টিকারী বা প্ররোচনাকারীদের চিহ্নিত করে কঠোর আইনি ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে।

সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী সমন্বয় রেখে কাজ করছে বলেও জানানো হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকলের কাছে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়েছে।

কোনও উস্কানিতে পা না দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রশাসনের স্পষ্ট বার্তা, জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় তারা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত এবং প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপ নিতে পিছপা হবে না।

শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি নয়

ছাত্রভোটের দাবিতে সরব এবিভিপি

বাপ্পা রায় ।। নয়া জামান।। শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ির বাবুপাড়ার বিদ্যার্থী কল্যাণ ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত রাখার জোরালো দাবি তুলল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। বুধবার আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাষ্ট্রীয় কার্যকরিণী সদস্য পূজা রাম এবং প্রদেশ সম্পাদক দীপ দত্ত। বৈঠকে শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতি, ছাত্ররাজনীতি, এবং আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এবিভিপি-র পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনও ধরনের রাজনৈতিক রং, দলীয় প্রভাব বা হস্তক্ষেপ তারা মেনে নেবে না। তাদের মতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমন একটি জায়গা হওয়া উচিত যেখানে ছাত্রছাত্রীরা নিরপেক্ষ ও স্বাধীন পরিবেশে পড়াশোনা করতে পারে এবং নিজেদের মতামত গড়ে তুলতে পারে।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যেন কোনওভাবেই রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে ব্যাহত না হয়, সেই বিষয়েও জোর দেওয়া হয়। সরকার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু করা হবে। এর মাধ্যমে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা এবং ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করাই তাদের মূল লক্ষ্য। নেতৃত্বের বক্তব্য, ছাত্রদের সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে গেলে সংগঠনের বিস্তার অত্যন্ত জরুরি। এছাড়াও, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচন করার দাবিও জোরালোভাবে তোলা হয়। এবিভিপি-র দাবি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটের মাধ্যমে ছাত্র প্রতিনিধিদের নির্বাচন হওয়া উচিত, যাতে ছাত্ররাই নিজেদের নেতৃত্ব নির্ধারণ করতে পারেন। এর ফলে শিক্ষাঙ্গনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গণতান্ত্রিক চর্চা আরও মজবুত হবে বলে তারা মনে করে। একই সঙ্গে সংগঠনের পক্ষ থেকে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষাঙ্গনে কোনও ধরনের দাদাগিরি, সন্ত্রাস বা অত্যাচার বরদাস্ত করা হবে না। ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং একটি সুস্থ, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে এবিভিপি ভবিষ্যতেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে বলে জানানো হয়েছে।

বিজেপি কর্মীর উপর হামলা ঘিরে উত্তেজনা তুফানগঞ্জে

প্রদীপ কুণ্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ কোচবিহারের তুফানগঞ্জ মহকুমার চিলারায়গড় এলাকায় এক বিজেপি কর্মীর উপর হামলার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রানা বর্মন নামে ওই ব্যক্তি রাতে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত হন। অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের ১৯১ নম্বর বুথ সভাপতি গোবিন্দ বর্মন, তার স্ত্রী ও দুই মেয়ে এই হামলায় জড়িত। ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলেও দাবি উঠেছে। গুরুতর জখম অবস্থায় রানা বর্মনকে দ্রুত তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় প্রশাসন নজরদারি বাড়িয়েছে। বিজেপির কোচবিহার জেলা সহ-সভাপতি উজ্জ্বল কান্তি বসাক অভিযোগ করেন, রাজ্যজুড়ে

রাজনৈতিক সন্ত্রাস অব্যাহত রয়েছে এবং বিজেপি কর্মীদের টার্গেট করা হচ্ছে। তিনি দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানান এবং শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানান। অন্যদিকে, এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার জেরে রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হয়েছে এবং পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, সেদিকে নজর সবার।

উন্নয়নই অগ্রাধিকার নবনির্বাচিত বিধায়কের

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ময়নাগুড়ির হবু বিজেপি বিধায়ক ডালিম চন্দ্র রায় জানিয়েছেন, তার প্রথম অগ্রাধিকার হবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান। নিকটতম তৃণমূল প্রার্থী রামমোহন রায়কে প্রায় ৫৬,৫০০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে তিনি জয়ী হন। জলপাইগুড়িতে ভোট গণনার পর রাতে ময়নাগুড়ি টাউন বিজেপির অটল বিহারী ভবনে পৌঁছে তিনি জানান, গণদেবতার আশীর্বাদেই এই

বিপুল জয় সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, প্রত্যাশার থেকেও বেশি ভোটে জয় পাওয়া তার জন্য অতিরিক্ত প্রাপ্তি। উন্নয়ন প্রসঙ্গে ডালিম রায় অভিযোগ করেন, বিগত বাম ও তৃণমূল শাসনে দীর্ঘ সময়েও ময়নাগুড়িতে পর্যাপ্ত উন্নয়ন হয়নি। তিনি উদাহরণ হিসেবে গ্রামীণ হাসপাতালের দুরবস্থা, চিকিৎসকের অভাব এবং অবকাঠামোগত সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, সামান্য বৃষ্টিতেই হাসপাতালের ভেতরে জল ঢুকে পড়ে এবং রোগীরা চরম ভোগান্তির শিকার হন। তিনি আরও জানান, শপথ গ্রহণের পর তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই সমস্ত সমস্যার বিষয় তুলে ধরবেন। পাশাপাশি পূর্ববর্তী সরকারের সময় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার তদন্তের দাবিও জানাবেন বলে উল্লেখ করেন।

দিনহাটায় পুনরুদ্ধার ফরওয়ার্ড ব্লকের কার্যালয়

সামির হোসেন, নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ দিনহাটা মহকুমা কার্যালয় 'সুভাষ ভবন' পুনরুদ্ধারের দাবি জানিয়ে বুধবার সক্রিয় হয় সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক। অভিযোগ, ২০১৫ সাল থেকে কার্যালয়টি তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে ছিল। এদিন তালা ভেঙে সেটি নিজেদের দখলে নেওয়ার ঘোষণা করে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়ায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রের সদ্য নির্বাচিত বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়, ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সভাপতি দীপক সরকার, জেলা সম্পাদক অক্ষয় ঠাকুরসহ বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ। এমনকি কংগ্রেস ও সিপিআইএমের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। অজয় রায় দাবি

করেন, কমল গুহের উদ্যোগে তৈরি এই অফিস পরে তৃণমূল দখল করে নিয়েছিল। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর দলীয় অফিসগুলো প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে ফরওয়ার্ড ব্লক জেলা সম্পাদক অক্ষয় ঠাকুর জানান, এই ভবনটি মূলত দলীয় অর্থে তৈরি হয়েছিল এবং দীর্ঘদিন পর পুনরুদ্ধার হওয়ায় সংগঠন আবার এখান থেকেই কার্যক্রম চালাবে। এ ঘটনার পর দিনহাটার রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে, এবং ভবিষ্যতে পরিস্থিতি কোন দিকে যায় তা নিয়ে নজর রয়েছে সকলের।

বর্জ্য ইউনিট ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ির খাগড়াবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সলিড ও প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট ঘিরে তীব্র বিক্ষোভে সামিল হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বুধবার গ্রামবাসীরা ইউনিটের মূল গেট বন্ধ করে দেন এবং পরিষ্কার জানিয়ে দেন, এই প্রকল্প আর চালাতে দেওয়া হবে না।

অভিযোগ, প্রথমে জানানো হয়েছিল এখানে শুধুমাত্র জৈব বর্জ্য, বিশেষ করে সবজির খোসা এনে সার তৈরি করা হবে। কিন্তু বর্তমানে ময়নাগুড়ি ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নানা ধরনের বর্জ্য এনে ফেলা হচ্ছে, যার ফলে দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন এলাকাবাসী। বসাকপাড়া, দাসপাড়া ও মোদকপাড়ার বাসিন্দারা এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন। স্থানীয়দের দাবি, দুর্গন্ধের পাশাপাশি মশা-মাছির উপদ্রব বেড়েছে এবং কাছাকাছি আইসিডিএস কেন্দ্রের শিশুদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। একাধিকবার প্রতিবাদ জানালেও কোনও সমাধান মেলেনি বলেও অভিযোগ ওঠে। অন্যদিকে, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাবলু রায় সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, এটি একটি সরকারি প্রকল্প এবং নিয়ম মেনেই পরিচালিত হচ্ছিল। তবে গ্রামবাসীরা ইউনিট বন্ধ করে দেওয়ায় পরিস্থিতি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর উচ্ছ্বাস বিজেপির কার্যালয়ে

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর ময়নাগুড়ি টাউন মণ্ডলসহ বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে দেখা যায় প্রবল উচ্ছ্বাস। দলীয় কার্যালয়ের সামনে গেরুয়া আবির খেলে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানান সমর্থকরা। আলিঙ্গন, মিষ্টিমুখ এবং আতশবাজির মাধ্যমে বিজয় উদযাপন চলে দীর্ঘক্ষণ। উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে গোটা এলাকা। অন্যদিকে, ময়নাগুড়ি ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে দেখা যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র।

সেখানে তালা ঝুলে থাকে এবং নীরবতা বিরাজ করে। পরিস্থিতি নিয়ে ব্লক সভাপতি বাবলু রায় জানান, সম্ভাব্য অশান্তি এড়াতেই অফিস বন্ধ রাখা হয়েছে। তিনি

বলেন, হারের পর উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হওয়ায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এদিকে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সহ-সভাপতি চঞ্চল সরকার তৃণমূলের সংগঠনকে কটাক্ষ করে মন্তব্য করেন, তারা বর্তমানে দুর্বল অবস্থায় রয়েছে এবং বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে জর্জরিত। তাঁর বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বাড়ে। ফলাফল প্রকাশের পর ময়নাগুড়িতে রাজনৈতিক দুই শিবিরের বিপরীত ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে;একদিকে উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে নীরবতা ও সতর্কতা।

কালজানি সাঁকো পুড়ে বিচ্ছিন্ন জনজীবন

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ গভীর রাতে দুষ্কৃতীদের অগ্নিসংযোগে আলিপুরদুয়ারের তপসীখাতা এলাকায় কালজানি নদীর ওপর নির্মিত গুরুত্বপূর্ণ বাঁশের সাঁকোটি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়। এর ফলে তপসীখাতা ও পাটকাপাড়া এলাকার মধ্যে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, চরম দুর্ভোগে পড়েছেন দুই পাড়ের কয়েক হাজার মানুষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে অজ্ঞাত দুষ্কৃতীরা সাঁকোটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং গোটা কাঠামো দাউদাউ করে জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘটনার সময় আশপাশের মানুষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুরুত্বপূর্ণ এই যোগাযোগ পথটি ধ্বংস হয়ে যায়। এই সাঁকোটিই ছিল এলাকাবাসীর একমাত্র যাতায়াতের ভরসা। এর

উপর নির্ভর করেই স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, রোগী এবং নিত্যযাত্রীরা যাতায়াত করতেন। এখন বিকল্প পথ না থাকায় নদী পারাপার কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের কাছে পাকা সেতুর দাবি জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এখন সাঁকো পুড়ে যাওয়ায় ক্ষোভ আরও বেড়েছে। এলাকার সদ্য নির্বাচিত বিধায়ক পরিতোষ দাস জানান, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে দ্রুত পুনর্গঠন করা হবে।

খুকশিয়া উদ্যান সংস্কারের দাবি এলাকাবাসীর

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ একসময় ভিড়ে জমজমাট থাকা ময়নাগুড়ির খুকশিয়া উদ্যান আজ চরম অবহেলায় জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে। খাগড়াবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এই পার্কটি এখন কার্যত পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। স্থানীয়দের দাবি, আগে এখানে রঙিন ফোয়ারা, পুকুরে বোটিং এবং শিশুদের জন্য বিভিন্ন খেলার সরঞ্জাম ছিল, যা আশপাশের শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি ও মালবাজার থেকে মানুষকে আকর্ষণ করত। বর্তমানে সেই সব ব্যবস্থার অধিকাংশই নষ্ট বা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে দর্শনার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন উদ্যানের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরাও। উদ্যানের ক্যান্টিন লিজ নেওয়া সঞ্জীব সাহা

জানান, প্রায় ১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেও এখন লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে। তার অভিযোগ, একাধিকবার চুরি হয়েছে ক্যান্টিনের সামগ্রী, বৈদ্যুতিক তার এবং ফোয়ারার যন্ত্রাংশ। থানায় জানানো হলেও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। স্থানীয় ব্যবসায়ী শেফালী রায় বলেন, একসময় এই উদ্যান ঘিরে বহু মানুষের জীবিকা চলত, এখন অধিকাংশই কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে চলে গেছেন। এলাকাবাসীর দাবি, নতুন সরকার দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে খুকশিয়া উদ্যানকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনুক।

গোবিন্দভোগ চাল বিতর্কে উত্তেজনা ছড়াল শিলিগুড়িতে

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির নয়াবাজার সংলগ্ন নেহরু রোড এলাকায় গোবিন্দভোগ চাল ঘিরে বিতর্ককে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পণ্যের প্রচারে এমন প্রতীক ব্যবহার করা হচ্ছিল, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে। এই অভিযোগে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ-এর একটি প্রতিনিধি দল। সংগঠনের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডলের নেতৃত্বে বিক্ষোভকারীরা সংশ্লিষ্ট পোস্টার ও গ্লো-সাইনবোর্ড দ্রুত সরানোর দাবি জানান। অভিযোগ অনুযায়ী, চালের বস্তায় ৭৮৬ চিহ্ন থাকার পরেও তার উপর ১০০ শতাংশ পিওর

গোবিন্দভোগ স্টিকার লাগিয়ে বিক্রি করা হচ্ছিল। এই বিষয়েই আপত্তি জানিয়ে প্রতিবাদ শুরু হয় এবং কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনা তৈরি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয় বিজেপি কাউন্সিলর অমিত জৈন এবং পুলিশ প্রশাসন। তার হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং বিক্ষোভকারীদের সেখান থেকে সরে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনায় একটি ডায়েরি নথিভুক্ত হয়েছে এবং পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রশাসন জানিয়েছে, তদন্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বর্তমানে এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

কোচবিহারে শান্তি রক্ষায় সক্রিয় প্রশাসন

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর জেলায় আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে তৎপর হয়েছে কোচবিহার জেলা প্রশাসন। বুধবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ জেলাশাসকের দপ্তরের কনফারেন্স হলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক জিতিন যাদব, জেলা পুলিশ সুপার জসপিট সিং এবং ডিএফও সাংকাথা প্রসাদ।

সাংবাদিক বৈঠকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়, ভোট পরবর্তী সময়ে কোনও ধরনের হিংসা, অশান্তি বা আইনভঙ্গের ঘটনা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। জেলার প্রতিটি প্রান্তে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ

নেওয়ার জন্য প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানানো হয়। সাধারণ মানুষের উদ্দেশে প্রশাসনের তরফে গুরুত্বপূর্ণ আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে কেউ গুজব বা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হন এবং শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখেন। সামাজিক মাধ্যমে ভুয়ো খবর ছড়ানো বা তা বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক কর্তারা আরও জানান, মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন ও টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। কোচবিহারে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখাই এখন প্রধান লক্ষ্য বলে জানানো হয়।

জর্দা নদীর নীরবতা ঘিরে প্রশ্ন

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ময়নাগুড়ির জল্লেশ এলাকার জর্দা নদীর ঘাটে দেখা যাচ্ছে অস্বাভাবিক নীরবতা। যে স্থানে আগে প্রতিদিন ডাম্পার ও ট্রলির অবিরাম যাতায়াতে কোলাহল থাকত, সেখানে এখন কার্যত ফাঁকা পরিবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই নদীকে কেন্দ্র করে অবৈধভাবে বালি ও পাথর উত্তোলনের কাজ চলছিল।

নিয়মিতভাবে বহু যানবাহন সেই সামগ্রী বহন করত, কিন্তু কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ছিল না বলেই দাবি তাঁদের। এই কর্মকাণ্ডকে ঘিরে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগও উঠেছে, যদিও তার কোনও প্রমাণ এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। বর্তমান পরিস্থিতিতে নদীর ঘাটে হঠাৎ এই নীরবতা নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ মনে করছেন এটি প্রশাসনিক কড়াকড়ির ফল, আবার অনেকে বলছেন এটি সাময়িক বিরতি মাত্র। স্থানীয়দের মতে, সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য নিয়মিত নজরদারি ও কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ জরুরি। শুধু কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকলে সমস্যা আবার ফিরে আসার আশঙ্কা থেকেই যায়। এখন দেখার, জর্দা নদীর এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হয় কিনা, নাকি আবার আগের মতো অবৈধ কার্যকলাপ শুরু হয়। এলাকাবাসীর আশা, নতুন প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে স্থায়ী সমাধানের পথে এগোবে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 07-05-2026 10:37 Page 5

৭ মে ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

সামান্য বৃষ্টিতেই সড়ক জলাবদ্ধ - চরম ভোগান্তি

রাজু শেখ,নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ সামান্য বৃষ্টিতেই বেহাল হয়ে পড়ছে জঙ্গিপুর পৌরসভার হাসপাতাল মোড় এলাকা। অল্প জল জমলেই রাস্তা প্রায় অচল হয়ে যাচ্ছে, ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রোগী ও তাদের পরিজনেরা। হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সামনে এই দুরবস্থা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে দিনদিন। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এই সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি।

সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই জল জমে হাঁটুসমান হয়ে যায়, ফলে পথচলতি মানুষকে চরম সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষ করে অসুস্থ মানুষদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া বা সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা একপ্রকার দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়ায়। বহুবার প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও বাস্তবে কাজের অগ্রগতি চোখে পড়েনি বলেই দাবি বাসিন্দাদের। শুধু হাসপাতাল মোড় নয়, জঙ্গিপুর শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। অপরিকল্পিত নিকাশি ব্যবস্থা, এবং নিয়মিত পরিষ্কারের অভাবই এই সমস্যার মূল কারণ বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ। অনেক জায়গায় ড্রেন বন্ধ হয়ে থাকায় জল বেরোবার পথ পাচ্ছে না, ফলে রাস্তায় জল জমে থাকছে।নাগরিকদের প্রশ্ন, আর কতদিন এই দুর্ভোগ সহ্য করতে হবে? একটি পৌর শহরে ন্যূনতম পরিকাঠামো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কি আদৌ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়? দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থা সংস্কার, রাস্তা মেরামত এবং নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা। এখন দেখার, জঙ্গিপুর পৌরসভা কবে এই দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং শহরবাসীকে স্বস্তি দেয়।

বিরল অস্ত্রোপচারের প্রশিক্ষণ নিতে হাজির ভিনরাজ্যের ডাক্তাররা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে সারা দেশে চিকিৎসা পরিষেবায় নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অস্থি বিভাগ। জটিল অর্থোপেডিক অস্ত্রোপচার এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য ইতিমধ্যেই এই হাসপাতাল চিকিৎসক মহলে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। সম্প্রতি হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অর্থোপেডিক সোসাইটির উদ্যোগে জাতীয় স্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মানবদেহের কোমরের বল বা হিপ জয়েন্ট ভেঙে গেলে তার চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এই কর্মশালায়। চিকিৎসকদের হাতে-কলমে শেখাতে লাইভ সার্জারির ব্যবস্থাও রাখা হয়, যা

অংশগ্রহণকারীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। জানা গিয়েছে, গত আট বছর ধরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এই ধরনের উন্নত চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ ধারাবাহিকভাবে চালু রয়েছে। ফলে এখন আর চিকিৎসকদের এই বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হচ্ছে না। বরং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত; মুম্বই, চেন্নাই, দিল্লি;এমনকি প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকেও চিকিৎসকেরা এখানে এসে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। হাসপাতালের অর্থোপেডিক সার্জন ডা. অমিও কুমার বেরা জানান, সারা দেশের মধ্যে খুব কম হাসপাতালেই এত জটিল অস্থি অস্ত্রোপচার এবং তার উপর ভিত্তি করে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আধুনিক সার্জিক্যাল পদ্ধতি এবং লাইভ ডেমোনস্ট্রেশনের মাধ্যমে চিকিৎসকদের দক্ষতা বাড়ানোই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ভবিষ্যতে রোগী পরিষেবাকে আরও উন্নত করবে। উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষ চিকিৎসকের সমন্বয়ে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ধীরে ধীরে দেশের চিকিৎসা মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে।

নির্বাচনে দলের কর্মীদের উপর হামল - হাইকোর্টের দ্বারস্থ হুমায়ুন

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে পরিকল্পিত ও মদতপুষ্ট রাজনৈতিক হিংসা রুখতে প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে; এই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর। তাঁর আবেদনে অবিলম্বে হিংসা রোধ, নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দলের কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার নির্দেশ চাওয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি দায়ের হয়েছে এবং চলতি সপ্তাহেই শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। অভিযোগ, ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটের দিন দুষ্কৃতীদের হামলার শিকার হন হুমায়ুন কবীর। তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং দলের কর্মীদেরও হেনস্তা করা হয় বলে দাবি। পাশাপাশি, নির্বাচনী পর্যায়ে

জেলার বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর দলের একাধিক কর্মীর বাড়িতে হামলা, মারধর ও ভাঙচুরের ঘটনাও সামনে এসেছে। এসব ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। হুমায়ুন কবীর তাঁর আবেদনে উল্লেখ করেছেন, এই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা সংবিধানের ১৪, ১৯ এবং ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। তাঁর দাবি, পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই সন্ত্রাস ছড়ানো হয়েছে এবং প্রশাসন তা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আদালতের হস্তক্ষেপ জরুরি বলে তিনি মনে করছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, বাবরি মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত বিতর্কের জেরে নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হন হুমায়ুন কবীর। এরপর তিনি গড়ে তোলেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টি। এবারের নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ও নওদা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দু'টিতেই জয়লাভ করেন তিনি। যদিও রাজ্যের অন্য কোনও কেন্দ্রে তাঁর দলের প্রার্থীরা জিততে পারেননি। বর্তমান পরিস্থিতিতে জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় দ্রুত পদক্ষেপ এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে আদালতের হস্তক্ষেপই একমাত্র ভরসা বলে জানিয়েছেন হুমায়ুন কবীর।

হিংসায় নিহতদের স্মরণে মাথা মুড়িয়ে তর্পণ বিজেপি বিধায়কের

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ প্রথমবার রাজ্যে বিপুল জয়ের পর সরকার গঠনের পথে এগোচ্ছে গেরুয়া শিবির। এই আবহে বহরমপুরে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগে নজর কাড়লেন সদ্য নির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক সুব্রত মৈত্র ওরফে কাঞ্চন। রাজনৈতিক হিংসায় নিহত কর্মী-সমর্থকদের আত্মার শান্তি কামনায় মাথা মুণ্ডন করে ভাগীরথীর ঘাটে তর্পণ করলেন তিনি।এদিন সকালে নিজের অনুগামীদের নিয়ে ক্ষুদিরাম পাঠাগার থেকে শোভাযাত্রা শুরু করেন সুব্রতবাবু। কেএন কলেজঘাট পর্যন্ত এই পথপরিক্রমায় ছিল কীর্তনের দল, হাতে ছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখে াপাধ্যায়, অটলবিহারী বাজপেয়ী ও নরেন্দ্র মোদির ছবি। গোটা এলাকায় উৎসবের আবহের মধ্যেই এই কর্মসূচি ঘিরে তৈরি হয় আলাদা মাত্রা। ঘাটে পৌঁছে প্রথমে ক্ষৌরকর্ম সম্পন্ন করেন তিনি। এরপর পুরোহিতের নির্দেশ মেনে নিয়মমাফিক তর্পণ করেন নিহত

বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে। তাঁদের স্মরণে মাল্যদানও করা হয়। সুব্রত মৈত্র জানান, তরাজনৈতিক হিংসায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের আত্মার শান্তি কামনাতেই এই উদ্যোগ।দ উল্লেখ্য, বহরমপুর কেন্দ্রে তিনি প্রায় ১৭ হাজার ৫৪৮ ভোটে জয়ী হয়েছেন। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৯১ হাজার ৮৮। কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী পেয়েছেন ৭৩ হাজার ৫৪০ ভোট এবং তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় পেয়েছেন ৪৯ হাজার ৫৮৬ ভোট। এই ফলাফল রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিনের তর্পণ অনুষ্ঠানে ২০২১ সালের পরবর্তী রাজনৈতিক হিংসায় নিহতদের পাশাপাশি সামশেরগঞ্জের হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকেও স্মরণ করা হয়। পাশাপাশি কাশ্মীরের পহেলগাঁও হামলায় নিহত নিরীহ মানুষদের প্রতিও শ্রদ্ধা জানানো হয়। জয়ের উচ্ছ্বাসের মধ্যেও এই ধরনের আবেগঘন কর্মসূচি রাজনৈতিক বার্তা বহন করছে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

মমতার ডাকে মুর্শিদাবাদের নবনির্বাচিত বিধায়করা কালীঘাটে

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ কলকাতার কালীঘাটে ৬৯ জন নবনির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে বিধায়কদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সী। পরাজিত হয়েও উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও ইন্দ্রনীল সেন। উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ এর নবনির্বাচিত বিধায়করা। সূত্রের খবর, তৃণমূলের এগারো বিধায়ক এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকে দেখা যায় হরিহরপাড়ার তৃণমূলের নবনির্বাচিত বিধায়ক নিয়ামত শেখ,ব্লক সভাপতি জসিমুদ্দিন শেখ কে।

পুলিশের তৎপরতায় বাড়ি ফিরল নিখোঁজ যুবক

আইয়ুব আলী,নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ মানবিকতা ও দায়িত্ববোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ। দীর্ঘ প্রায় দুই বছর ধরে নিখোঁজ থাকা উত্তরপ্রদেশের এক যুবককে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় প্রশংসায় ভাসছে পুলিশ প্রশাসন। জানা গেছে, উত্তরপ্রদেশের মহারাজগঞ্জ জেলার নাউটানাভা গ্রামের বাসিন্দা দিলীপ চৌহান (২৮) ২০২২ সাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে স্থানীয় থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করা হলেও দীর্ঘদিন ধরে তাঁর কোনও সন্ধান মেলেনি। এরপর ঘটনাক্রমে, ২০২৩ সালের ২২ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা থানার বাজার এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় ওই যুবককে। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি থানায় জানালে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সে সময় নওদা থানার মেজবাবু (বর্তমানে ভরতপুর থানার ওসি) বিশ্বজিৎ মন্ডল ওই যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে ওই এলাকায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ডাক্তার বাবুরা তাকে ভারসাম্যহীন বলেন। তখন পুলিশ প্রশাসন আদালতে পেশ করেন এবং পরবর্তীতে বহরমপুর মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করান। দিলীপ চৌহানের কোনও পরিচয় বা আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান না পাওয়ায়, মানবিকতার খাতিরে বিশ্বজিৎ মন্ডল নিজেই তাঁর লিগ্যাল গার্জিয়ান হিসেবে দায়িত্ব নেন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। দিলীপ চৌহানের কোন খোঁজ খবর না পাওয়ার জন্য বর্তমানে ভরতপুর থানার ওসি বিশ্বজিৎ মন্ডল মেন্টাল হসপিটালে ভর্তি করেন এবং সব সময় সেই

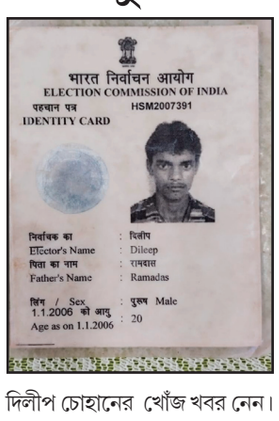

দিলীপ চোহানের খোঁজ খবর নেন। কয়েকদিন আগে দিলীপ চৌহান সুস্থ হওয়ার হওয়ার পরে বিশ্বজিৎ মন্ডল নিজে একটি ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পোস্ট করেন সেই পোস্ট দিল চরণের বাড়ির লোকজন দেখে এবং দেখার পরে ভরতপুর থানার আধিকারিক এর সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা আসেন সম্প্রতি, সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও ও ছবি দেখে দিলীপের পরিবারের সদস্যরা তাঁর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হন। এরপর তাঁর দুই ভাই;সুরেশ কুমার চৌহান ও জিতেন্দ্র চৌহান;ভরতপুর থানায় এসে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।বর্তমান ভরতপুর থানার ওসি বিশ্বজিৎ মন্ডলের উদ্যোগে দ্রুত সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাঁদের বহরমপুর মেন্টাল হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়, যাতে তাঁরা তাঁদের ভাইকে ফিরে পেতে পারেন।এই ঘটনায় মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের মানবিক ভূমিকা ও আন্তরিক প্রচেষ্ঠা কে কুর্নিশ জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। দীর্ঘদিন পর পরিবারের সঙ্গে এক যুবকের পুনর্মিলন ঘটানোয় এটিকে পুলিশের এক বড় সাফল্য বলেই মনে করা হচ্ছে।

আম পাড়তে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু যুবকের

নয়া জামানা ,মুর্শিদাবাদ ঃ বহরমপুর থানার ভাকুড়ি মুসাহারপাড়া এলাকায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন মঙ্গল মুসাহার নামে এক ব্যক্তি।

জানা গেছে, বাড়ির ছাদে উঠে আম পাড়ার সময় অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে গুরুতর জখম হন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা যায়, নাতনিকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে আম পাড়তে গিয়েছিলেন মঙ্গল মুসাহার। নাতনিকে পাশে রেখে লগা দিয়ে আম পাড়ার সময় গাছ থেকে আম টানতে গিয়ে আচমকাই ভারসাম্য হারিয়ে নিচে পড়ে যান তিনি। গুরুতর

আহত অবস্থায় স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে বহরমপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

এই আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পুরো পরিবার ও এলাকাজুড়ে।

যৌথ অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ১

মিলন সারোয়ার,নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে মুর্শিদাবাদের সালার এলাকায় এক ব্যক্তিকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার করা হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার গভীর রাতে সালার থানার শেখপাড়া এলাকায় ওই ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তল্লাশির সময় বাড়ি থেকে একটি ক্যালিবার পিস্তল,

একটি ম্যাগাজিন এবং এক রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। এরপরই বিকায় শেখ নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ আরও জানিয়েছে, অভিযুক্ত বিকায় শেখের বিরুদ্ধে ২০২৫ সালে সালার থানায় একটি মাদক সংক্রান্ত মামলাও রয়েছে।

বুধবার তাকে আদালতে পেশ করা হয় এবং দশ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে।

বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু ব্যবসায়ীর

মিলন সারোয়ার,নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। নিহতের নাম সাধন দাস,

পেশায় তিনি একজন ব্যবসায়ীও ছিলেন। জানা গেছে, চুনাখালি নিমতলা এলাকায় নিজের দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় একটি দ্রুতগতির বাইক এসে সজোরে ধাক্কা মারে তাকে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা

তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিহত সাধন দাসের বাড়ি বহরমপুর থানার কাশিমবাজার শিবডাঙ্গা এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বাইকের ধাক্কায় আহত পথচারী

নয়া জামানা, বহরমপুর ঃ আবারও জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। বাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক পথচারী। বুধবার রাতে বহরমপুরের মেহেদীপুর এলাকার মহেশখলা সংলগ্ন জাতীয় সড়কে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাত আনুমানিক ন'টা নাগাদ এক ব্যক্তি জাতীয় সড়ক পার হচ্ছিলেন। সেই সময় পলসন্ডার দিক থেকে বহরমপুরগামী একটি মোটরবাইক হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই ব্যক্তিকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে গুরুতরভাবে আহত হন পথচারী। দুর্ঘটনায় বাইক চালকও সামান্য জখম হন। ঘটনার পরপরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়

বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। পরে টোল প্লাজার অ্যাম্বুলেন্সের সাহায্যে তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রায়শই জাতীয় সড়কে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটায় উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত গতিনিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার না করলে এ ধরনের দুর্ঘটনা রোখা কঠিন হয়ে পড়বে।

ভাঙ্গা হল লেনিনের মূর্তি-গ্রেপ্তার ৫

রহমতুল্লাহ,নয়া জামানা মুর্শিদাবাদ ঃ জিয়াগঞ্জে ভাঙা হল লেনিনের মূর্তি। এই ঘটনার ভিডিয়ো এবং ছবি ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা যায়, মূর্তিটির প্রথমে মুখের অংশ ভাঙা হয়। পরে গোটা মূর্তিই বেদি থেকে উপড়ে ফেলা হয়। পশ্চিমবঙ্গে পালাবদল ঘটেছে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি। ভোটে জিতেই হিংসা বন্ধের বার্তা দিয়েছিলেন বিজেপি নেতৃত্ব। তবে নীচু তলার কর্মীরা সেই বার্তা পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। দিকে দিকে হিংসার ঘটনা ঘটছে। এই আবহে এবার মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে ভাঙা হল লেনিনের মূর্তি। এই ঘটনার ভিডিয়ো এবং ছবি ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা যায়, মূর্তিটির প্রথমে মুখের অংশ ভাঙা হয়। পরে গোটা মূর্তিই বেদি থেকে উপড়ে ফেলা হয়। অভিযোগ, বিজেপি কর্মীরাই লেনিনের এই মূর্তিটি ভেঙেছে। সেখানে নতুন করে শিবাজি বা গোপাল পাঁঠার মূর্তি বসানো হবে বলে দাবি করেছেন বিজেপি সমর্থকরা।

ডিজিটাল

দুনিয়ায় সব খবর সবার আগে

দৈনিক নয়া জামানা

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 07-05-2026 10:37 Page 6

ইসলামপুরে দুই কিশোরের রহস্যমৃত্যু, অভিযুক্তের গ্রেফতারের দাবিতে থানায় ঘেরাও

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ দুই কিশোরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ইসলামপুর। বুধবার অভিযুক্তের গ্রেফতারের দাবিতে ইসলামপুর থানায় ঘেরাও ও বিক্ষোভ দেখান মৃতদের পরিবারের সদস্যরা। তাদের অভিযোগ, ঘটনাটি ঘটার পর বেশ কিছু সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়নি। দ্রুত গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে তারা পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করেন।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে থানার সামনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।উল্লেখ্য,গত সোমবার উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটে। মৃত দুই কিশোরের নাম রাজেশ চৌহান (নবম শ্রেণি) ও শুভঙ্কর দাস (দশম শ্রেণি)। তারা ইসলামপুর হাইস্কুলের ছাত্র ছিল। রাজেশের বাড়ি রামকৃষ্ণপুর এলাকায় এবং শুভঙ্করের বাড়ি নেতাজী পল্লিতে। পরিবারের অভিযোগ, শর্ট ভিডিও তৈরি করতে গিয়ে তারা তেলিভিটা এলাকার একটি পুকুরে নামে। সেই সময় অভিযুক্ত এক কিশোর রাজেশকে গভীর জলে ঠেলে দেয় এবং শুভঙ্করকেও জলে ডুবিয়ে খুন করা হয় বলে দাবি।ইতিমধ্যেই ঘটনাটির একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। মৃতের পরিবারের দাবি, ওই ভিডিও থেকেই ঘটনার প্রকৃত চিত্র সামনে এসেছে। রাজেশের মায়ের কথায়, ভিডিও না ছড়ালে আমরা সত্যিটা জানতে পারতাম না।রাজেশের বাবার আরও অভিযোগ, অভিযুক্তের পরিবারের সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের শত্রুতা ছিল এবং সেই কারণেই পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে।অন্যদিকে, শুভঙ্কর দাসের বাবা-মা না থাকায় তিনি ঠাকুমার কাছে বড় হয়েছিলেন। পরিবারের দাবি, মোবাইল ঠিক করার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তাকে জোর করে পুকুরে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়।পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।এখনও পর্যন্ত প্রশ্ন রয়ে গেছে;এটি কি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি পরিকল্পিত খুন? তদন্ত শেষ হলেই স্পষ্ট হবে আসল সত্য।

চোপড়ায় বিজেপি কর্মীদের উপরে দুষ্কৃতী হামলা , বোমা উদ্ধারে চাঞ্চল্য

সুবল গোপ, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ চোপড়ায় বিজেপি নেতার উপর দুষ্কৃতী হামলার অভিযোগ।ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকাল ১১ টা নাগাদ চোপড়ার কালাগছ বাজার এলাকায়।এ বিষয়ে বিজেপির কিষান মোর্চার জেলা সম্পাদক শ্যামল সরকার জানান, মঙ্গলবার কিছু দুষ্কৃতি গেরুয়া আবির মেখে বিজেপির ঝান্ডা ব্যবহার করে বিভিন্ন দোকান পাশারে তালা লাগিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে লুটের মতো ঘটনা ঘটিয়েছে।বিজেপির পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে প্রশাসনকে। জানা যায়, বুধবার তারা কালাগছ সংলগ্ন এলাকার একটি চায়ের দোকানে কর্মীদের সাথে বসে ছিলেন।সেখানে আচমকাই শ্রীবাস নামের এক ব্যক্তি ও তার দলবল বোম-বন্দুক নিয়ে এসে তাদের ওপর হামলা করে বলে অভিযোগ।অন্যদিকে সেই সময়েই কালাগছ বাজারের রাস্তায় পড়ে রয়েছে আস্ত বোমা, এনিয়ে শোরগোল পড়ে যায় এবং চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকা জুড়ে।মুহূর্তের মধ্যে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থানে পৌঁছায় চোপড়া থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে শ্রীবাসকে গ্রেফতার করে। বর্তমানে এলাকায় ব্যাপক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এ বিষয়ে বিজেপির এক নম্বর মন্ডল কমিটির সহ-সভাপতি পিনু চক্রবর্তী বলেন, সকাল এগারোটায় আমাকে একজন ফোন করে জানান যে কালাগছে অনেক লোকজন জমায়েত হয়েছে, হয়তো কিছু ঘটনা ঘটছে। এরপর আমি এসে দেখি অনেক লোকজন জমা হয়েছে এবং রাস্তায় একটি বোম পড়ে রয়েছে।

জানতে পারলাম আমাদের বিজেপির কিষান মোর্চা সেলের জেলা সম্পাদক শ্যামল সরকার কয়েকজন দলীয় কর্মীকে নিয়ে চা এর দোকানে বসে ছিলেন। হঠাৎ তার ওপর শ্রীবাস নামের এক ব্যক্তি আক্রমণ করে। শ্রীবাস আমাদের দলের কেউ নয়। এছাড়াও আমরা দলীয় কর্মীদের নিয়ে কালাগছে প্রচার করেছি।
এলাকায় শান্তি ফেরাতে কেউ যাতে কোনো রকম অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা না করে সেই বিষয়টাও দেখা হয়েছে। বিশেষ করে আমাদের দলীয় কর্মীদের বলা হয়েছে কোনো দোকান পাটে ঝান্ডা লাগানো, ভয় দেখানো কেউ যাতে না করে। তা সত্বেও এদিন কিভাবে অশান্তি ছড়ালো জানিনা। ইতিমধ্যেই বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এসেছে এবং প্রশাসন বিষয়টা খতিয়ে দেখছে।

হবিবপুরে গেরুয়া ঝড়, বিজেপি সমর্থকদের বিজয় উল্লাস

অপূর্ব বর্মন, নয়া জামানা, মালদা ঃ গোটা রাজ্যে বিজেপির বিপুল জয়ের আবহে মালদার হবিবপুর বিধানসভাতেও উচ্ছ্বাস ছড়াল গেরুয়া শিবিরে। প্রায় ৭৮ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী জয়েল মুর্মু।
এই জয়ের আনন্দে বুধবার দুপুরে বামনগোলা এলাকায় বিজয়োল্লাসে মেতে ওঠেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা।এদিন বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট দলীয় কার্যালয় থেকে বক্স বাজিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিটি পাকুয়াহাট এলাকার বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে পুনরায় দলীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।বিজয় মিছিলে জয়ী প্রার্থী জয়েল মুর্মু ও বিজেপির উত্তর মালদা জেলা সভাপতি প্রতাপ সিংকে গেরুয়া আবিরে রাঙিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন দলীয় কর্মীরা। গোটা এলাকা জুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। এই বিজয়োল্লাসে উপস্থিত ছিলেন জয়ী প্রার্থী জয়েল মুর্মু, বিজেপির উত্তর মালদা জেলা সভাপতি প্রতাপ সিং,
জেলা সাধারণ সম্পাদক বিনা সরকার কীর্তনীয়া, মণ্ডল সভাপতি সহ বামনগোলা ব্লকের বহু বিজেপি কর্মী-সমর্থক।

তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল নিতে বারণ কুশমন্ডির বিজেপি বিধায়কের

দিলদার আলী, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।
জেলার একাধিক আসনে বিজেপির সাফল্যের পর কুশমন্ডি বিধানসভা এলাকায় কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনার খবর সামনে এসেছে।অভিযোগ, কুশমন্ডি বিধানসভা এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের একটি পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। তবে এই ঘটনায় কারা জড়িত, তা এখনও স্পষ্ট নয় বলে জানা গেছে।এরই মধ্যে বুধবার কুশমন্ডির সুকদেবপুর এলাকায় একটি তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিসে উপস্থিত হন কুশমন্ডির বিজেপি বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায়। সেখানে তিনি দলীয় পতাকা পরিবর্তন করে পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায় কুশমন্ডি বিধানসভা এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা দেন। তিনি সকল পক্ষকে সংযত থাকার এবং কোনওরকম অশান্তিতে না জড়ানোর আহ্বান জানান।ঘটনাকে কেন্দ্র করে
এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির উপর নজরদারি রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

হিংসা রুখতে তৎপর প্রশাসন, জেলাশাসকের বৈঠকে দক্ষিণ দিনাজপুরের নিরাপত্তা পর্যালোচনা

সাজাহান আলি , নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ভোট পরবর্তী অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ও হিংসা যাতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কোথাও ছড়িয়ে না পড়ে এবং স্বাভাবিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় থাকে, সেই লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন করা হলো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের তরফে। বালুরঘাটের আত্রেয়ী সভা কক্ষে

এদিনের প্রেস মিট অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক বালা সুব্রামানিয়াম টি, জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কেন্দ্রীয় বাহিনীর ইনচার্জ নীতিন গুপ্তা।এ দিনের প্রেসমিট অনুষ্ঠানে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার অনেক সাংবাদিক হাজির ছিলেন।এদিনের প্রেস মিটে জেলাশাসক বালাসুব্রামনিয়ান টি , সম্প্রতি এই জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দান , ভোট গণনা সম্পন্ন হওয়ায় জেলাবাসীকে ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি তিনি বলেন , ফলাফল পরবর্তী কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তা সবাইকে একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোকাবিলা করতে হবে। তিনি জেলাবাসীর প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন , নিজ নিজ জায়গায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিংবা সাধারণ মানুষ যাতে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন না হন সেদিকে প্রশাসনের তরফে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা জেলাশাসক কামনা করেন।
পাশাপাশি তিনি পরিষ্কার জানান , কোথাও কিছু হলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এই পরিস্থিতিতে কোন বিজয় মিছিল বা মিটিং করতে হলে অবশ্যই পুলিশের অনুমতি নিতে হবে। তিনি দক্ষিণ দিনাজপুর বাসিকে পোস্ট ভায়োলেন্স মোকাবিলা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানান । এদিনের গুরুত্বপূর্ণ প্রেস মিট অনুষ্ঠানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন , জেলার সর্বত্র আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা মোকাবিলা করতে পুলিশ অত্যন্ত সজাগ রয়েছে। দিনেও রাতে বিশেষ টহলদারি চলছে। সর্বত্র পুলিশের কঠোর নজরদারি রয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার পরিস্কার বলেন , ইতিমধ্যে জেলার দুই একটি জায়গায় যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে পুলিশ জোরদার তদন্ত শুরু করেছে এবং দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার কাজ করছে। আইন অনুযায়ী এদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
তিনি আরো বলেন , এখন থেকে কোনো বিজয় মিছিল ,মিটিং -এধরনের কর্মসূচি করতে হলে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট থানার অনুমতি নিতে হবে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং সকলের মধ্যে শান্তি , সম্প্রীতি বজায় রাখতে পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ।
এই কাজে তিনি সাধারণ মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।
অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর তরফেও যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়।

কালবৈশাখীর তাণ্ডব, ঋষিপুরে অশ্বত্থ গাছ ভেঙে বিপত্তি

দেবাশীষ পাল, নয়া জামানা, মালদা ঃ বুধবার সকালে হঠাৎ নামা কালবৈশাখী ঝড়ের সাথে সাথে বৃষ্টির দাপটে উপড়ে পড়ল একটি বিশালাকার অশ্বত্থ গাছ। বুধবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় হবিবপুর থানার ঋষিপুর অঞ্চলের কৃষ্ণনগর বুড়িতলা এলাকায়। গাছ পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল একটি টিনের বাড়ি, তবে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন বাড়িতে থাকা বাসিন্দা।জানা গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিকের নাম বিকাশ সিংহ, তিনি পেশায় দিনমজুর। বুধবার বেলা প্রায় ১১টা নাগাদ তিনি নিজের বাড়িতেই ছিলেন। আচমকা প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে বাড়ির অদূরে থাকা একটি বিশাল অশ্বত্থ গাছ গোড়া সহ উপড়ে পড়ে। গাছের বেশিরভাগ অংশ আইহো-সিঙ্গাবাদ রাজ্য সড়কে পরে যায়। কয়েকটি বড় বড় ডাল পরে বিকাশ সিংহের টিনের বাড়ির চালের উপর ভেঙে পড়ে।ফলে মুহূর্তের মধ্যেই ঘরের টিভি, শোকেসসহ ঘরে থাকা বিভিন্ন সামগ্রী ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। তবে পরিস্থিতি বুঝে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আসায় প্রাণে বাঁচেন তিনি।ঘটনার জেরে আইহো-ঋষিপুর রাজ্য সড়কে প্রায় তিন ঘণ্টা যান চলাচল ব্যাহত হয়।ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কার করে এবং স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।স্থানীয়দের দাবি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে প্রশাসন যেন দ্রুত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

নতুন যাত্রা বিধায়ক হওয়ার পর প্রথম পৌরসভায় কৌশিক চৌধুরী

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা ,উত্তর দিনাজপুর ঃ বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর রায়গঞ্জ পৌরসভায় প্রথমবারের জন্য পা রাখলেন রায়গঞ্জের বিধায়ক কৌশিক চৌধুরী। খোঁজখবর নিলেন পৌরসভার বিভিন্ন দপ্তরের। কথা বললেন কর্মীদের সঙ্গে। আশ্বস্ত করলেন পাশে থাকার। বিধায়ককে সামনে পেয়ে নিজেদের ক্ষোভ উজার করে জানালেন পৌর কর্মীরা। মঙ্গলবার দুপুরে রায়গঞ্জ পৌরসভায় উপস্থিত হন রায়গঞ্জের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক কৌশিক চৌধুরী। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যানীকে বিপুল ব্যবধানে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন কৌশিক চৌধুরী। এদিন বিধায়ককে সামনে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন পৌর কর্মীরা।দীর্ঘদিন ধরেই রায়গঞ্জ পৌরসভায় অচলাবস্থা অব্যাহত। আর্থিক অসঙ্গতির কারণে রায়গঞ্জ পৌরসভা পৌর কর্মীদের বেতন দিতে অপারগ।
পাঁচ ছয় মাসের বেতন বাকি পৌরকর্মীদের। বারে বারেই বিক্ষোভ আন্দোলন করেছেন পৌরকর্মীরা। অবশেষে সরকার পরিবর্তন হওয়ায় আশায় বুক বাঁধছেন স্থায়ী অস্থায়ী পৌরকর্মী সহ পেনশনভোগীরা। পৌর কর্মী সন্দীপ কুমার লাহিড়ী জানান, বিধায়ককে সামনে পেয়ে ভালো লাগছে। তার কাছে আমাদের সুবিধা অসুবিধার কথা জানালাম। আগামী দিনে আশা করি বেতন সংক্রান্ত সমস্যা দ্রুত মিটবে।অপর পৌরকর্মী শঙ্কর রায় জানান, দীর্ঘদিন ধরে পৌরসভা অচলাবস্থা চলছে। ভেঙে পড়েছে পৌর পরিষেবা। এই পৌর সভাকে একমাত্র নতুন সরকারি বাঁচাতে পারে। বিগত পৌর বোর্ডের বিরুদ্ধে খুব উগরে দেন পৌরকর্মীরা।বিজেপি বিধায়ক কৌশিক চৌধুরী জানান, বর্তমানে পৌরসভায় কি ধরনের সমস্যা চলছে তা খতিয়ে দেখতেই তিনি এসেছেন। এ বিষয়ে তার এক্সিকিউটিভ অফিসারের সাথে কথা হয়েছে। আগামী দিনে নতুন সরকার এলে সমস্যা গুলি নিয়ে আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান করা হবে। বিধায়ক আরো জানান, আমার কাছে খবর আছে পৌরসভার বিভিন্ন ফাইল সরানো হতে পারে। সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য সকলকে সাবধান করেছি। বেতন সমস্যার বিষয়ে পৌর কর্মীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন নবনির্বাচিত বিধায়ক।

তৃণমূলের ভরাডুবির জন্য দায়ী অভিষেক! বিস্ফোরক অভিযোগে কার্তিক ঘোষ

কুঞ্জ বিহারী শর্মা, নয়া জামানা, মালদা ঃ বিস্ফোরক মন্তব্যে তপ্ত পুরাতন মালদা। নির্বাচনে দলের ভরাডুবি নিয়ে এবার প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দিলেন পুরাতন মালদা পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ। সরাসরি তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেই দায় চাপিয়ে তিনি রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত করেছেন। বুধবার দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ পুরাতন মালদা পৌরসভায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কার্তিক ঘোষ স্পষ্ট ভাষায় জানান, এবারের নির্বাচনী ফল মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়, বরং সংগঠনের ভিতরে দীর্ঘদিন ধরে চলা একাধিক ত্রুটি ও ভুল সিদ্ধান্তেরই পরিণতি। তাঁর দাবি, দলের একাংশের শীর্ষ নেতৃত্ব একতরফাভাবে প্রার্থী নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রচারের কৌশল নির্ধারণ করেছে, যেখানে স্থানীয় নেতৃত্ব বা কর্মীদের মতামতকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীরা ধীরে ধীরে নিজেকে কোণঠাসা মনে করতে শুরু করেন। তাঁদের মতামত না শোনা, সাংগঠনিক স্তরে যোগাযোগের অভাব এবং নেতৃত্বের দূরত্ব;এই সবকিছু মিলিয়ে ক্ষোভ জমতে থাকে ঘরে ঘরে। সেই ক্ষোভই শেষ পর্যন্ত ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।কার্তিক ঘোষের এই বিস্ফোরক মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চর্চা। তাঁর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে দলের অন্দরে নতুন করে দ্বন্দ্ব ও অস্বস্তি বাড়তে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

রিলসের নেশা , মায়ের বকুনিতে অভিমানে আত্মঘাতী কিশোরী

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ সোশ্যাল মিডিয়ার নেশা কেড়ে নিল একটি তরতাজা প্রাণ। মোবাইলে রিলস দেখা নিয়ে মায়ের বকুনি শুনে অভিমানে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলো ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরী। উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার দাসিয়া এলাকার ঘটনা।মৃত নাবালিকার নাম রাখী দেবশর্মা।জানা যায়, সোমবার বিকেলে বাড়ির কাজ ফেলে রেখে দীর্ঘক্ষণ মোবাইলে রিলস দেখছিল সে। কাজের সময় মোবাইলে মজে থাকায় রাখীর মা তাকে বকাঝকা করেন। মায়ের ওপর অভিমান করেই বিষ পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই কিশোরী।অসুস্থ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। গত

দুদিন ধরে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার পর অবশেষে বুধবার সকালে হাসপাতালেই মৃত্যু হয় রাখীর।বুধবার বিকেলে রায়গঞ্জ মেডিকেলের মর্গে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। এরপর রায়গঞ্জ থানার পুলিশ মৃতদেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুরসভা থেকে কর্পোরেশন ? আশায় ইংরেজবাজারের বাসিন্দারা

নয়া জামানা, মালদা ঃ ইংরেজবাজারের বিজেপি প্রার্থী অম্লান ভাদুড়ির সমর্থনে প্রচারে এসে পুরসভাকে কর্পোরেশন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নির্বাচনের ফলাফলে রাজ্যজুড়ে গেরুয়া ঝড় উঠেছে। মালদার ইংরেজবাজার সহ ছয়টি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি। তারপরই আশার আলো দেখছেন ইংরেজবাজারের মানুষ। দেড়শো বছরের বেশি পুরোনো এই পুরসভা। বর্তমানে দাঁড়িয়ে ইংরেজবাজার শহর কর্পোরেশনে উন্নীত হলে উন্নয়ন আরও বাড়বে। ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, কর্পোরেশন হলে খুব ভালো হবে। আমি অনেকদিন ধরেই উদ্যোগ নিচ্ছি।
যদি কর্পোরেশন হয়, শহরবাসী উপকৃত হবেন। দেড়শ বছরের বেশি প্রাচীন এই পুরসভায় জনসংখ্যা থেকে সমস্তকিছুই বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে আয়তন বৃদ্ধি হয়নি এই পুরসভার। নিকাশি ব্যবস্থা থেকে পানীয় জল সহ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এই শহর। বর্ষার মরশুমে শহরে বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে ওঠে।এই অবস্থায় শহরের উন্নয়নের জন্য সাধারণ মানুষও চাইছেন পুরসভা থেকে কর্পোরেশনে উন্নীত হোক।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 07-05-2026 10:37 Page 7

ঐতিহাসিক রাইটার্স বিল্ডিংয়ের নাম বদলে ‘শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভবন’ করার জোরালো দাবি

নয়া জামানা ।। নদীয়া

প্রধানমন্ত্রী, ভাবি মুখ্যমন্ত্রী ও সর্বভারতীয় শ্যামাপ্রসাদ মুখে াপাধ্যায় ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে আবেদন, মহাকরণের নতুন নাম করা হোক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভবন। এমন একটি জোরালো দাবি তুলল নদীয়া জেলা ১৮ই আগস্ট পরিচালন সমিতি। কলকাতার বিবাদীবাগে (ডালহৌসি স্কোয়ার) অবস্থিত ঐতিহাসিক রাইটার্স বিল্ডিংস বা মহাকরণ, ১৭৭৭ সালে টমাস লায়ন কর্তৃক নির্মিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানিদের বাসস্থান ও অফিস হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এটি করিন্থীয় স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন। ব্রিটিশ আমলে বিপ্লবীদের আক্রমণ (বিনয়-বাদল-দীনেশ) থেকে স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান সচিবালয় হিসেবে দীর্ঘ ২৩৩ বছর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসের সাক্ষী এই ভবনটি ।

১৭৭৬ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইউরোপীয় কেরানিদের বা ‘রাইটার্স’-দের বসবাসের জন্য টমাস লায়ন এই ভবনটির নকশা করেন এবং ১৭৭৭ সালে নির্মাণ কাজ শুরু হয়।এটি লেখকদের আবাসিক ভবন বলেই এর নাম হয় ‘রাইটার্স বিল্ডিংস’।রোমান ও নব্য রেনেসাঁ স্থাপত্যশৈলীর আদলে তৈরি এই লাল ইটের ভবনটির সামনের অংশে করিন্থীয় স্তম্ভ রয়েছে, যা একে একটি রাজকীয় রূপ দেয় ।বিপ্লবী ইতিহাস হতে যারা যায় ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত রাইটার্স বিল্ডিংস-এ প্রবেশ করে অত্যাচারী ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসনকে হত্যা করেছিলেন, যা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। স্বাধীনতার পর এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান সচিবালয় বা মহাকরণ হিসেবে পরিচিত হয়। বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের শাসনের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুও ছিল এই ভবন।২০১৩ সালের পর প্রশাসনিক কেন্দ্রটি হাওড়ার ‘নবান্ন’-এ স্থানান্তরিত হয় এবং বর্তমানে এই ঐতিহাসিক ভবনটির দ্রুতগতিতে ব্যাপক সংস্কারের কাজ চলছে।বর্তমানে সংস্কারের মাধ্যমে পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে দ্রুত গতিতে। ২০২৬-এর নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় আসায় এই রাইটার্স বিল্ডিং আবার পুনরায় প্রশাসনিক ভবনে ফিরে আসবে। ২০২৬-এ নির্বাচনে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে শপথ নেবার পর মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব সামলাবেন এই ঐতিহাসিক রাইটার্স বিল্ডিং থেকেই। বিজেপি বরাবরই ইতিহাস কে তুলে ধরার চেষ্টা করে। তাইতো নদীয়া জেলা ১৮ই আগস্ট পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দাস দামোদর মোদী , বিজেপির জননেতা ও ভাবি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সর্বভারতীয় চেয়ারম্যান ডক্টর অনির্বাণ গাঙ্গুলীর কাছে আবেদন করা হয়েছে এই বিল্ডিংয়ে নাম করা হোক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভবন।

কারণ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যদি না থাকতেন শুধু নদীয়া জেলা নয়, পুরো পশ্চিমবঙ্গটাই পূর্ব পাকিস্থানের মধ্যে চলে যেত, যা বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হতো এমনটাই দাবি সমিতির নেতৃত্বের। এহেন বীর দেশপ্রেমিক কে সম্মান জানানোর জন্য নদীয়া জেলা ১৮ই আগস্ট পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে সম্পাদক অঞ্জন শুকুল বলেন, আমরা নতুন সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গের মনি কোঠায় স্থান দেওয়া হোক। এখন দেখার বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়টিকে কতটা গুরুত্বসহকারে দেখছেন।

এক মাসের জন্য বন্ধ তিলপাড়া ব্যারেজ

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ভোটের পরপরই সিউড়িবাসীর জন্য দুঃখের খবর।এক মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল তিলপাড়া ব্যারেজ। মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে বীরভূম প্রশাসন। বিজ্ঞপ্তিতে এই সময়ে যানবাহন চলাচলও সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ব্রিজের জরুরি মেরামতি এবং সংস্কারের কাজ চলবে। সেই জন্য বন্ধ থাকবে ব্যারেজ।জানানো হয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ৭ মে থেকে ব্যারেজ বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধ থাকবে ৬ জুন পর্যন্ত। এই সময়ে দূরপাল্লার বাসগুলিকে সাঁইথিয়া দিয়ে ঘুরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। স্বল্প দূরত্বের বাসগুলি ব্রিজের দুই পাড়ে দাঁড়াবে, যাত্রীরা পায়ে হেঁটে ব্রিজ পারাপার করতে পারবেন। এছাড়া অন্য গাড়ির জন্যও নির্দিষ্ট রুট ম্যাপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।সেচ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে মেরামতির কাজ চলবে। উল্লেখ্য, গত বছরেও ব্যারেজের ডিভাইডারে ফাটল দেখা দেওয়ায় মেরামতির কাজ চলেছিল। তখনও জরুরি ভিত্তিতে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়ে ব্যারেজ মেরামতির দায়িত্ব পেয়েছিল ম্যাকিনটস বার্ন কোম্পানি। কিন্তু এই বছর কোন কোম্পানিকে সংস্কারের কাজ দেওয়া হয়েছে তা এখনও অব্দি জানা যায়নি।

ভোট-পরবর্তী কড়া নজরদারি

সিউড়ি-সহ সর্বত্র কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সম্ভাব্য অশান্তি রুখতে বীরভূম জেলা জুড়ে নজিরবিহীন সতর্কতা অবলম্বন করেছে প্রশাসন। জেলার প্রতিটি প্রান্তে আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য পুলিশ এবং জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা যৌথভাবে টহলদারি চালাচ্ছেন। বিশেষ করে স্পর্শকাতর ও গ্রামীণ এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে, যাতে কোনও রকম হিংসা, ভয়ভীতি বা প্রতিশোধমূলক ঘটনার অবকাশ না থাকে।বুধবার সিউড়ি ১ নম্বর ব্লকের একাধিক গ্রাম ও সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরাও। এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা, শোনেন স্থানীয়দের অভিজ্ঞতা ও উদ্বেগের কথা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়; সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এখন প্রধান লক্ষ্য এবং যে কোনও পরিস্থিতিতে প্রশাসন তাঁদের পাশে রয়েছে।একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক জানান, আমরা সিউড়ি ও আশেপাশের গ্রামগুলিতে ঘুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছি। আমাদের অন্যান্য আধিকারিকরাও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে টহল দিচ্ছেন এবং নিয়মিত রিপোর্ট দিচ্ছেন। এখনও পর্যন্ত কোথাও কোনও ধরনের হিংসা বা অশান্তির ঘটনা আমাদের নজরে আসেনি, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।এলাকার সাধারণ মানুষ প্রশাসনের এই উদ্যোগকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন। অনেকেই জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের নিয়মিত টহলদারির ফলে তাঁদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ বেড়েছে। সিউড়ির এক বাসিন্দা বলেন, ভোটের পর সাধারণত একটু ভয়-ভীতির পরিবেশ থাকে, কিন্তু এবারে পুলিশ ও বাহিনীর উপস্থিতি দেখে অনেকটাই নিশ্চিন্ত লাগছে।অন্য এক স্থানীয়দের কথায়, প্রশাসন নিজে থেকে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলছে, সমস্যা জানতে চাইছে;এটা খুবই ভালো উদ্যোগ। এতে করে মানুষ সাহস পাচ্ছে নিজের কথা বলার।গ্রামীণ এলাকার কয়েকজন বাসিন্দাও জানান, আগে যেভাবে ভোটের পর উত্তেজনা তৈরি হত, এবার তা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাঁদের মতে, প্রশাসনের কড়া নজরদারি এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাসই পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বড় ভূমিকা নিচ্ছে। জেলা প্রশাসনের তরফে আরও জানানো হয়েছে, ভোট পরবর্তী কোনও রকম অশান্তি; যেমন মারধর, ভাঙচুর, জোরপূর্বক দখল বা হুমকি;কঠোর হাতে দমন করা হবে। এমন কোনও ঘটনা ঘটলে দ্রুত প্রশাসন বা নিকটবর্তী থানায় জানাতে বলা হয়েছে সাধারণ মানুষকে। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।শান্তি, সম্প্রীতি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে সকল রাজনৈতিক দল, কর্মী এবং সাধারণ মানুষের কাছে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে প্রশাসন। জেলার সর্বত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্রশাসনিক মহল।

তৃণমূলের বিদায় উদযাপনে মাথা ন্যাড়া করলেন বিজেপির মন্ডল সভাপতি

সমীরণ বিশ্বাস, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদীয়া জেলার করিমপুর ৭৭ নম্বর বিধানসভার অধীন দোগাছি গ্রামের বাসিন্দা সৌমিত্র ঘোষ কয়েক বছর ধরে বিজেপি পার্টি করেন।তিন-তিনবার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তার ওপর হামলা করার পরও, তিনি বিজেপি দল ছাড়েননি। তাই তিনি বছর তিনেক আগে থেকে এক সংকল্প নিয়েছিলেন, যেদিন পশ্চিমবাংলা থেকে ও করিমপুরের মাটি থেকে তৃণমূল বিলীন হবে সেই দিন তিনি তার মাথা ন্যাড়া করে নদীতে স্নান করে এসে বিজেপির গেরুয়া আবির মেখে মিছিল করবেন। তার সেই সংকল্প আজ সার্থক হল। তিনি সত্যিই তার সেই অভিনব প্রতিবাদ দেখালেন।বুধবার তিনি নিজের গ্রামের মন্দিরের সামনে মাথার চুল ন্যাড়া করে নদীতে স্নান করে এসে গেরুয়া আবির মেখে অভিনব প্রতিবাদ জানালেন। তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানালেন, তিনি বিজেপি করতেন বলে তার ওপরে বারংবার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা মারধর করত থাকে, তাও তিনি বিজেপি ছেড়ে যান নি। তবে পশ্চিমবঙ্গে বিপুল ভোটে বিজেপির জয়ের পরে তিনি তার সংকল্পবদ্ধ হলেন। নদীয়ার করিমপুরে তৃণমূল প্রার্থী সোহম চক্রবর্তীকে হারিয়ে করিমপুর বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন। এতে তিনি এবং তার গ্রামের মানুষও খুশি।বুধবার সকালে নিজের মাথার ন্যাড়া করে সৌমিত্র বাবু সেই চুল দান করলেন সারা পশ্চিমবঙ্গ তথা করিমপুরবাসীর উদ্দেশ্যে।

কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীর জয়, তবুও কুশপুতুল কাঁধে ঘুরিয়ে জ্বলন্ত মমতা!

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বঙ্গে ফুটেছে পদ্ম। সেই উপলক্ষে সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি নদীয়াজুড়েও চলছে গেরুয়া ঝড়। কোথাও তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ, আবার কোথাও বিজেপি কর্তৃক তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল। ইত্যাদি ঘটনাগুলি সামনে আসতেই রাজনৈতিক চাপানউতর সৃষ্টি হয়েছে। পদ্ম সমর্থকদের দাবি, এটা সবে শুরু, সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্য থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিদায় নিশ্চিত। এসবের মধ্যেই উঠে আসলো আরো এক ছবি। এক অভিনব প্রতিবাদ, যা যথেষ্ট সমালোচনা কুরিয়েছে।এমন প্রতিবাদ কেউ আগে দেখেছে কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে।নদীয়ার পলাশীপাড়া বিধানসভার বার্নিয়ায় বিজেপি কর্মীরা মমতা ব্যানার্জীর কুশ পুতুল বানিয়ে সেটিকে মৃত ব্যক্তির রূপ দিয়ে খাটে করে কাঁধে তুলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ঘোরালেন। তারপর সেটা দাহ করা হলো। মঙ্গলবার রাতে এরূপ দৃশ্য দেখে আশ্চর্যের শেষ সীমায় পৌঁছান এলাকার বাসিন্দারা। যদিও বিজেপি কর্মী সমর্থকদের দাবি ছিল, গত ৫ বছর ধরে অপশাসন, সেই সঙ্গে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান না করে সামান্য টাকা দিয়ে তৃণমূলের অনুগত করার চেষ্টা- সেই থেকে মুক্তি পেতেই বিজেপি কর্মী সমর্থকরা অভিনব ভাবে মমতা ব্যানার্জী কুশপুতুল কাঁধে করে ঘুরিয়ে পুড়ালেন। উল্লেখ্য, পলাশীপাড়া বিধানসভায় ১১৪৫৪ ভোটে জয়ী হয়েছেন তৃনমূল কংগ্রেস প্রার্থী রুকবানুর রহমান। কিন্তু আদতে সেই জয় খুব একটা কাজে লাগলো না। রাজ্যব্যাপী গেরুয়া ঝড়ের কাছে কোথায় একটা ফিকে পড়ে গেল তৃণমূল নেতার এই জয়, যার পরিণতিতে কুশ পুতুল জ্বালানোর ঘটনাটির সাক্ষী থাকলেন বার্নিয়ার বাসিন্দারা।

ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাস রুখতে কীর্ণাহারের গ্রাম পরিদর্শনে বিজেপির প্রতিনিধি দল

রূম্পা দাস, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া রাজনৈতিক অশান্তির আবহে বীরভূম জেলার নানুর বিধানসভার অন্তর্গত কীর্ণাহারের ব্রাহ্মণডিহি গ্রামে পৌঁছল বিজেপির প্রতিনিধি দল। বুধবার দুপুরে সিউড়ীর বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে চারজন বিজেপি বিধায়ক, বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সহ একাধিক নেতৃত্ব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করেন।প্রতিনিধি দলের মূল লক্ষ্য ছিল আক্রান্ত গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়ানো এবং এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফেরানোর আশ্বাস দেওয়া।

দলীয় প্রতিনিধিরা সরাসরি গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শোনেন;কীভাবে হামলা হয়েছে, কারা জড়িত থাকতে পারে, সেই সমস্ত তথ্য নথিবদ্ধ করা হয়।উল্লেখ্য, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরই নানুর এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে ওঠে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি আবির শেখ -এর খুনের অভিযোগ ঘিরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই ঘটনার পর থেকেই এলাকাজুড়ে অস্থিরতা বিরাজ করছে।এদিন বিজেপি প্রতিনিধি দল শুধু ব্রাহ্মণডিহি নয়, আশপাশের একাধিক গ্রামেও ঘুরে পরিস্থিতি খ তিয়ে দেখে। পাশাপাশি কীর্ণাহার থানায় গিয়ে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গেও বৈঠক করেন তাঁরা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দাস।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে এই পরিদর্শন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আক্রান্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব। একই সঙ্গে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে।তিনি আরও সতর্ক করে বলেন, কেউ যদি বিজেপির নাম ভাঙিয়ে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করে, তার বিরুদ্ধেও প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।এলাকায় নতুন করে অশান্তি যাতে না ছড়ায়, সেই বার্তা দিয়েই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা গ্রামবাসীদের শান্তি বজায় আবেদন জানান।

ভয় কাটিয়ে ‘ভরসা’র জয়

শান্তিপুরে মাছ-ভাতের উৎসবে সামিল গেরুয়া শিবির

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর একের পর এক জায়গায় শুরু হয়েছে বিজয় উৎসব। এবার তাতে বাড়তি মাত্রা জোগালো শান্তিপুর শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের স্টেডিয়াম পাড়ার সাধারণ মানুষ। রীতি মতন পাড়া শুদ্ধ মানুষ একত্রে করল বিজেপির বাংলা জয়ের বিজয় উল্লাস।প্রায় ১২০০ মানুষ বুধবার প্রীতি ভোজের উৎসবে মেতে ওঠেন। পাতে ছিল ভাত, মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল,আলুর চিপস, মাছের ঝোল। এলাকাবাসী সূত্রে খ বর, প্রায় দেড় কুইন্টাল মাছ দিয়েই এবারের এই মহাভোজ। তবে পাড়ার মানুষের এতটাই উৎসাহ ছিল, যা নজর কেড়েছে শান্তিপুরবাসীর। তবে শুধু বিজেপি কর্মীদের বাড়ি নয়, এলাকার সমস্ত মানুষ দলমত নির্বিশেষে এদিনের এই উৎসবে সামিল হন।এলাকাবাসী জানান ভয় কাটিয়ে ‘ভরসা’র জয়, তাই সকলে একত্রিত ভাবে এই অনুষ্ঠানে সামিল হয়েছে।সুশাসন এবং সোনার বাংলা হতে চলেছে তাই অনন্দে বাড়তি পাওনা এই প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান। এদিনের অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক স্বপন দাসের পাশাপাশি বিজেপি মন্ডল তিনের সমস্ত কার্যকর্তারাও উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রবীণ বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের যারা একসময় বিজেপিকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই করেছে তাদেরকেও বিশেষ সম্মান জানিয়ে তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে শেষ মর্যাদার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানকে আরো ত্বরান্বিত করা হয়। সকাল থেকেই এলাকায় ছিল এক উৎসবের আমেজ। দলমত নির্বিশেষে সকলেই জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে এবং মাছ ভাত খেতে তৎসহ এলাকার সমস্ত মানুষকে একত্রে আনন্দ উপভোগ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে একজোট হন। তবে আগামীতে সমস্ত রাজ্যে মহিলাদের সুরক্ষা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন এই সবেও তাকিয়ে আমজনতা।

সিউড়িতে হারের পর বিস্ফোরক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সারা রাজ্য জুড়ে গেরুয়া ঝড়ের যে প্রবল প্রভাব দেখ া গেল, তার ছাপ স্পষ্টভাবে পড়েছে বীরভূম জেলাতেও। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তন এনে জেলার ১১টি আসনের মধ্যে ৬টিতে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি, অন্যদিকে ৫টি আসনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে বীরভূমে তৈরি হয়েছে এক নতুন রাজনৈতিক ভারসাম্য, যেখানে গেরুয়া শিবিরের উত্থান চোখে পড়ার মতো। এই পরিবর্তনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ চিত্র দেখা গেছে সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে। যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় এবং বিজেপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। শুরু থেকেই জমে ওঠা এই লড়াই শেষ পর্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি পর্যায়ে পৌঁছায়। তবে ফলাফল ঘোষণার পর দেখা যায়, বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ২৮,৬৮৬ ভোটের বড় ব্যবধানে পরাজিত করেছেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে।

এই জয় শুধু একটি আসন দখল নয়, বরং সিউড়ির রাজনৈতিক মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পালাবদলের ইঙ্গিত বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।পরাজয়ের পরই প্রকাশ্যে এসে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি সরাসরি দলের অন্দরের অন্তর্ঘাতকে দায়ী করে বলেন, রাজনগর ব্লক এবং সিউড়ি শহরের একাংশ কাউন্সিলরের ভূমিকা এই হারের পিছনে বড় কারণ। তাঁর অভিযোগ, দলের ভেতরের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই ভোটের ফলাফলে বড় প্রভাব ফেলেছে।শুধু অন্তর্ঘাত নয়, উজ্জ্বলবাবু পুরসভা নির্বাচন দীর্ঘদিন না হওয়াকেও হারের অন্যতম কারণ হিসেবে তুলে ধরেন।

তাঁর কথায়, আমরা টানা চারবার সিউড়ি শহরে জিতেছি। কিন্তু পুরভোট হলে বাস্তব পরিস্থিতি অন্যরকম হতো;সেক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস জিতত না, বরং বিজেপিই জয় পেত। তাঁর এই বক্তব্য রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট আলোড়ন তৈরি করেছে, কারণ এতে একদিকে যেমন দলের সংগঠন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, অন্যদিকে বিরোধী শক্তির উত্থানও স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে।তিনি বলেন, আপনারা কাউন্সিলর নেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন, যাতে ভবিষ্যতে আপনাদের দলের ক্ষতি না হয়।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 07-05-2026 10:37 Page 8

প্রাক্তন শ্বশুরবাড়িতে আগুন লাগল জামাই

পরিবারের পাশে বিজেপি নেতৃত্বরা

রাকেশ লাহা,নয়া জামানা , জামুড়িয়া ঃ ব্যক্তিগত শত্রুতা ,এবার তারই প্রতিশোধ নিতে বিজেপির জয় কে হাতিয়ার করে প্রাক্তন শ্বশুরের বাড়িতে আগুন লাগাল জামাই। এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শিল্পাঞ্চলে। অগ্নি সংযোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির পাশে দাঁড়াল জামুড়িয়ার বিজেপি নেতৃত্বরা। ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুরিয়া বিধানসভার জামুরিয়া মন্ডল টু এর খাসকেন্দা ভসকাধাওরা এলাকায়। জানা যায়, ভসকাধাওরার বাসিন্দা দীপক রক্ষিতের মেয়ের সাথে অরবিন্দ কেউট নামে একজনের বিবাহ হয়। বর্তমানে সেই সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটে। ঠিক তারপর থেকেই অরবিন্দ কেউট নামে ওই ছেলেটি তার প্রাক্তন শ্বশুর দীপক রক্ষিতের বাড়িতে একাধিকবার হুমকি দেয় এবং বর্তমানে অগ্নিসংযোগ ঘটনার তিন দিন আগে থেকে লাগাতার

হুমকি আসছিল বলে জানাই দীপক বাবু। দীপক বাবু আরও জানান, মঙ্গলবার আমার শাশুড়িকে দেখতে গিয়েছিলাম ঠিক সেই সুযোগে আমার বাড়ির সংলগ্ন দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। এদিন দীপক বাবু সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তার দোকানে অগ্নিসংযোগ এর ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে অরবিন্দ কেউটের নামই সামনে আনেন। যদিও তিনি উল্লেখ করেন তার সাথে বর্তমানে আমাদের কোনও রকম কোনও সম্পর্ক নেই। মঙ্গলবার রাত্রিতে ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে দোকানে যাবতীয় আসবাবপত্র থেকে শুরু করে একটি স্কুটি গাড়িও পুড়ে যায়। এমন ঘটনার খবর পৌঁছাতেই ঘটনাস্থলে বুধবার সকালেই বিজেপির জামুরিয়া মন্ডল টু এর নেতৃত্বরা যায়। পরিবারটির পাশে থাকারও আশ্বাস দেয় তারা। ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা গৌতম মন্ডল জানান, বিজেপির জয়ের পরই সারা বাংলার সাথে সাথে আমাদের জামুরিয়া বিধানসভা এলাকাতেও ব্যাপক অশান্তির ঘটনা ঘটে চলছে। যার অধিকাংশ ঘটনার সাথে যুক্ত তৃণমূল দুষ্কৃতীরা। যারা গেরুয়া আবির মেখে ও বিজেপির ঝান্ডা হাতে নিয়ে নিজেদের বিজেপি কর্মী পরিচয় দিয়ে এই ধরনের হিংসামূলক ঘটনা ঘটাচ্ছে। তিনি জানান আমরা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত, যারা বিজেপির জয় কে হাতিয়ার করে ব্যক্তিগত শত্রুতার প্রতিশোধ নিচ্ছে তাদের চিহ্নিত করছি এমনকি দলের নির্দেশ মতো আমরা সকলে মিলে এলাকায় এলাকায় শান্তির বার্তাও পৌঁছে দিচ্ছি। বর্তমানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে জানা যায়। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

হার থেকে জয়-পরাজিত কেন্দ্রে থেকে জয় ছিনিয়েনিল বিজেপি

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ গত বিধানসভা নির্বাচনে অর্থাৎ ২০২১ শে পূর্ব বর্ধমানে কম ভোটে হেরে যাওয়া কেন্দ্র গুলোতে জয় পেয়েছে বিজেপি। গণনার আগে থেকেই পূর্ব বর্ধমান জেলার বেশ কয়েকটি আসনে জয়লাভ করবে বলে আগাম জানিয়ে রেখে ছিলেন বিজেপি নেতৃত্ব। সেই আসন গুলোতে ফলাফল ঘোষণার কয়েক ঘন্টার মধ্যে জয়ের বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায়। পূর্ব বর্ধমান জেলায় গত বিধানসভা নির্বাচনে ১৬ টি আসনের মধ্যে সবকটিই ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। এবার সেই ১৬ টির মধ্যে পালা বদলের পর দুটি আসন ছাড়া ১৪ টি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি। তার মধ্যে পূর্বস্থলী উত্তর, কালনা, কাটোয়া সহ বেশ কয়েকটি আসনে জয়ের ব্যাবধান অনেকটাই কম ছিল তৃনমূল কংগ্রেসের কাছে। ফলে সেই আসন গুলোতে জোর দিয়ে ব্যাপক জনসংযোগ চালায় বিজেপি। সেই টার্গেট পুরন হয়েছে বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রে গতবার জয়ী ছিল তৃনমূল কংগ্রেস। তবে বিজেপি হেরে গেলেও ওই কেন্দ্রে জয়ের ব্যাবধান অনেকটাই কম ছিল। গত লোকসভা আসনের নির্বাচনে আরও ব্যাবধান কমে বিজেপি - তৃনমূল কংগ্রেসের মধ্যে। প্রায় তিন হাজার ছিল ব্যাবধান। এছাড়াও ওই বিধানসভা এলাকায় তিনটি পঞ্চায়েত ছিল বিজেপির দখলে। সেই পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রে এবার শুরু থেকেই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলো বিজেপি। প্রত্যাশিত ভাবে ওই কেন্দ্রে জয় পেয়েছে বিজেপি। পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী গোপাল চট্টোপাধ্যায় ৩০ হাজার ২২৬ ভোটের ব্যবধানে তৃনমূল প্রার্থী বসুন্ধরা গোস্বামীকে পরাজিত করেছেন। শুধুমাত্র পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রই নয়, বর্ধমান দক্ষিণ, কালনা, কাটোয়াতে জয়ের ব্যাবধান খুবই কম ছিল। এমনকি জয়ের ব্যাবধান তিন হাজার থেকে শুরু করে কখনই দশ হাজার ছাড়িয়ে যায়নি। সেই বর্ধমান দক্ষিণ, কাটোয়া, কালনা আসনে পরিবর্তন এর ভোটে জয়ী বিজেপি। ওই সব আসনের জয় নিয়ে আগাম দাবি করে রেখেছিলেন বিজেপির কাটোয়া সাংগাঠনিক জেলা সহ সভাপতি ধনঞ্জয় হালদার এবং রাজ্য কমিটির সদস্য রাজীব ভৌমিক। এবার বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী খে াকন দাসের বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র ৩০ , ৪৭০ ভোটে জয়ী হয়েছেন। অথচ ওই কেন্দ্রে গতবার সামান্য ভোটের ব্যবধান ছিল। কাটোয়া কেন্দ্রে একই ঘটনা ঘটেছে। তৃনমূল কংগ্রেসের জয়ের ব্যাবধান ছাপিয়ে এবার ওই আসনে বিজেপি প্রার্থী জয় পেয়েছেন ৩৫ হাজার ৬৬ টি ভোটে। বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণ ঘোষ হারিয়ে দিয়েছেন জেলার হেভিওয়েট তৃনমূল প্রার্থী তথা জেলা তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে। ফলে আশানুরূপ ফলাফল নিয়ে জয়ী বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। আর এই সব আসনে পরাজয়ের পর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা বলছেন মহিলা ভোটারদের সমর্থন না মেলায় ভোটের হার কমে গেছে। তবে বিজেপি বলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যাধিক দুর্নীতি তাদের জয়ী করতে পেরেছে।

ভোট-পরবর্তী হিংসা বরদাস্ত নয় কড়া বার্তা জেলা প্রশাসনের

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা,বর্ধমান ঃ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনার খবর সামনে এসেছে। তার ব্যতিক্রম নয় পূর্ব বর্ধমান জেলাও। তবে জেলায় কোনওভাবেই ভোট-পরবর্তী হিংসা বরদাস্ত করা হবে না;এমনই কড়া বার্তা দিল জেলা প্রশাসন। বুধবার জেলাশাসকের দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল (আইএএস) জানান, জেলায় কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে, যা মোটেই কাম্য নয়। তিনি বলেন, হিংসামুক্ত নির্বাচন করাই আমাদের লক্ষ্য ছিল। ভোটের ফল প্রকাশের পরও যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে, তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যারা এই ধরনের হিংসাত্মক কাজে যুক্ত থাকবে, তাদের কোনওভাবেই রেয়াত করা হবে না। অন্যদিকে, জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস (আইপিএস) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, জেলায় কোনও ধরনের হিংসা, গুন্ডামি, হুমকি, মারধর বা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, তআইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক রং, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম বা জাতি দেখা হবে না। যারা দুষ্কৃতিমূলক কাজ করছে বা করার পরিকল্পনা করছে, তারা এখনই সতর্ক হোন;নইলে কঠোর পরিণতির মুখে পড়তে হবে।দপুলিশ সুপার আরও জানান, জেলার সমস্ত থানাকে ইতিমধ্যেই সতর্ক করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় উস্কানিমূলক পোস্ট ঠেকাতে সাইবার টিমও নজরদারি চালাচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে জেলা জুড়ে পুলিশি টহল এবং নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। সমস্ত পুলিশ টিম সক্রিয় রয়েছে। বুধবার সকাল পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রায় ১৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং জেলায় শান্তি বজায় রাখতে সবরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

লরি উল্টে দুর্ঘটনায় আহত তিন

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বুধবার সকালে পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে একটি ভুষিভর্তি ৬ চাকার লরি উল্টে গিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা যায়, লরিটি মেমারি থেকে আঝাপুরের দিকে যাচ্ছিল। কেন্না সংলগ্ন এলাকায় এসে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনার ফলে লরির পিছনের অংশ রাস্তায় এবং সামনের অংশটি পাশের মাঠে ছিটকে পড়ে। গাড়িতে চালক সহ মোট তিনজন ছিলেন এই ঘটনায় তিনজনই আহত হন। স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, লরিটি অতিরিক্ত বোঝাই ছিল এবং দ্রুত গতিতে চলছিল। হঠাৎ ব্রেক কষার ফলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, যার জেরে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে এলাকা সাধারণ মানুষ জানিয়েছেন। খবর পেয়ে মেমারি থানার পুলিশ ও স্থানীয়রা দ্রুত ছুটে আসে ও উদ্ধার কাজে নেমে পড়েন এবং আহতদের মেমারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ফরওয়ার্ড ব্লকের অফিস ফিরিয়ে দিলেন বিধায়ক অজয় পোদ্দার

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা, কুলটি ঃ কুলটি বিধানসভার বরাকরে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের কার্যালয়ের তালা খুলে ফিরিয়ে দিলেন কুলটির বিজেপি বিধায়ক ডাঃ অজয় পোদ্দার।জানা গেছে, কিছু যুবক এসে নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরে বরাকরে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের কার্যালয় ঝান্ডা খুলে দেয়। লাগিয়ে দেওয়া হয় বিজেপির পতাকা। অফিসের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেয়। সেই খবর দেওয়া হয় কুলটির ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী ভবানী আচার্য্যকে। এরপর ভবানী আচার্য্য যোগাযোগ করে বিজেপি বিধায়ক ডাঃ অজয় পোদ্দারের সঙ্গে।তিনি বুধবার সকালে নিজে এসে সেই অফিসের তালা খুলে দেন। অফিস ফিরিয়ে দেন ফরওয়ার্ড

ব্লক নেতৃত্বের হাতে। বিজেপি বিধায়ক বলেন, কুলটি বিধানসভায় কোনও অশান্তি মেনে নেওয়া হবে না। মঙ্গলবার আমি ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসের ঘটনা জানতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে যারা এই কাজ করেছে, তাদের ডেকে পাঠাই। সতর্ক করার পাশাপাশি, তাদের কাছ থেকে চাবি চাই। এদিন আমি অফিস যাদের, তাদেরকে তা ফিরিয়ে দিয়েছি। অন্যদিকে, ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ভবানী আচার্য বলেন, দুদিন আগে এই অফিস দখল করে নেওয়া হয়েছিলো। এদিন বিজেপি বিধায়ক নিজে অফিসের তালা খুলে, তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। তার আশা, বিজেপি বিধায়ক এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে সক্রিয় হবেন।

মানত পূরণে তিন তৃণমূল নেতার নামে পাঁঠা বলি - বিতর্কে প্রাক্তন বিধায়ক

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা,বর্ধমান ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে সামনে এল এক বিতর্কিত ও নজিরবিহীন ঘটনা।পূর্বস্থলী উত্তরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় নিজের মানত পূরণ করতে গিয়ে তিনজন তৃণমূল নেতার নামে পাঁঠা উৎসর্গ করলেন জামালপুরের বুড়োরাজ মন্দির-এ। জানা গেছে, তিনি আগেই মানত করেছিলেন;যদি তৃণমূলের তিন হেভিওয়েট প্রার্থী নির্বাচনে পরাজিত হন এবং রাজ্যে দলের ভরাডুবি ঘটে, তবে তিনি পাঁঠা বলি দিয়ে পুজো দেবেন। সেই অনুযায়ী বুধবার তিনটি পাঁঠার গলায় মালা ও নামফলক ঝুলিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন তিনি। তার দাবি, এই তিন নেতার কারণেই তিনি পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে টিকিট পাননি। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৪ জন বিধায়ককে টিকিট না দেওয়ার সিদ্ধান্তই দলের এই ভরাডুবির অন্যতম কারণ।অন্যদিকে, মন্দিরের প্রধান পুরোহিত এই ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করে জানান, তিনি জীবনে কখনও কোনও মন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতার নামে এভাবে পাঁঠা উৎসর্গ হতে দেখেননি।

ভোট-পরবর্তী হিংসা, তৃণমূল কাউন্সিলারের অফিসে আগুন-নিন্দায় বিজেপি

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা , আসানসোল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর থেকে বিজেপি নেতৃত্ব বারবার বলে আসছেন যে, বাংলায় কোন ধরনের হিংসা বরদাস্ত করা হবে না। তারা কড়া বার্তা দিচ্ছেন। কিন্তু, তারপরেও অপ্রীতিকর ঘটনার ধারা অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার রাতে আসানসোলের কোর্ট মোড় সংলগ্ন এলাকায় বার্নপুর রোডে আসানসোল পুরনিগমের ৫২ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর মৌসুমী বসুর অফিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঐ অফিসের পাশে একটি কেকের দোকানেও সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার খবর পেয়ে আসানসোল উত্তর বিধানসভার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ও পরিস্থিতি খ তিয়ে দেখেন। খবর পেয়ে এলাকায় আসে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ আধিকারিক এবং দমকল বাহিনীর কর্মীরাও ছুটে আসেন। দমকলকর্মীরা দীর্ঘক্ষণ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হন। ঘটনাচক্রে এই অফিসের অদূরে বিজেপি বিধায়কের দলীয় কার্যালয়।এই প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক বলেন , বিজেপির শীর্ষ নেতারা বলেছেন নির্বাচনের পর কোন হিংস বরদাস্ত করা হবে না। কিন্তু তারপরেও সারা বাংলা জুড়েই এমন ঘটনা দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন , এটি বিজেপিকে বদনাম করার একটি ষড়যন্ত্র হতে পারে। আমি দলের মিটিংয়ে অফিসে ছিলাম। তখন কাউন্সিলার আমাকে এই আগুন লাগার খবর দেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানাই। তারপরে এখানে আসি। তিনি আরো বলেন, এই এলাকায় যে অফিস রয়েছে তার চারপাশে অসংখ্য সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে। সিসিটিভি ফুটেজ খ তিয়ে দেখা হবে এবং অপরাধীদের শনাক্ত করা হবে। এটা যদি দুর্ঘটনা হয়, তাহলে কোন কিছু বলা নেই। কিন্তু যদি কেউ এই ঘটনাটি ঘটিয়ে থাকে, তাহলে সবকিছু দেখতে হবে। তখন তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দেখছে।এদিকে, পুলিশ জানায়, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

গেরুয়া মাখলেই বিজেপি নয় - হিংসা নিয়ে কড়া বার্তা জেলা সভাপতির

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ সর্বশেষ ফলাফল ঘোষণা হবার পর থেকেই পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে বিক্ষিপ্ত ঘটনা। একের পর এক অফিস ভাঙচুর, চলেছে বলে দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের। মঙ্গলবার সকাল থেকে বুধবার পর্যন্ত শহর বর্ধমান সহ জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি ঘটনা অভিযোগ সামনে আসে। বর্ধমান শহরের বিজয় তোরণ এলাকায় বেশ কয়েকটি সরকারি প্রকল্পের হোডিং ভাঙচুর চালানো হয়। যা এখানকার বিধায়ক তৎকালীন সময়ে লাগিয়েছেন। এই ঘটনায় অবশ্য পুলিশ দুই বিজেপি কর্মীকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করে। এদিন সকালে তৃণমূল নেতা তথা জেলা পরিষদের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ উত্তম সেনগুপ্তের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কর্মী সমর্থক দের মারধর এবং বাড়িতে চড়াও হবার অভিযোগ ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠে বিভিন্ন এলাকা। রাত থেকেই শহর এলাকা এবং জেলার বিভিন্ন গ্রামে ঘরছাড়া তৃণমূল নেতা কর্মী, সমর্থকরা। একই সঙ্গে পার্টি অফিস দখলের অভিযোগ উঠে। কিন্তু ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে রাশ নিজেদের হাতে রাখলেন জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা সভাপতি পরিস্কার জানিয়ে দিলেন , যারা এই সব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের সঙ্গে বিজেপি দলের কোন সম্পর্ক নেই। দল তাদের বিরুদ্ধে সব ধরনের আইনী ব্যবস্থা নেবার জন্য পুলিশকে জানিয়েছে। একই ভাবে ঘটনার প্রতিবাদ করেন বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপির জয়ী প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। একই বার্তা দিলেন অন্যতম নেতা সন্দীপ নন্দী। তারা সকলেই শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আবেদন রেখেছেন। বর্ধমান জেলায় ১৪ - ২ আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির অভাবনীয় সাফল্য এসেছে।

কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক অশান্তির খবর প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। বর্ধমান শহর থেকে শুরু করে গ্রামীণ এলাকার একাধিক স্থানে দোকানপাট, বসতবাড়ি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিকাণ্ডের মতো অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। এই ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের পাশাপাশি মারধর ও লুঠপাটের অভিযোগ জনমানসে তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। রাজনৈতিক এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে তড়িঘড়ি বর্ধমান সাংগঠনিক জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে এক জরুরি সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দলের অবস্থান স্পষ্ট করতেই এই সভার ডাক দেওয়া হয় বলে নেতৃত্ব জানিয়েছেন। সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এই অশান্তির নিন্দা করেন। তিনি স্পষ্ট করে দেন , নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর যারা হিংসাত্মক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনও সাংগঠনিক সম্পর্ক নেই। সভাপতির দাবি , এই অশান্তি আসলে তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ।

তিনি মন্তব্য করেন , বিজেপি একটি সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল এবং এই দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। বাজার থেকে গেরুয়া আবির কিনে গায়ে মেখে নিলেই কেউ রাতারাতি বিজেপি কর্মী হয়ে যায় না বলে তিনি বিরোধীদের কটাক্ষ করেন। এই 'বহিরাগত' দুষ্কৃতীদের কোনওভাবেই রেয়াত করা হবে না বলে তিনি জানান। বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, অশান্তির ঘটনায় যুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। যারা অতীতে বিজেপি কর্মীদের ওপর অত্যাচার করেছে বা ভয় দেখিয়েছে, তাদের কোনোভাবেই দলে স্থান দেওয়া হবে না। তবে তৃণমূলের অন্দরে থেকে যারা দুর্নীতির প্রতিবাদ করেছেন, তারা যদি দলের কাঠামো মেনে যোগাযোগ করেন, তবে আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। তবে বর্তমানে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না বলে প্রশাসনকে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে। দলের ভাবমূর্তি বজায় রাখতে বিজেপি যেকোনো প্ররোচনার বাইরে থাকতে চায় বলে অভিজিৎ তা স্পষ্ট উল্লেখ করেন । অভিজিৎ তা আরও অভিযোগ করেন , দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ মানুষ শাসকদলের অপশাসন ও অত্যাচার সহ্য করেছেন। মানুষ এখন পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন, তাই জনসুরক্ষা নিশ্চিত করা বিজেপির অন্যতম অঙ্গীকার। তিনি ২০২১ সালের নির্বাচন পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, সে সময় বহু বিজেপি কর্মীকে ঘরছাড়া হতে হয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল। সেই লুঠ করা জরিমানার অর্থ অবিলম্বে শাসকদলের অভিযুক্তদের ফেরত দেওয়ার দাবি জানান তিনি। প্রশাসন ও পুলিশের উদ্দেশ্যে তিনি নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিও জোরালো করেছেন, যাতে সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে থাকতে পারেন।

পাঁচ দিন পর নিখোঁজ যুবকের দেহ উদ্ধার

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ অবশেষে পাঁচ দিন পর দামোদর নদে তলিয়ে যাওয়া যুবকের দেহ উদ্ধার হল।গত ১ মে পূর্ব বর্ধমানের দামোদর নদ-এর পাল্লা- ৪ নম্বর ঘাটে পাঁচ বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে এসে স্নান করতে নেমেছিল রাহুল হালদার। তারপর জলে ডুবে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই যুবক। দুদিন ধরে তার খোঁজে জলে নেমে তল্লাশি চালিয়েও খোঁজ মেলেনি। বন্ধুদের আতঙ্ক, চিৎকার, ছুটে আসা স্থানীয় মানুষ;সব মিলিয়ে শুরু হয়েছিল এক মরিয়া খোঁজ। খ বর যায় বাড়িতে, ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় মেমারি থানার পুলিশ। দিনভর চলে তল্লাশি। নামানো হয় ডুবুরি, আকাশে ওড়ে ড্রোন। কিন্তু তাতেও সন্ধান পাওয়া যায় নি। দিন কেটে যায়, আশা ধীরে ধীরে ভাঙতে থাকে। অবশেষে এদিন বিকেলে জামালপুর থানার অন্তর্গত শালারপুর ৯ নম্বর ঘাটে মাঝিদের নজরে আসে জলে ভাসতে থাকা এক দেহ। সময় আর প্রকৃতির নির্মমতায় দেহের অনেকটাই বিকৃত। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ছুটে আসেন মানুষজন , আসে পুলিশ। ড্রোনের সাহায্যে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হয়;এটাই রাহুল। গলায় মালা, হাতে বালা;এই সামান্য চিহ্নই এখন পরিচয়ের শেষ ভরসা। জামালপুর থানার পুলিশ নৌকায় করে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় জামালপুর থানায়। পরে দেহ পাঠানো হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে।

বাইকের ডিকি থেকে উধাও নগদ অর্থ

নয়া জামানা,অন্ডাল ঃ বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত নবগ্রামের বাসিন্দা সঞ্জয় কুমার সৌ তার ছেলের স্কুলের ফিস দেওয়ার জন্য উখরার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে ৩০ হাজার টাকা তুলে বাইকের ডিকির মধ্যে রাখেন। তিনি বলেন ডিকির মধ্যে টাকা রেখে বাজারে যান এবং বাজারে গিয়ে ডিকি খুলে সেখান থেকে ব্যাগ বের করে পাতি লেবু কিনতে গেলে দেখে ন ডিকির মধ্যে থেকে ছোট ব্যাগে রাখা টাকা উধাও। একেবারে দিনের আলো এই জনবসতিপূর্ণ বাজার এলাকা থেকে এভাবে টাকা চুরি হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

ভোট-পরবর্তী হিংসায় জিরো টলারেন্সে পুলিশের- গ্রেপ্তার ২০০

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা , আসানসোল ঃ ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই আসানসোল শহর তথা গোটা শিল্পাঞ্চল জুড়ে উত্তেজনার পারদ ক্রমেই চড়েছে। অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের খবরও সামনে এসেছে।

যার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। এইসব ঘটনায় ২০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত। এমন পরিস্থিতিতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন। গোটা পরিস্থিতি সামাল দিতে একযোগে মাঠে নেমেছে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট, পশ্চিম বর্ধমান জেলা

প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী।বুধবার সকালে আসানসোলে জেলাশাসক কার্যালয়ের এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন আসানসোলের পুলিশ কমিশনার ডাঃ প্রণব কুমার কুমার , জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এস পোন্নাবলম এবং ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর সুনীল কুমার সিং। সেখানে তারা স্পষ্ট বলেন, ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় কোনরকম রেয়াত করা হবে না। জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষকে শান্তি বজায় রাখ ার আহ্বান জানানো হয়েছে। একইসাথে, উস্কানিমূলক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। পুলিশ কমিশনার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ইতিমধ্যেই অশান্তির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে প্রায় ২০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশি টহল ও নজরদারি। জেলাশাসক বলেন , পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে এবং শান্তি বজায় রাখতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 07-05-2026 10:37 Page 9

ভোট পরবর্তী উত্তেজনায় পিংলায় কড়া বার্তা

শান্তি ফেরাতে তৎপর তন্ময় দাস

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ভোট প্রক্রিয়া মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলেও ফল ঘোষণার পর একাধিক এলাকায় উত্তেজনা ও বিচ্ছিন্ন হিংসার ঘটনা সামনে আসছে। এই পরিস্থিতিতে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি তন্ময় দাস পিংলা থানায় পৌঁছে প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান। বৈঠকের পর তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, পুলিশ প্রশাসনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে কাজ করতে হবে। কোথাও অশান্তি বা হিংসার ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করতে হবে। তাঁর অভিযোগ, কিছু অসামাজিক ব্যক্তি দল পরিবর্তনের ভান করে এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় ছড়াচ্ছে। তন্ময় দাস সকল রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে শান্তির বার্তা দেন। তিনি বলেন, ত্রাজনীতি থাকবে, মতভেদও থাকবে, কিন্তু তার জন্য সাধারণ মানুষের ক্ষতি হওয়া উচিত নয়।দ তিনি সকলকে সংযত আচরণ করার আহ্বান জানান এবং অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা এড়াতে বলেন। এছাড়াও তিনি বিশেষভাবে রাতের সময়ে উচ্চস্বরে ডিজে বাজানো, মদ্যপান এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণের বিরুদ্ধে কড়া সতর্কবার্তা দেন। তাঁর মতে, এই ধরনের কাজ সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বিঘ্ন ঘটায় এবং অশান্তির পরিবেশ তৈরি করে। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের জেরে কোনও পরিবার যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেটাই সবার আগে নিশ্চিত করতে হবে। ত্কোনও মায়ের কোল যেন খালি না হয়দ;এই মানবিক বার্তাই তিনি সকলের কাছে পৌঁছে দেন। শেষে তন্ময় দাস জানান, বিজেপি মানুষের পাশে থেকে সমাজের উন্নয়নে কাজ করতে চায় এবং দলীয় কর্মীদেরও শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পিংলায় তৃণমূল ছাড়ার ইঙ্গিত

বিজেপির দিকে ঝুঁকছেন শিবপ্রসাদ

ভরত বেরা, নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা ব্লকের রাজনীতিতে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শিবপ্রসাদ দাস। দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও অভিযোগ সামনে এনে তিনি কার্যত দল থেকে দূরে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। একইসঙ্গে বিজেপির প্রতি তাঁর ইতিবাচক মনোভাব নিয়েও শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। শিবপ্রসাদ দাসের অভিযোগ, পিংলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ সবেরাতি-র বিরুদ্ধে বহুদিন ধরেই দুর্নীতি ও সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের অভিযোগ রয়েছে। তিনি দাবি করেন, তদলের বর্তমান পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে দুর্নীতি ও ভয় দেখানোই প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠেছে।দ এমনকি তিনি পরিস্থিতির তুলনা করেন ভাঙড়ের শেখ শাহজাহান-এর সঙ্গে, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রায় দু'বছর আগে থেকেই এইসব ঘটনার প্রতিবাদে তিনি ও তাঁর অনুগামীরা দল থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর বাড়িতে হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ঘটনার পর বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তন্ময় দাস তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। শিবপ্রসাদ দাস বলেন, তিনি শুধু রাজনৈতিক সৌজন্যই দেখাননি, আমার পরিবারের প্রতিও সম্মান জানিয়েছেন। এই অভিজ্ঞতা আমার কাছে নতুন।

তৃণমূলের সংস্কৃতি নিয়ে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, আগে যে আদর্শের কথা বলা হতো, এখন তার বদলে লুটপাট ও দমননীতিই সামনে আসছে। যদিও তিনি এখনও বিজেপিতে যোগদানের বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানাননি, তবে সমর্থক হিসেবে থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই ঘটনার পর পিংলার রাজনৈতিক মহলে নতুন সমীকরণ তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে।

প্রতিবেশী বিরোধে নৃশংস খুন

চার অভিযুক্তের যাবজ্জীবন সাজা

রাখি গরাই, নয়া জামানা,বাঁকুড়া ঃ প্রতিবেশী বিরোধ থেকে দ্বৈত খুনের ঘটনায় চারজন অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বাঁকুড়া জেলা আদালত। বুধবার অতিরিক্ত জেলা জজ-২ সাম্যজিৎ মুখোপাধ্যায় এই রায় ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে অভিযুক্তদের মোট ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসের। বাঁকুড়া শহরের নতুনচটির বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মথুরামোহন দত্ত এবং তাঁর ছেলে শ্রীধর দত্তকে বাড়ির মধ্যেই নৃশংসভাবে খুন করা হয়। অভিযোগ, প্রতিবেশী রুইদাস পরিবারের সঙ্গে বাড়ির পাঁচিল নির্মাণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল।

সেই বিবাদই ভয়াবহ পরিণতি নেয়। জানা যায়, রুইদাস পরিবার দত্তদের জমির অংশে পাঁচিল নির্মাণ করে, যা পরে আদালতের নির্দেশে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। এই নিয়ে ক্ষোভ থেকেই ২০২৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বিশ্বম্ভর রুইদাস, মহেশ্বর রুইদাস, পিন্টু রুইদাস এবং নমিতা রুইদাস দত্ত পরিবারের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। সেদিন শ্রীধর দত্ত বাড়ি ফেরার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে প্রথমে মারধর শুরু হয়।

তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন তাঁর বাবা মথুরামোহন দত্ত। অভিযোগ, তাঁদের উপর ধারালো অস্ত্র ও লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়। ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হন দু'জনেই। মথুরামোহনের স্ত্রী বাধা দিতে গেলে তাকেও মারধর করা হয়। পরে পুলিশ এসে তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা বাবা ও ছেলেকে মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পর বাঁকুড়া সদর থানায় মামলা রুজু হয় এবং দীর্ঘ তদন্ত ও শুনানির পর আদালত এদিন দোষীদের সাজা ঘোষণা করে। মামলার বিশেষ আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় জানান, সমস্ত তথ্য-প্রমাণ বিচার করেই আদালত এই কঠোর রায় দিয়েছে।

দুয়ারসিনি রোডে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, ট্রাক্টর উল্টে প্রাণ গেল চালকের

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার বোরো থানার অন্তর্গত বারী জাগদা অঞ্চলে এক ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ট্রাক্টর চালকের। বুধবার আনুমানিক দুপুর নাগাদ চৌরঙ্গী মোড় থেকে দুয়ারসিনি মোড় যাওয়ার রাস্তার মাঝে, জাওড়া বালিয়াবাদের একটি বাঁধের সামনে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার খ বর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ও শোকের পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ট্রাক্টরটি স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল। হঠাৎ করে কোনও কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনার সময় চালক শম্ভু শবর (৪০) ট্রাক্টরের নিচে চাপা পড়ে যান এবং ইঞ্জিনের অংশে আটকে যান। আশেপাশের মানুষজন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে উদ্ধার করার

চেষ্টা শুরু করেন, কিন্তু ট্রাক্টরের ভারী গঠন থাকায় তাকে বের করা সহজ ছিল না। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোরো থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয়দের যৌথ প্রচেষ্টায় চালককে উদ্ধার করে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান, হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় মৃতের পরিবারে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া, পাশাপাশি এলাকাবাসীর মধ্যেও উদ্বেগ ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঠিক কী কারণে ট্রাক্টরটি নিয়ন্ত্রণ হারাল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রাস্তা স্তার অবস্থা, বাঁধের পাশের ঢাল এবং চালকের নিয়ন্ত্রণ;সব দিকই তদন্ত করে দেখা হবে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই দুর্ঘটনা আবারও গ্রামীণ এলাকার রাস্তায় নিরাপত্তা ও সতর্কতার গুরুত্বকে সামনে নিয়ে এসেছে। স্থানীয়দের দাবি, ওই রাস্তায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে এমন মর্মান্তিক ঘটনা আর না ঘটে।

ভোটের পর অশান্তি নয়, শান্তির

ডাক-পিংলায় কড়া বার্তা তন্ময় দাসের

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ভোট প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলেও ফল ঘোষণার পর কিছু এলাকায় উত্তেজনা ও হিংসার খবর সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তন্ময় দাস পিংলা থানায় উপস্থিত হয়ে প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি থানার আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে স্পষ্টভাবে জানান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। তন্ময় দাস অভিযোগ করেন, কিছু ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা পরিচয় বদলে বিজেপির নামে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। তারা নিরীহ মানুষের বাড়িতে ভাঙচুর চালাচ্ছে, মারধরের ঘটনাও ঘটছে। তিনি বলেন, রাজনীতি যাই হোক না কেন, কোনও দলের নামেই এই ধরনের হিংসা বরদাস্ত করা হবে না। সব দলের কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বার্তা দেন; এলাকার শান্তি বজায় রাখা সবার দায়িত্ব। তিনি আরও বলেন, কোথাও যেন ডিজে বক্স বাজানো না হয়, রাতে মদ্যপান করে ফিস্ট বা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বন্ধ করতে হবে। এসব থেকেই অশান্তির সৃষ্টি হয়। পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেখানেই এই ধরনের দুষ্কৃতী কার্যকলাপ দেখা যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ যেন না থাকে। তন্ময় দাস বলেন, আমরা চাই না কোনও পরিবারের ক্ষতি হোক। যারা রাজনীতি করে না, তাদের কেন আতঙ্কে থাকতে হবে? বাচ্চাদের সামনে এই ধরনের হিংসার পরিবেশ তৈরি হওয়া খুবই দুঃখজনক। তিনি জোর দিয়ে বলেন, পরিবর্তনের মানে শুধু ক্ষমতা বদল নয়, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করাও জরুরি। শেষে তিনি নিজের দলের কর্মীদেরও সতর্ক করেন;কেউ যেন কোনওভাবেই আইন নিজের হাতে না তুলে নেয়। বিজেপি মানুষের জন্য কাজ করতে এসেছে, সমাজসেবার লক্ষ্য নিয়েই এগোবে। পিংলা থানায় দাঁড়িয়ে তিনি পরিষ্কার বার্তা দেন;শান্তি বজায় রাখুন, হিংসা নয়, উন্নয়নের পথে চলুন।

গোপীবল্লভপুরে শান্তির ডাক, হিংসা

থেকে দূরে থাকার বার্তা বিজেপির

নয়া জামানা , গোপীবল্লভপুর ঃ বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে গোপীবল্লভপুরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানাল বিজেপি নেতৃত্ব। গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি গৌতম পৈড়া এক বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে জানান, এলাকায় সাম্প্রতিক যে হিংসা ও অশান্তির ঘটনা ঘটছে, তার সঙ্গে বিজেপির কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ নেই। তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের 'বি-টিম'-এর কিছু দুষ্কৃতী বিজেপির নাম ব্যবহার করে এলাকায় বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এবং অশান্তির পরিবেশ তৈরি করছে। গৌতম পৈড়ার বক্তব্য, তভারতীয় জনতা পার্টি একটি আদর্শভিত্তিক গণতান্ত্রিক দল। নির্বাচনে জয়-পরাজয় স্বাভাবিক বিষয়, কিন্তু আমরা কখনও হিংসা বা সন্ত্রাসের রাজনীতি করি না এবং করবও না।দ তিনি আরও বলেন, রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন এলেও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখা সবার প্রথম দায়িত্ব। সেই কারণে প্রশাসনকে আগেই সতর্ক করা হয়েছে, যাতে কোনওভাবেই আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, তযে বা যারা হিংসা, দখলদারি বা ভয় দেখানোর রাজনীতিতে যুক্ত, তারা যে দলেরই হোক না কেন, প্রশাসনের উচিত তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।দ এছাড়াও, নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সকল রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের কাছে তিনি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। দলীয় কার্যালয় দখল বা অশান্তি তৈরির মতো ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিও জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।

ক্ষীরপাই পুরভবনে গেরুয়া ছোঁয়া

ভোটের পরেই রং বদল ঘিরে চর্চা

নয়া জামানা , চন্দ্রকোণা ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে রং বদলের ছবি ধরা পড়ল ক্ষীরপাই পুরসভায়। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরের দিনই নীল-সাদা পুরভবনে গেরুয়া রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়, যা ঘিরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক আলোচনা। চন্দ্রকোণা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ক্ষীরপাই পুরসভায় মোট ১০টি ওয়ার্ড রয়েছে। গত পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ৯টি ওয়ার্ড জিতে বোর্ড গঠন করেছিল। তবে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী সুকান্ত দোলই বড় ব্যবধানে জয়ী হন। পাশাপাশি ক্ষীরপাই পুরসভার ৯টি ওয়ার্ডেই বিজেপি এগিয়ে থাকার দাবি করেছে দলীয় নেতৃত্ব। ফল ঘোষণার পরই পুরভবনে বিজেপির পতাকা

উত্তোলন করা হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কাট-আউট লাগানো হয়। মঙ্গলবার সকালে কয়েকজন বিজেপি কর্মী-সমর্থক রঙের বালতি নিয়ে এসে পুরভবনের সামনে তক্ষীরপাই পুরসভাদ লেখাটিতে গেরুয়া রং লাগান। ভবনের সামনের অংশেও নীলের জায়গায় গেরুয়া রঙের ব্যবহার দেখা যায়। চন্দ্রকোণা ৫ নম্বর মণ্ডলের সম্পাদক মনোজ হালদার বলেন, ত্রাজ্যে এখন বিজেপির সরকার। পুরবোর্ড অন্য দলের হলেও আমরা পুরসভার কাজকর্মে নজর রাখব। আগের অনেক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, সেগুলি খতিয়ে দেখা হবে। তাই পুরভবনের রংও পরিবর্তন করা হয়েছে।দ অন্যদিকে, পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী সূর্যকান্ত দোলই এই প্রসঙ্গে সংযত প্রতিক্রিয়া দেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্রে জয়-পরাজয় থাকেই। মানুষ যা রায় দিয়েছেন, তা মেনে নিয়েছি। বাকিটা মানুষই বিচার করবেন। এ বিষয়ে বিজেপি নেতা সুকান্ত দোলই জানান, দলের পক্ষ থেকে এমন কোনও নির্দেশ ছিল না। তাঁর কথায়, তকেউ হয়তো অতিরিক্ত উৎসাহে এই কাজ করেছে। আমাদের মূল লক্ষ্য উন্নয়ন এবং মানুষের জন্য কাজ করা।দ স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশও এই ঘটনাকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাঁদের মতে, রং বদল নয়, এলাকার উন্নয়ন ও পরিষেবা নিশ্চিত করাই এখন সবচেয়ে জরুরি।

এ বার আসল পরিবর্তন-নন্দীগ্রাম থেকে শান্তির বার্তা শুভেন্দুর

নয়া জামানা,নন্দীগ্রাম ঃ বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর নন্দীগ্রামে গিয়ে দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানালেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার সকালে কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাসের মধ্যে তিনি বলেন, তআমি ২০১১-র পরিবর্তনের সঙ্গেও ছিলাম, আর এ বার আসল পরিবর্তনের সঙ্গেও আছি।দ তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারী দু'টি কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং দু'টিতেই উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে জয় পান। ফলে নিয়ম অনুযায়ী একটি আসন ছাড়তে হবে তাঁকে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোন আসন রাখব, তা দলীয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই ঠিক করবে। আমি তাঁদের সিদ্ধান্তই মেনে নেব। আগামী ১০ দিনের মধ্যেই একটি আসন ছাড়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তবে যে আসনই ছাড়ি না কেন, দু'টি জায়গার মানুষের প্রতি আমার দায়িত্ব থাকবে।

তিনি আরও জানান, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় এ বার ভোটের শতাংশ অনেকটাই বেড়েছে। তাঁর দাবি, লোকসভায় আমরা প্রায় ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিলাম, আর এ বার রাজ্য জুড়ে তা বেড়ে প্রায় ৪৬ শতাংশ হয়েছে। আগামী দিনে কাজের মাধ্যমে আমরা আরও মানুষের সমর্থন অর্জন করতে চাই। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বিজেপির ভালো ফলাফলের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও শোনান শুভেন্দু। তিনি বলেন, নন্দীগ্রাম ও হলদিয়ার মধ্যে একটি নতুন সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি মহিষাদলে আধুনিক আবাসিক স্কুল, সোনাচূড়ায় আইটিআই এবং নন্দীগ্রাম এলাকায় কৃষির উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে, যাতে বছরে দু'বার ধান চাষ সম্ভব হয়। এদিন তিনি দলীয় কর্মীদের বিশেষ বার্তা দেন;কোথাও যেন কোনও রকম অশান্তি না হয় এবং বিরোধী দলের কার্যালয়ে হাত না দেওয়া হয়। বিজয় মিছিল নিয়েও সতর্ক করেন তিনি। জানান, প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের পরেই মিছিল করা হবে। আপাতত সকলকে শান্ত থাকার নির্দেশ দেন তিনি।

ফল প্রকাশের পরেও ফাঁকা দিঘা শান্ত

সমুদ্র শহরে মনখারাপ ব্যবসায়ীদের

নয়া জামানা , দিঘা ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উত্তেজনা ও অশান্তির খবর মিললেও বাঙালির প্রিয় সমুদ্র শহর দিঘা রয়ে গেল তুলনামূলক শান্ত। তবে শান্ত পরিবেশের মধ্যেও পর্যটকের অভাব চোখে পড়েছে স্পষ্টভাবে। সাধারণত সপ্তাহের শুরু থেকেই দিঘায় পর্যটকদের আনাগোনা বাড়তে থাকে, কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, সোমবার থেকেই সাধারণত পর্যটকরা আসতে শুরু করেন, অনেকে আবার একদিনের জন্যও ঘুরতে আসেন। কিন্তু ভোটের ফল প্রকাশের পরদিন, মঙ্গলবার দিঘার চেনা ভিড় দেখা যায়নি। হোটেল, রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে ছোটখাটো দোকান;সব জায়গাতেই প্রভাব পড়েছে।

২০২৬ সালের বিধানসভা

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় অশান্তির ঘটনা সামনে এলেও দিঘায় তার বড় প্রভাব পড়েনি। তবুও পরিস্থিতি নিয়ে আশঙ্কার কারণে অনেকেই ভ্রমণ পরিকল্পনা বাতিল করেছেন বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। দিঘা-শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলেন, 'প্রতিবার ভোটের পর রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ভিড় বাড়ে দিঘায়। কিন্তু এ বার পরিস্থিতি কিছুটা আলাদা। রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর সম্ভাব্য অশান্তির আশঙ্কায় অনেকেই আসেননি। তবে গরমের ছুটি শুরু হলে আবার পর্যটকদের সংখ্যা বাড়বে বলেই আশা করছি।' এদিকে, দিঘার কিছু এলাকায় রাজনৈতিক উল্লাসও দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটি দোকানে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, বিজেপির সমর্থকরাই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। যদিও বিজেপি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত ব্যবস্থা নেয় পুলিশ। সব মিলিয়ে, শান্ত পরিবেশ থাকলেও পর্যটকের অভাবে দিঘার ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি নেই। এখন তাঁদের একটাই আশা;গরমের ছুটিতে আবার ভিড় ফিরুক সমুদ্র শহরে।

'মন্ত্রীকে হারানোর আলাদা

স্বাদ'-বিনপুরে জিতে বার্তা প্রণত টুডুর

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বড় জয় পেয়ে আত্মবিশ্বাসী সুরে মন্তব্য করলেন বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু। তিনি বলেন, অমন্ত্রীকে হারানোর টেস্টই আলাদা,দ যা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। সোমবার ভোটগণনার শুরু থেকেই তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন বনমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদার থেকে এগিয়ে ছিলেন প্রণত। রাউন্ড যত এগিয়েছে, ততই ব্যবধান বেড়েছে। শেষ পর্যন্ত ২২ রাউন্ড গণনা শেষে ২২,৯৭৭ ভোটে বিরবাহাকে পরাজিত করে জয় ছিনিয়ে নেন তিনি। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে তৃণমূলে যোগ দিয়ে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র থেকে জিতে মন্ত্রী হয়েছিলেন বিরবাহা হাঁসদা। পরে

তাঁকে বন দপ্তর এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ বার তাঁকে ঝাড়গ্রামের বদলে বিনপুর কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়। প্রচারে তিনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত ফল তাঁর পক্ষে যায়নি। অন্যদিকে, প্রণত টুডু গোটা নির্বাচনে গ্রামভিত্তিক জনসংযোগে জোর দেন। ভোটের পর বুথ ফেরত সমীক্ষায় দুই পক্ষই জয়ের দাবি করলেও, শেষ হাসি হাসেন প্রণতই। জয়ের পর তিনি বলেন, এই ফল মানুষের রায়। দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনা, সমস্যা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষ ভোট দিয়েছেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, মন্ত্রী থাকাকালীন এলাকায় উন্নয়নের কাজ যথেষ্ট হয়নি। হাতির উপদ্রবের সমস্যাও সমাধান হয়নি, বরং সেই সময়েই সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে প্রণত জানান, বেলপাহাড়ি এলাকায় পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলা হবে এবং স্থানীয়দের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে। তাঁর দাবি, এলাকার মানুষকে আর বাইরে কাজের খোঁজে যেতে হবে না, সেই লক্ষ্যে কাজ করব। এই বিষয়ে বিরবাহা হাঁসদা কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

'অনেক সহ্য করেছি'- নন্দীগ্রাম থেকে

মামলা রিওপেনের বার্তা শুভেন্দুর

নয়া জামানা , নন্দীগ্রাম ঃ বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সাফল্যের পর প্রথমবার নন্দীগ্রামের মাটিতে পা রেখে কড়া বার্তা দিলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার নন্দীগ্রামে এক সভায় উপস্থিত হয়ে তিনি একদিকে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান, অন্যদিকে আইনি পথে পুরনো মামলাগুলি পুনরায় খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। সভামঞ্চ থেকে শুভেন্দু বলেন, তঅনেক সহ্য করেছি। তবে কেউ আইন নিজের হাতে নেবেন না। আগামী দিনে সরকার গঠিত হলে আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি মামলা রিওপেন করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।দ তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এদিন

নন্দীগ্রামে শুভেন্দুকে ঘিরে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। কর্মী-সমর্থকরা আবির খেলা ও মিষ্টিমুখের মাধ্যমে তাঁকে সংবর্ধনা জানান। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি নন্দীগ্রামের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং রাজনৈতিক হিংসায় নিহত দলীয় কর্মীদের স্মরণ করেন। শুভেন্দু অতীতের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে অভিযোগ করেন, তাঁকে একসময় নন্দীগ্রামে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছিল এবং একাধিক প্রশাসনিক চাপের মুখে পড়তে হয়েছিল। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'ওরা যা করেছে, আপনারা তা করবেন না। শান্তি বজায় রাখুন এবং উন্নয়নের পথে এগোন।' কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, বিরোধী দলের কার্যালয়ে হাত না দেওয়া এবং কোনও রকম উত্তেজনায় না জড়ানো। তাঁর দাবি, উন্নয়ন ও কাজের মাধ্যমেই মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে। এদিন তিনি নন্দীগ্রাম-হলদিয়া সংযোগকারী সেতু, আইটিআই কলেজ ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের আশ্বাসও দেন। পাশাপাশি জানান, তিনি দুই কেন্দ্র থেকে জয়ী হওয়ায় দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি আসন ছাড়বেন, তবে দুই এলাকার মানুষের সঙ্গেই তিনি যুক্ত থাকবেন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 07-05-2026 10:37 Page 10

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

ভোটের পর হিংসা নয়, শান্তির বার্তা- কড়া অবস্থানে সুন্দরবন পুলিশের এসপি

গোপাল শীল, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ভোট মিটতেই অনেক জায়গায় উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হলেও হিংসা রুখতে এবার কড়া বার্তা দিল সুন্দরবন পুলিশ জেলা। বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে সুন্দরবনের পুলিশ সুপার বিশ্ব চাঁদ ঠাকুর সাধারণ মানুষকে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানান। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ভোট পরবর্তী হিংসা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না এবং কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ সুপার জানান, পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে ইতিমধ্যেই পুলিশ ও সিআরপিএফ যৌথভাবে টহল দিচ্ছে।

সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এবং সবাই মিলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার উপর জোর দেন। বিশ্ব চাঁদ ঠাকুর আরও বলেন, ‘গণতন্ত্রে ভোট একটি উৎসব। সেই উৎসবের পর হিংসা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করছি, গুজবে কান না দিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।’ তিনি আশ্বাস দেন, কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং প্রয়োজন হলে আরও বাহিনী মোতায়েন করা হবে। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলেই জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে, ভোট পরবর্তী অশান্তির আশঙ্কা থাকলেও সুন্দরবন পুলিশ জেলা কঠোর অবস্থান নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে তৎপর।

পালাবদলের পরই অ্যাকশন, অস্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার পূজালির কাউন্সিলার

নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরেই সক্রিয় হয়ে উঠল পুলিশ। বহুদিনের পুরোনো অস্ত্র আইনের মামলায় গ্রেপ্তার করা হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার পূজালি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার শেখ আমিরুল ইসলামকে। মঙ্গলবার রাতে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বুধবার তাঁকে আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করার আবেদন জানাবে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর বিমানবন্দরে ফ্লাইট ধরতে আসেন আমিরুল। সেই সময় ব্যাগ স্ক্যানিংয়ের সময় তাঁর লাগেজ থেকে একটি খালি ম্যাগাজিন এবং ৬ রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়।

ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালেও তখন অভিযুক্ত দাবি করেন, এই অস্ত্র সামগ্রী রাখার জন্য তাঁর কাছে বৈধ লাইসেন্স রয়েছে। তিনি লাইসেন্স জমা দেওয়ার জন্য কিছু সময় চান। জনপ্রতিনিধি হওয়ায় পুলিশ তাঁকে সাত দিনের সময় দিয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও বৈধ নথি জমা দেননি বলে অভিযোগ। এরপরই অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়। তবে এতদিন তাঁকে গ্রেপ্তার না করার কারণ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে। উল্লেখ্য, পূজালি পুরসভা বজবজ বিধানসভা এবং ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। সাম্প্রতিক নির্বাচনে রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের ফল খারাপ হলেও বজবজে জয় পেয়েছেন প্রার্থী অশোককুমার দেব। এই পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তারির ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে।

বছর পর বারুইপুরে লাল ঝান্ডার প্রত্যাবর্তন

ফের দখলে সিপিএম অফিস

নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দীর্ঘ ১৩ বছর পর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পশ্চিমে নিজেদের পুরনো পার্টি অফিস ফের দখলে পেল সিপিএম। বুধবার কাছারি বাজার সংলগ্ন ওই কার্যালয়ে আবারও উড়ল লাল ঝান্ডা, যা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ২০১৩ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ওই অফিসটি দখল করে নেয় বলে অভিযোগ ছিল সিপিএমের। এরপর টানা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কার্যালয়টি তৃণমূলের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের আবহে মঙ্গলবার রাতেই সিপিএম কর্মীরা সেই অফিস পুনর্দখল করে বলে দাবি। বারুইপুর পশ্চিমের সিপিএম প্রার্থী লায়েক আলি বলেন, তআমরা দখলের রাজনীতি করি না। এটি আমাদের বহু পুরনো পার্টি অফিস, যা জোর করে নেওয়া হয়েছিল। আমরা শুধু

আমাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে নিয়েছি।দ তিনি আরও জানান, অফিসের ভিতরে থাকা তৃণমূলের পতাকা, ব্যানার ও কাগজপত্র আলাদা করে গুছিয়ে রাখা হয়েছে এবং তাদের নিতে জানানো হয়েছিল, যদিও কেউ আসেনি। এদিকে, জেলার অন্যান্য অংশে ভিন্ন চিত্র দেখা যাচ্ছে। বারুইপুর, সোনারপুর ও কুলতলির বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের পার্টি অফিসে বিজেপির পতাকা লাগানোর অভিযোগ উঠেছে। কোথাও কোথাও ভাঙচুরের ঘটনাও সামনে এসেছে। যদিও বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, এ ধরনের কাজ তারা সমর্থন করে না। পুলিশ প্রশাসনও কঠোর অবস্থান নিয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে এলাকায়।

ছাঁকনি হাতে বিজেপির অভিনব প্রতিবাদ, ‘দলছাঁটাই’ বার্তায় চাঞ্চল্য অশোকনগরে

নয়া জামানা,অশোকনগর ঃ হাতে চায়ের ছাঁকনি, মাথায় গেরুয়া আবির;এই অদ্ভুত সাজেই রাস্তায় নামলেন বিজেপি কর্মীরা। মঙ্গলবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর চৌরঙ্গী মোড় এলাকায় এমন অভিনব প্রতিবাদে চমকে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। সাধারণ মিছিল নয়, বরং প্রতীকের মাধ্যমে বার্তা দেওয়ার এই উদ্যোগ ঘিরে তৈরি হয়েছে কৌতূহল। রাজ্যে নতুন করে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। আগামী ২৫ বৈশাখে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী -র ঘোষণার পর রাজনৈতিক আবহ আরও উত্তপ্ত। তার মাঝেই এই ‘ছাঁকনি প্রতিবাদ’ বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিজেপি কর্মীদের দাবি, রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি, ভাঙচুর ও দখলদারির ঘটনা বেড়েছে। অভিযোগ, অন্য দল থেকে রাতারাতি বিজেপিতে যোগ দেওয়া কিছু লোকই এই অশান্তির সঙ্গে জড়িত।

দলের পুরনো কর্মীদের পাশ কাটিয়ে নতুনদের এই ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে তৃণমূলের প্রাক্তন সমর্থকদের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে অংশ নেওয়া কর্মীরা জানান, ছাঁকনি দিয়ে যেমন অপ্রয়োজনীয় জিনিস বাদ দেওয়া হয়, তেমনই দলে হঠাৎ ঢুকে পড়া অসৎ উদ্দেশ্যের লোকদের চিহ্নিত করার বার্তা দিতেই এই প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে।দ তাঁদের দাবি, দলের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং বিশৃঙ্খলা রুখতেই এই উদ্যোগ। এদিনের মিছিলে স্থানীয় নেতৃত্বও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জানান, বিষয়টি নিয়ে জয়ী বিধায়কের মাধ্যমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, হাবরা এলাকাতেও দলবদল ঘিরে উত্তেজনা বাড়ছে। নির্বাচনে পরাজয়ের পর বহু তৃণমূল সমর্থক বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বলে অভিযোগ।

তাঁদের একাংশ বিজেপির পতাকা হাতে নিয়ে পার্টি অফিস দখল ও অশান্তি ছড়াচ্ছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। তবে বিজেপির দাবি, প্রকৃত কর্মীরা এতে জড়িত নন, এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ফকির চাঁদ কলেজে গেরুয়া পতাকা, জয় শ্রীরাম স্লোগানে সরগরম ক্যাম্পাস

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগন ঃ ডায়মন্ড হারবারের ফকির চাঁদ কলেজে হঠাৎই চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরি হলো। দীর্ঘদিন পর কলেজ চত্বরে উঠলো গেরুয়া পতাকা, আর তার সঙ্গে জয় শ্রীরাম ও এবিভিপি জিন্দাবাদ স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠলো গোটা ক্যাম্পাস। ছাত্র সংসদের সামনে পূর্বের সমস্ত পতাকা সরিয়ে নিজেদের উপস্থিতি জোরালো করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। এবিভিপি নেতৃত্বের দাবি, বহুদিন ধরেই কলেজের ছাত্র সংসদে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছিল না। বহিরাগত রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা নানা

সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। তাঁদের অভিযোগ, কলেজে নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে নানা অপ্রাসঙ্গিক কাজ করানো হতো, যা শিক্ষার পরিবেশকে ব্যাহত করত। এই অবস্থার পরিবর্তন আনতেই এবিভিপি ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করে এবং কলেজ প্রাঙ্গণে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করে। তাঁদের বক্তব্য, কলেজে পড়াশোনার সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনাই প্রধান লক্ষ্য। পাশাপাশি, তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন করার দাবি জানাতে চলেছে কলেজের অধ্যক্ষের কাছে। এবিভিপি নেতা বিক্রম প্রামানিক বলেন, তআমরা চাই কলেজে ছাত্রদের অধিকার ফিরুক এবং কোনো রাজনৈতিক চাপ ছাড়াই পড়াশোনা করার পরিবেশ তৈরি হোক।দ অন্যদিকে, সায়ন মন্ডলও একই সুরে বলেন, ছাত্র সংসদকে প্রকৃত ছাত্রদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই এই পদক্ষেপ। সব মিলিয়ে, ডায়মন্ড হারবারের এই কলেজে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াল বলে মনে করছেন অনেকেই।

ক্যানিং পশ্চিমে দখল ঘিরে তাণ্ডব

পুলিশ গাড়ি ভাঙচুর আটক ২০

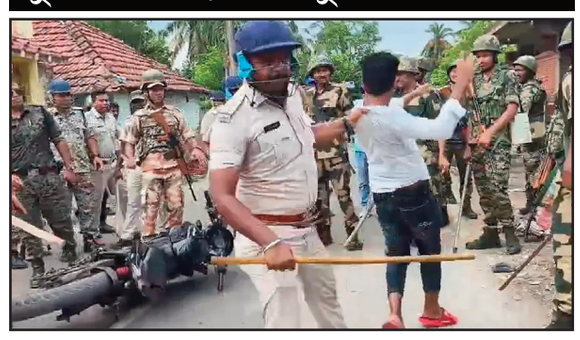

নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ নির্বাচন মিটতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিমে উত্তেজনা চরমে উঠল। বুধবার সকালে নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাখালতলা এলাকায় পঞ্চায়েত দখলকে কেন্দ্র করে ব্যাপক অশান্তির অভিযোগ সামনে আসে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে পুলিশের গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতারাতি দলবদল করা এক স্থানীয় নেত্রীর নেতৃত্বে এলাকায় তাণ্ডব চালানো হয়। অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর এবং ভয় দেখানোর ঘটনা ঘটে। সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাদের ওপরও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। কয়েকটি পুলিশ গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এরপরই বড় পুলিশবাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। যৌথ বাহিনী এলাকায় তল্লাশি ও ধরপাকড় অভিযান শুরু করে। এখনও পর্যন্ত অন্তত ২০ জনকে আটক করা হয়েছে বলে জানা গেছে, যার মধ্যে ‘বেবি’ নামে পরিচিত এক অভিযুক্তও রয়েছে। উল্লেখ যোগ্যভাবে, এর আগের দিন নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সালাউদ্দিন সর্দারের অফিস থেকে বেশ কিছু ধারালো অস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরেই সালাউদ্দিনের সঙ্গে ‘বেবি’-র রাজনৈতিক বিরোধ চলছিল। প্রশাসনের মতে, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর সেই পুরনো দ্বন্দ্বই নতুন করে অশান্তির রূপ নিয়েছে। পুরো ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ সতর্ক রয়েছে এবং নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

ঘুটিয়ারী শরীফে উত্তেজনা, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর-আহত একাধিক পুলিশকর্মী

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের ঘুটিয়ারী শরীফের নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দখলকে কেন্দ্র করে হঠাৎই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাজনৈতিক টানাপোড়েনের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়, যা দ্রুত সংঘর্ষের রূপ নেয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ঘুটিয়ারী শরীফ থানার পুলিশ। অভিযোগ, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাতেই উত্তেজিত জনতার একাংশ পুলিশের ওপর চড়াও হয়।

শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি ও মারধর। এই ঘটনায় একাধিক পুলিশকর্মী আহত হন বলে জানা গেছে। শুধু তাই নয়, দুষ্কৃতীদের হামলায় পুলিশের গাড়িও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ঘটনার পরপরই এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে এবং টহল জোরদার করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত শান্তি ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

রাজনৈতিক টানাপোড়েনে মানবিক ছবি- প্রাক্তন তৃণমূল নেতার পাশে বিজেপি প্রার্থী

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা,ডায়মন্ড হারবার ঃ ডায়মন্ড হারবারে ভোট পরবর্তী উত্তেজনার মাঝেই সামনে এল এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে এক প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মঙ্গলবার গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী আচমকা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। বাড়ির দরজা-জানালা ভেঙে ফেলা হয়, আসবাবপত্র নষ্ট করা হয় এবং পরিবারের সদস্যদের হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের সকলেই। বুধবার সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি প্রার্থী দীপক কুমার হালদার। তিনি আক্রান্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে তাঁর এই পদক্ষেপ এলাকায় আলাদা করে নজর কেড়েছে। উপস্থিত অনেকেই এই ঘটনাকে মানবিকতার নজির হিসেবে

দেখছেন। সাংবাদিকদের সামনে দীপকবাবু জানান, এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর দাবি, ভোটের ফলের পর অনেকেই দল বদল করে বিজেপির নাম ব্যবহার করছে এবং তারাই এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। তিনি দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তির দাবি জানান। অন্যদিকে, প্রাক্তন কাউন্সিলর আবেগে ভেঙে পড়েন এবং বিজেপি প্রার্থীকে জড়িয়ে ধরেন। এই দৃশ্য উপস্থিত মানুষকে স্পর্শ করে। তবে ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। তৃণমূলের একাংশ বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেও বিজেপি তা অস্বীকার করেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং এলাকায় টহল বাড়ানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত শান্তি ফেরানোর দাবি জানিয়েছেন। সব মিলিয়ে, উত্তেজনার মাঝেও এই ঘটনা মানবিকতার এক ভিন্ন বার্তা দিল।

ডায়মন্ড হারবার পৌরসভায় তালা-কাণ্ড! বিজেপির পাল্টা অভিযোগে তৃণমূলকে নিশানা

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ডায়মন্ড হারবার পৌরসভায় হঠাৎ করেই চাঞ্চল্য ছড়ায়, যখন দেখা যায় পৌরসভার প্রতিটি গেটে তালা ঝুলছে। অভিযোগ, একদল দুষ্কৃতী পরিকল্পিতভাবে এই কাজ করেছে। ফলে সকাল থেকেই সমস্যায় পড়েন পৌরসভার কর্মীরা। কাজকর্ম সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং সাধারণ পরিষেবাও ব্যাহত হয়। এই পরিস্থিতিতে পৌরসভার কর্মীরা সাহায্যের জন্য স্থানীয় বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদারের শরণাপন্ন হন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান তিনি।

উপস্থিত থেকে কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তালা ভেঙে পৌরসভায় ঢোকার ব্যবস্থা করেন। এরপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, যারা এতদিন তৃণমূল করত, তারাই এখন গেরুয়া কাপড় বেঁধে ও কপালে তিলক কেটে বিজেপির ছদ্মবেশে এই ধরনের নাশকতা চালাচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই; বিজেপিকে বদনাম করা এবং এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করা। দীপক হালদার বলেন, তআমরা চাই এলাকায় শান্তি বজায় থাকুক। যারা এই কাজ করেছে, তাদের দ্রুত চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হোক।দ তিনি পুলিশ প্রশাসনের কাছে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানান। এদিকে, তালা ভেঙে কাজে ফিরতে পেরে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন পৌরসভার কর্মীরা।

তাদের বক্তব্য, এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে যেন আর না ঘটে, সে দিকে প্রশাসনকে নজর দিতে হবে।

বারুইপুরে বিরল দৃশ্য-তৃণমূলের অফিস খুলে দিলেন বিজেপি প্রার্থী

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে বারুইপুরে দেখা গেল এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। দুষ্কৃতীদের দখলে চলে যাওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক পার্টি অফিসের তালা খুলে সেগুলি ফের তৃণমূল কর্মীদের হাতে তুলে দিলেন বারুইপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ পাল।

ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিশ্বজিৎ পাল জানান, বিজেপি একটি শান্তি ও শৃঙ্খলাপরায়ণ দল এবং এই ধরনের ভাঙচুর বা দখলদারির রাজনীতিতে তারা বিশ্বাসী নয়। তাঁর দাবি, বারুইপুরে যে সমস্ত পার্টি অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও তালা লাগানোর ঘটনা ঘটেছে, তা বিজেপির প্রকৃত কর্মীদের কাজ নয়। তিনি অভিযোগ করেন, কিছু অসাধু ব্যক্তি হঠাৎ করে

তৃণমূল থেকে এসে বিজেপির পতাকা ব্যবহার করে এবং গেরুয়া রঙ মেখে এই ধরনের অপ্রীতিকর কাজ করছে, যাতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। তিনি আরও বলেন, এই ধরনের কাজ যারা করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। রাজনৈতিক মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু হিংসা বা দখলদারি কখনও সমাধান নয়। এরপর তিনি নিজেই তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে একাধিক পার্টি অফিসের তালা ভেঙে দেন এবং সেগুলি পুনরায় তৃণমূলের দখলে ফিরিয়ে দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই এটিকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন, আবার কেউ কেউ এর পেছনে রাজনৈতিক কৌশল খুঁজছেন।

ভাঙড়ে উত্তেজনা অব্যাহত শান্তির ডাক নওশাদের

নয়া জামানা,ভাঙড় ঃ ভাঙড়ে রাজনৈতিক অশান্তি থামার নাম নেই। নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে একের পর এক হিংসার অভিযোগ সামনে আসছে। এই অবস্থায় আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকি কর্মী-সমর্থকদের শান্ত থাকার বার্তা দিয়েছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, কোনও রকম অশান্তিতে না জড়াতে। তবে মাটির চিত্র কিন্তু অন্য কথাই বলছে। অভিযোগ উঠেছে, ভাঙড়, ক্যানিং ও সোনারপুরের বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি ও আইএসএফ কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় দখল ও ভাঙচুর চালাচ্ছে। ক্যানিং পূর্বে তৃণমূল প্রার্থী বাহারুল ইসলাম জয়ী হলেও, জীবনতলায় শওকত মোল্লার কার্যালয় এবং তাঁর ফ্যান ক্লাব দখল করে নেয় আইএসএফ সমর্থকরা। এই বিষয়ে শওকত মোল্লার প্রতিক্রিয়া মেলেনি, কারণ তাঁর ফোন বন্ধ ছিল। মঙ্গলবার নিমকুড়িয়া গ্রামে একটি তৃণমূল সমর্থক পরিবারের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে। জানা গেছে, বাড়ি থেকে দলীয় পতাকা না খোলার

কারণে ৫০-৬০ জনের একটি দল বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালায় এবং মারধর করে। গুরুতর জখম হন হাকিম আলি মোল্লা, তাঁর স্ত্রী আয়েশা বিবি ও ছেলে ফরিদ আলি। আরও এক ছেলের হাতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও শাঁকশহর ও চালতাবেড়িয়া এলাকায় একাধিক বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। কাঁঠালিয়া বাসস্ট্যান্ডে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। নিউ টাউন সংলগ্ন হাতিশালা, কুলবেড়িয়া ও জিরানগাছাতেও তৃণমূল কার্যালয় দখলের অভিযোগ উঠেছে। সব মিলিয়ে ভাঙড়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে, যদিও নেতৃত্বের তরফে শান্তির বার্তা দেওয়া হচ্ছে।

দৈনিক নয়া জামানা
পত্রিকা নিয়মিত
পড়ুন ও পড়ান

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 07-05-2026 10:37 Page 11

হরেকরকম

নয়া জামানা

১ থেকে ৮ মে ২০২৬
কেমন যাবে ?
রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

কম খরচে স্বপ্নের সফর
পরিকল্পনাতেই আরামদায়ক ভ্রমণ

নয়া জামানা ঃ ভ্রমণের ইচ্ছে অনেকেরই থাকে; কখনও পাহাড়, কখনও সমুদ্র, আবার কখনও গভীর অরণ্যের টানে মন ছুটে যেতে চায় অজানার পথে। কিন্তু সেই ইচ্ছের মাঝেই বাধা হয়ে দাঁড়ায় একটাই বিষয়;খরচ। ট্রেন বা বিমানের টিকিট, থাকার ব্যবস্থা, খাওয়া-দাওয়া, স্থানীয় যাতায়াত;সব মিলিয়ে বাজেটের হিসেব এলোমেলো হয়ে গেলে অনেক সময়ই ভেস্তে যায় ভ্রমণের পরিকল্পনা। ফলে দূরে কোথাও যাওয়ার স্বপ্ন মাঝপথেই থেমে যায়। তবে একটু সচেতনতা ও পরিকল্পনা থাকলেই কম খরচে আরামদায়ক ভ্রমণ সম্ভব।ভ্রমণের পরিকল্পনা করার আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বাজেট নির্ধারণ। অনেকেই আগে গন্তব্য ঠিক করেন, তারপর খরচের হিসেব করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। তার বদলে আগে ঠিক করুন, আপনি কত টাকা খরচ করতে পারবেন। সেই অনুযায়ী গন্তব্য, যাতায়াত ও থাকার ব্যবস্থা বেছে নিন। এতে অপ্রয়োজনীয় খরচের চাপ কমবে এবং পরিকল্পনাও বাস্তবসম্মত হবে।আগেভাগে ট্রেন বা বিমানের টিকিট কেটে রাখলে অনেক সময় কম দামে পাওয়া যায়। একইভাবে, হোটেল বা থাকার জায়গাও আগে বুক করলে ভালো অফার পাওয়া সম্ভব। ভ্রমণের সময় স্থানীয় দর্শনীয় স্থান ঘোরার জন্য আলাদা করে গাড়ি বুক করার বদলে শেয়ার গাড়ি বা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করলে খরচ অনেকটাই কমে। পাশাপাশি, কাছাকাছি জায়গাগুলি বেছে নিলে যাতায়াতের

খরচ ও সময়;দুইই সাশ্রয় হয়।
ভ্রমণের সময় কম জিনিসপত্র সঙ্গে নেওয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অপ্রয়োজনীয় জিনিস ব্যাগে ভরে নিলে তা শুধু বহন করাই কষ্টকর নয়, অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চার্জও গুনতে হতে পারে। তাই প্রয়োজনীয় জিনিসই সঙ্গে রাখুন, এতে ভ্রমণ হবে অনেক স্বচ্ছন্দ।থাকার ক্ষেত্রে ব্যয় কমাতে হোটেলের বিকল্প হিসেবে হোস্টেল, হোমস্টে বা গেস্টহাউস বেছে নেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে এই ধরনের থাকার জায়গাগুলি বেশ জনপ্রিয় এবং তুলনামূলকভাবে সস্তাও। একইভাবে, খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রেও বড় রেস্তোরাঁর পরিবর্তে স্থানীয় খাবারের দোকান বেছে নিলে কম খরচে ভালো মানের খাবার পাওয়া যায়। এতে স্থানীয় সংস্কৃতির স্বাদও নেওয়া সম্ভব।ভ্রমণে গিয়ে অযথা কেনাকাটা থেকে বিরত থাকাও জরুরি। অনেক সময় আবেগের বশে অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনে ফেলা হয়, যা পরে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে দীর্ঘ ভ্রমণে ভারী ব্যাগ বহন করা বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।সর্বোপরি, সঠিক পরিকল্পনা ও সচেতনতা থাকলে কম খরচেও সুন্দর ও উপভোগ্য ভ্রমণ করা সম্ভব। তাই বাজেটের মধ্যে থেকেই স্মরণীয় ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করুন।

কান চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলার প্রতিনিধিত্ব,
প্রযোজনায় নতুন ভূমিকায় পার্নো মিত্র

নয়া জামানা ঃ অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতিতে সক্রিয় উপস্থিতির পর এবার প্রযোজনার জগতে নতুন অধ্যায় শুরু করলেন পার্নো মিত্র। তাঁর কার্যনির্বাহী প্রযোজনায় নির্মিত তথ্যচিত্র জায়গা করে নিয়েছে বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ কান চলচ্চিত্র উৎসব-এ। শনিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া মাধ্যমে এই সুখবর জানিয়েছেন অভিনেত্রী।
ট্যাবারনাকল স্ট্রিট ফিল্মস এবং আদ্যা ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত এই তথ্যচিত্রটির পরিচালনা করেছেন শ্রীময়ী চক্রবর্তী। প্রযোজনায় রয়েছেন শ্রীময়ী চক্রবর্তী ও ওম সিংহ, আর কার্যনির্বাহী প্রযোজকের ভূমিকায় পার্নো মিত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন রুশা বসু। এছাড়াও ছবির সঙ্গে যুক্ত রাধিকা পিরামল এবং নীরজ চুড়ি।
ছবির বিষয়বস্তু গ্রামীণ বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। দুই সাঁওতাল নারী;অঙ্কিতা ও বিনুর জীবনসংগ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই তথ্যচিত্র। তাঁদের জীবিকা মহুয়া তৈরি

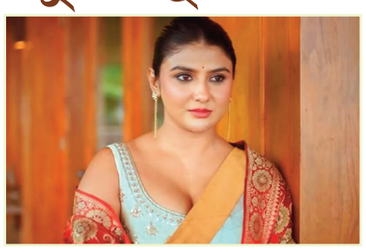

ও বিক্রির সঙ্গে যুক্ত। তবে কেবল জীবিকার গল্প নয়, তাঁদের ব্যক্তিগত স্বপ্ন, পরিচয় সংকট এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াইও উঠে এসেছে এই ছবিতে। বিশেষত, তাঁদের একজনের পুরুষ হিসেবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা এই ডকুমেন্টারিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। ফলে এটি শুধু একটি তথ্যচিত্র নয়, বরং প্রান্তিক জীবনের এক সংবেদনশীল দলিল।
পরিচালক শ্রীময়ী চক্রবর্তী নিজেও এক অনুপ্রেরণার নাম। ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করে ফিরে আসা এই নির্মাতা বর্তমানে লন্ডনে দুটি রেস্তরাঁ পরিচালনা করেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতাও এই ছবির নির্মাণে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করছেন অনেকে।এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত পার্নো মিত্র বলেন, তঐই ছবিতে সংগ্রামের এক বাস্তব চিত্র ফুটে উঠবে। যেকোনও ভালো কাজের সঙ্গে থাকতে চাই। এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি গর্বিত ও আবেগাপ্লুত। এখন কানের মঞ্চে ছবিটি প্রদর্শনের অপেক্ষায় আছি।উল্লেখযোগ্য, আন্তর্জাতিক এই উৎসবে এর আগেও টলিউডের উপস্থিতি নজর কেড়েছে। ২০১১ সালে পাওলি দাম শ্রীলঙ্কার পরিচালক বিমুক্তি জয়সুন্দর পরিচালিত ছত্রাক ছবির জন্য কানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর লালপাড় সাদা শাড়ির রেড কার্পেট উপস্থিতি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০২২ সালে তাঁর অভিনীত ছাদ ছবিটিও সেখানে প্রদর্শিত হয়, যদিও সে বছর তিনি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

নজরে INSTA

রাইমা

পুজা

নুসরাত

সুদীপ্তা

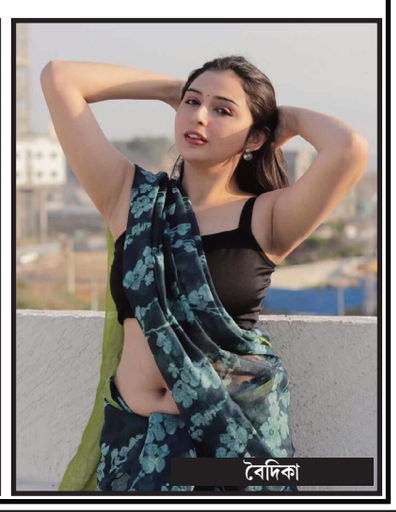
বৈদিকা

রজোনিবৃত্তির প্রস্তুতি
চল্লিশের পর মহিলাদের জন্য তিন জরুরি সাপ্লিমেন্ট

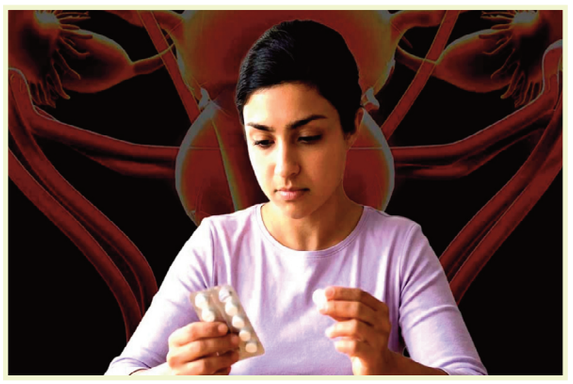

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ নারীদের জীবনে একটি স্বাভাবিক জৈবিক পর্ব হল রজোনিবৃত্তি বা মেনোপজ। যেমন একটি নির্দিষ্ট বয়সে ঋতুচক্র শুরু হয়, তেমনই নির্দিষ্ট সময়ের পর তা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি একদিনে ঘটে না; বরং তিনটি ধাপে সম্পূর্ণ হয়; পেরিমেনোপজ, মেনোপজ এবং পোস্টমেনোপজ। বিশেষত পেরিমেনোপজ পর্যায়ে শরীর ও মনের উপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়।
এই সময়ে হরমোনের ওঠানামার কারণে মহিলাদের মধ্যে নানা শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা কমে যাওয়ায় হট ফ্ল্যাশ, অনিদ্রা, মেজাজের অস্থিরতা, অবসাদ, এমনকি 'ব্রেন ফগ'-এর মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি, হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়া, পেশিশক্তি হ্রাস পাওয়া বা জয়েন্টে ব্যথার মতো সমস্যাও দেখা দেয়। ফলে চল্লিশ পেরোনোর পর থেকেই এই পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কিছু নির্দিষ্ট সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করলে এই পর্বের সমস্যাগুলি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। দেশের একটি শীর্ষ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ করে তিনটি সাপ্লিমেন্ট নিয়ম মেনে গ্রহণ করলে অনিদ্রা, হট ফ্ল্যাশ, স্মৃতিভ্রংশ বা মানসিক ক্লান্তির মতো উপসর্গ কমানো যেতে পারে।
প্রথমত, ম্যাগনেশিয়াম সাইট্রেট বা গ্লাইসিনেট। এই খনিজ উপাদানটি শরীরের বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষণা অনুযায়ী, এটি ঘুমের মান উন্নত করতে সাহায্য করে এবং অনিদ্রার সমস্যা কমাতে কার্যকর। পাশাপাশি, রজোনিবৃত্তির পর হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি বা অস্টিয়োপোরোসিস প্রতিরোধেও ম্যাগনেশিয়াম সহায়ক হতে পারে। স্মৃতিশক্তি হ্রাস বা মানসিক বিভ্রান্তির ঝুঁকি কমাতেও এটি ভূমিকা রাখে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।
দ্বিতীয়ত, ক্রিয়েটিন সাপ্লিমেন্ট। পেরিমেনোপজ পর্যায়ে পেশিশক্তি ধীরে ধীরে কমে যায় এবং হাড়ের ঘনত্বও হ্রাস পেতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে ক্রিয়েটিন পেশির শক্তি বজায় রাখতে সহায়তা করে। পাশাপাশি, হরমোনগত পরিবর্তনের ফলে যে মানসিক অবসাদ বা মেজাজের অস্থিরতা তৈরি হয়, তা কমাতেও এটি কার্যকর হতে পারে। স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ বৃদ্ধিতেও ক্রিয়েটিনের ভূমিকা রয়েছে বলে বিভিন্ন গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।
তৃতীয়ত, কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট। ত্বক, চুল এবং হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য কোলাজেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রজোনিবৃত্তির পর শরীরে কোলাজেনের মাত্রা কমে যায়, যার ফলে ত্বক শুষ্ক ও ঢিলে হয়ে পড়তে পারে এবং অস্থিসন্ধিতে ব্যথা বাড়তে পারে। কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি করতে এবং জয়েন্টের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করতে পারে। পাশাপাশি, ত্বক ও চুলের সুস্থতা বজায় রাখতেও এটি উপকারী।
অনেকেই রজোনিবৃত্তির উপসর্গ কমাতে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির দিকে ঝোঁকেন। তবে এই চিকিৎসা সব ক্ষেত্রে উপযোগী নয় এবং ব্যয়সাপেক্ষও হতে পারে। সে তুলনায় সঠিক ডোজে এবং চিকিৎসকের পরামর্শে সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ অনেক ক্ষেত্রেই নিরাপদ বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
তবে বিশেষজ্ঞদের স্পষ্ট মত, কোনও সাপ্লিমেন্টই নিজে থেকে শুরু করা উচিত নয়। প্রতিটি মানুষের শারীরিক অবস্থা ভিন্ন, তাই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক ডোজ নির্ধারণ করেই এগোনো উচিত।
সচেতনতা ও প্রস্তুতির মাধ্যমেই রজোনিবৃত্তির এই স্বাভাবিক পরিবর্তনকে সহজভাবে গ্রহণ করা সম্ভব।

বিয়ে বাড়ি বিখ্যাত ঝুড়ি আলুভাজা
এবার বাড়িতেই রান্না করুন

নয়া জামানা ঃ বিয়ে বাড়ির খাবারের মধ্যে একটি খুব জনপ্রিয় পদ হলো মুচমুচে আলু ভাজা। পাতলা কাটা আলু, হালকা মশলা আর খাস্তা টেক্সচারের জন্য এই পদটি ভাত-ডাল বা পোলাওয়ের সঙ্গে দারুণ লাগে। চাইলে বাড়িতেও আপনি এই রেসিপিটি তৈরি করে নিতে পারেন।নিচে সহজভাবে রেসিপিটি দেওয়া হলো।উপকরণে লাগবে আলু , ৩,৪টি, হলুদ গুঁড়ো, লাল লঙ্কা গুঁড়ো,চালের গুঁড়ো বা কর্নফ্লাওয়ার (খাস্তা করার জন্য), তেল এবং স্বাদমতো নুন।
প্রস্তুত প্রণালি প্রথমে আলুগুলো খোসা ছাড়িয়ে খুব পাতলা করে লম্বা বা চিপসের মতো করে কেটে নিন। কাটা আলু ১০ মিনিট ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে রাখুন। এতে অতিরিক্ত স্টার্চ বেরিয়ে যাবে এবং ভাজা বেশি মুচমুচে হবে।এরপর জল ঝরিয়ে আলুর সঙ্গে নুন, হলুদ, লাল লঙ্কা গুঁড়ো এবং সামান্য চালের গুঁড়ো বা কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে নিন।কড়াইয়ে তেল গরম করে মাঝারি আঁচে আলুগুলো ছড়িয়ে দিয়ে ভাজুন। মাঝে মাঝে নেড়ে দিন যাতে সব দিক সমানভাবে ভাজা হয়। আলু সোনালি ও খাস্তা হয়ে গেলে তুলে কাগজে রাখুন যাতে অতিরিক্ত তেল ঝরে যায়।ভাজার শেষে সামান্য লবণ ও কারিপাতা ও চাট মসলা ছিটিয়ে দিলে বিয়ে বাড়ির মতো স্বাদ আসে। চাইলে আপনি ভাজা চিনেবাদামও যোগ করতে পারেন। তৈরি আপনার আলু ভাজা গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন। মনে রাখবেন তেল খুব বেশি গরম হলে আলু বাইরে পুড়ে ভেতরে কাঁচা থাকতে পারে, তাই মাঝারি আঁচে ভাজা ভালো।এইভাবে তৈরি বিয়ে বাড়ির স্টাইল মুচমুচে আলু ভাজা গরম গরম পরিবেশন করলে সবাই খুব পছন্দ করবে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 07-05-2026 10:37 Page 12

‘হারাম’ মদ বেচে এবার ঋণ শোধের পথে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান

ইসলামে মদ হারাম। এই যুক্তিতে ৫০ বছর আগে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে মদ নিষিদ্ধ করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার ভুট্টো। তবে দেনার দায় বড় দায়। ঋণে ডুবে ঘটি-বাটি বিক্রি হওয়ার জোগাড় হতেই ‘হারাম’-এর কাদা গায়ে মেখে মদ বিক্রির পথে হাঁটল পাকিস্তানের শাহবাজ শরিফের সরকার। রিপোর্ট বলছে দেশটির একমাত্র মদ প্রস্তুতকারী সংস্থা গত এপ্রিল মাসে ব্রিটেন, জাপান, পর্তুগাল, থাইল্যান্ডের মতো দেশে বিয়ার-সহ অন্যান্য মদ রপ্তানি করেছে। পাকিস্তানের মদ প্রস্তুতকারী সংস্থা মুরে ব্রেয়ারির ম্যানেজার রমিজ শাহ বলেন, তশুরুতে আমরা বিদেশে আমাদের নেটওয়ার্ক তৈরি করছি। ভবিষ্যতে আমাদের উৎপাদন আরও বাড়ানো হবে।দ কিন্তু কেন এত বছর পর মদ বিক্রির পথে হাঁটল পাকিস্তান? জানা যাচ্ছে, এর নেপথ্যে রয়েছে বিরাট ঋণের বোঝা। তথ্য বলছে, বর্তমানে পাকিস্তানের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ফারাক অনেক। ২০২৬ অর্থবর্ষে পাক সরকারের আয় দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫৮ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে শুধু ঋণ মেটাতেই চলে গিয়েছে ৩০ বিলিয়ন ডলার। এদিকে তথ্য বলছে এই মুহূর্তে পাকিস্তানের মোট খরচ ১৩৮ বিলিয়ন ডলার। এই মধ্যে শুধুমাত্র সরকারি ঋণ দিতে হয় ৯২ বিলিয়ন ডলার। এই বিরাট অর্থের বোঝা কমাতে মদে ঝুঁকেছে শাহবাজ শরিফের সরকার।উল্লেখ্য, ১৯৭৭ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার ভুট্টো মদ বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। সেই সময় সরকারের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু হয়েছিল পাকিস্তানে। আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল, ইসলামি রীতি মেনে দেশে মদ, নাইট ক্লাব, পানশালাগুলি পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। পশ্চিমী সভ্যতার আদপ-কায়দা পুরোপুরি সরিয়ে ফেলতে হবে।

পরে জিয়াউল হক এই আইনকে আরও কঠোর করেন। তবে মুশারফের সরকার এই আইনে কিছুটা ছাড় দেন। সেই সময়ে লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানগুলিতে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়। বিশেষ করে সিন্ধ, বালোচিস্তানের মতো অঞ্চলে। যেখানে মদ কেনার অনুমতি থাকত শুধুমাত্র অমুসলিমদের। তবে বিদেশে মদ বিক্রি পুরোপুরি বন্ধ থাকে। ২০২৫ সালে প্রথমবার মদ রপ্তানির অনুমতি দেয় শাহবাজ সরকার। এরপর সেই দেশগুলিতেই মদ বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয় যারা ওআইসি-র সদস্যভুক্ত নয়। এবার দেনার দায়ে বিদেশে মদ বিক্রির পরিমাণ আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল পাক সরকার।

পাঞ্জাবে বিস্ফোরণের নেপথ্যে বিজেপি

বিস্ফোরক দাবি পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর

অমৃতসর, জলন্ধরে বিএসএফ-এর দপ্তর ও ক্যাম্পে পরপর বিস্ফোরণে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় হতাহতের খবর না পাওয়া গেলেও নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় সংস্থা। প্রশ্ন উঠেছে ওই হামলা কি জঙ্গি হামলা? এই পরিস্থিতিতে বিস্ফোরক দাবি করলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবত মান। তাঁর দাবি, এই বিস্ফোরণের নেপথ্যে হাত রয়েছে বিজেপির। যদিও সেরাজ্যের শীর্ষ পুলিশ কর্তার আঙুল পাকিস্তানের দিকে। ভগবত মানের দাবি, তবিজেপি যেখানেই নির্বাচনে লড়তে চায়, সেখানেই এ ধরনের ঘটনা ঘটে।দ তিনি গেরুয়া শিবিরকে এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই এমন দাবি ভালোভাবে নিচ্ছে না বিজেপি। এক্স হ্যান্ডলে অশ্বিনী শর্মা লিখেছেন, ‘মনে হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর মানসিক অবস্থা স্থিতিশীল নয়। তাঁর পদত্যাগ করা উচিত এবং যথাযথ চিকিৎসা নেওয়া প্রয়োজন। পাঞ্জাব একটি সীমান্ত রাজ্য, যা পরিচালনা করতে আপনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। বিজেপির ওপর কাদা ছুড়ে আপনি নোংরা রাজনীতিতে লিপ্ত হচ্ছেন, যা আপনার হীন মানসিকতারই প্রতিফলন।’এদিকে ডিজিপি গৌরব যাদবের সন্দেহ, এর নেপথ্যে আইএসআইয়ের হাত থাকতে পারে। তাঁর মতে, দুই ক্ষেত্রেই বিস্ফোরণ আইইডির মাধ্যমে ঘটানো হয়েছে। যদিও মিথ্যা বয়ান বা আখ্যান তৈরির চেষ্টা করছে আইএসআই। চেষ্টা করা হচ্ছে, পাঞ্জাবের পরিস্থিতি যে অস্থিতিশীল, তা প্রমাণ করার। এবং মুষ্টিমেয় ব্যক্তি পাঞ্জাবে বসে পাকিস্তানের ইশারায় এমনটা করছে বলে তাঁর দাবি। প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে, রাতে মোটরসাইকেলে চেপে আসা এক সন্দেহভাজন গ্রেনেড ছোড়ে সেনা ক্যাম্প লক্ষ করে। অমৃতসর গ্রামীণ পুলিশের এসপি আদিত্য ওয়ারিয়ার জানান, রাত সাড়ে ১০টা থেকে ১১টা নাগাদ সেনা ক্যাম্পের বাইরে বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনার পরপর পুলিশ ও সেনাবাহিনী গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। পুলিশ জানিয়েছে, ‘আমরা গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। ফরেনসিক দলও ঘটনাস্থলে রয়েছে। কে বা কারা এই হামলার নেপথ্যে তার তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার মুহূর্তের একটি সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ব্যস্ত রাস্তায় হঠাৎ বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে স্কুটারে। ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়ে রাস্তা জুড়ে। এক ব্যক্তিকে ছুটে পালাতে দেখা যায়। যেহেতু এটি সীমান্তবর্তী এলাকা তাই এর সঙ্গে কোনও জঙ্গিযোগ রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

‘হরমুজ উদ্ধার অভিযান আপাতত স্থগিত’

পাক অনুরোধে ‘প্রোজেক্ট ফ্রিডম’ বন্ধ ট্রাম্পের

হরমুজ থেকে জাহাজগুলিকে নিরাপদে বের করতে ‘প্রোজেক্ট ফ্রিডম’ ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন সেনার নিরাপত্তায় গত ২ দিনে ৩টি জাহাজকে হরমুজ থেকে বেরও করা হয়। তবে সেই পদক্ষেপে এবার দাড়ি টানলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। জানা যাচ্ছে, পাকিস্তানের অনুরোধেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। তবে হরমুজে আগের মতোই আমেরিকা অবরোধ চালিয়ে যাবে বলে জানানো হয়েছে। প্রোজেক্ট ফ্রিডম স্থগিত প্রসঙ্গে মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়ায় বার্তা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যেখানে তিনি জানান, পাকিস্তান-সহ বেশকিছু দেশের তরফে অনুরোধ এসেছিল। যেখানে আশ্বস্ত করা হয় ইরানের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে অগ্রগতি হয়েছে। যার জেরেই আপাতত প্রোজেক্ট ফ্রিডম স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে আমেরিকা এই অভিযান স্থগিত করার ঘটনাকে নিজেদের জয় বলে দাবি করেছে ইরান। তেহরান জানিয়েছে, আমেরিকা হরমুজ খোলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে পিছু হটেছে। এদিকে রিপোর্ট বলছে, যুদ্ধের আগে যেখানে হরমুজ থেকে প্রতিদিন ১৩০টির বেশি জাহাজ যাতায়াত করত, সেখানে মার্কিন অভিযানের পর সোমবার ২টি ও মঙ্গলবার একটি জাহাজ বের করতে পেরেছে আমেরিকা।ট্রাম্পের এই ঘোষণার আগে প্রোজেক্ট ফ্রিডমকে কেন্দ্র করে একদফা যুদ্ধ শুরু হয় আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে। ইরান দাবি করে, তারা মার্কিন যুদ্ধজাহাজে হামলা চালিয়েছে। পালটা আমেরিকা জানায়, ইরান হামলা চালিয়েছিল কিন্তু সেই হামলা রুখে দেওয়া হয়েছে। ইরানের ৬টি বোট ধ্বংস করা হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর তেল ভাণ্ডার লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। এই ঘটনায় মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ জানিয়েছেন, দআমরা যুদ্ধ করতে চাইছি না। ওরা বলছে ওরা নাকি প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু ওরা করছে না। আমেরিকা ইরানের হামলা থেকে জাহাজগুলিকে রক্ষা করছে।দএই প্রসঙ্গেই তাঁর মুখে উঠে আসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘প্রোজেক্ট ফ্রিডম’ প্রসঙ্গও। বলা হয়, এটি ট্রাম্প সূচিত এক এমন উদ্যোগ, যার উদ্দেশ্যই হল বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত তেল পরিবহন পথ দিয়ে জাহাজগুলোকে নিরাপত্তা দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া। হেগসেথ বলেন, এই প্রোজেক্টের লক্ষ্য সফল করতে গেলে ইরানের আকাশসীমা কিংবা জলসীমায় প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই মার্কিন সেনার। তবে সেই সঙ্গেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, যুদ্ধবিরতি শেষ হয়নি। আমেরিকা যুদ্ধ করতে চাইছে না এই মুহূর্তে। যদি হেগসেথ সতর্ক করে দিয়েছেন ইরানকে।

জানিয়েছেন, পরিস্থিতি যাতে আরও উত্তপ্ত না হয়ে ওঠে, তা এড়াতে তেহরানকে অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ করতে হবে। এরপরই প্রোজেক্ট ফ্রিডম বন্ধ করল আমেরিকা।

বিলাসবহুল প্রমোদতরীতে ভাইরাসের বাসা

হান্টার হানায় বাড়ছে উদ্বেগ

বিশ্বভ্রমণে যাবেন? প্রমোদতরীতে সংক্রমণ কাঁটা! বৈভব-বিলাসিতা হয়তো মিলবে। সঙ্গে মিলবে রোগের প্রকোপ ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কা। গুরুতর স্বাস্থ্যহানি থেকে শুরু করে সম্ভব মৃত্যুর হাতছানিও। কারণ, হান্টা ভাইরাসের ‘পুনরাবির্ভাব’। ইতিমধ্যেই আটলান্টিক মহাসাগরে প্রমোদতরী এমভি হন্ডিয়াসে তিন জন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে এই ভাইরাসের সংক্রমণে। দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়ার কিছু দেশেও হু হু করে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে বলে খবর। এমনকী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও এই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আর এসবের ফলেই ধীরে ধীরে হলেও আবার ছড়াতে শুরু করেছে কোভিডের মতো ভয়ংকর, প্রাণঘাতী ভাইরাস সংক্রমণের আতঙ্ক। তথ্য বলছে, মূলত ইঁদুরের মাধ্যমে ছড়ায় এই হান্টা ভাইরাস। এটি এক প্রকারের ‘জুনোটিক’ ভাইরাস যা পশু থেকে মানুষের শরীরে সংক্রমিত হয়। করোনার মতোই হান্টা আরএনএ ভাইরাস। অতি-দ্রুত এক শরীর থেকে অন্য শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আবার খুব তাড়াতাড়ি মিউটেশনও করতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার খবর অনুযায়ী, ইঁদুরের মল-মূত্র, লালা প্রভৃতির সংস্পর্শে এলে ভাইরাস সংক্রমণ হয়। আবার বাতাসে ভাসমান ধূলিকণাকে আশ্রয় করেও ছড়াতে পারে এটি। কিন্তু কেন প্রমোদতরীতেই ছড়াচ্ছে এই ভাইরাস। বিশেষজ্ঞদের দাবি, এমনিতে ঘেরা জায়গায়, অনেক মানুষের সমাগম হলে সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়ে। প্রমোদতরীও সেই তালিকায় পড়ে। আর যে জাহাজ নিয়ে খবর, সম্ভবত সেটির কার্ডে স্টোরেজ জোনে কোনওভাবে প্রচুর ইঁদুর ঢুকে পড়েছিল। স্টোরেজে মজুত করে রাখ্য খাবারদাবার এবং অন্যান্য জিনিসে ভাইরাস এইভাবেই ছড়িয়ে পড়ে।বিজ্ঞানীরা বলছেন, হান্টা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণের মধ্যে অন্যতম-জ্বর, মাংসপেশিতে ব্যথা, মাথাব্যথা, ক্লান্তি, বমি। তবে এর সংক্রমণের ফলে গুরুতর উপসর্গের মধ্যে রয়েছে তীব্র শ্বাসকষ্ট, ফুসফুস ফেলিওর। চিকিৎসার পরিভাষায় একে ‘হান্টা ভাইরাস পালমোনারি সিন্ড্রোম’ (এইচপিএস) বলা হয়। এই ভাইরাস মানবশরীরে প্রবেশ করলে সবার আগে ফুসফুস ও কিডনির ক্ষতি করে। চিকিৎসকদের বক্তব্য, যদি সঠিক সময়ে সংক্রমণ ধরা না পড়ে এবং চিকিৎসা শুরু না হয়, তাহলে এর পরিণাম প্রাণঘাতী হতে পারে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ইউরোপ বা আমেরিকার মতো ভারতে হান্টা ভাইরাসের সংক্রমণের ঘটনা খুব বেশি ঘটেনি। ২০০৫ সালে চেন্নাইয়ে এক উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার খবর মিলেছিল। আবার ২০১৬ সালে মুম্বইয়ে এই ভাইরাস সংক্রমণে একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়।

বিহারে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত ৪

মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বিহারে। বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে ট্রাকের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে মৃত্যু হল ৪ জনের। বুধবার ভোরে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটেছে ছাপরায় ড পিএন সিং ডিগ্রি কলেজের সামনে। মৃতরা সকলেই উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার বাসিন্দা। অর্কেস্ট্রা পার্টির হয়ে বিয়েবাড়ির গানবাজনা সেরে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তাঁরা। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৬ জন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠান সেরে উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলায় ফিরছিলেন অর্কেস্ট্রা পার্টির সদস্যরা। পথে দ্রুত গতির একটি ট্রাক পিছন থেকে এসে ধাক্কা মারে পিকআপ ভ্যানে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। তবে গাড়িটি এতটাই দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল যে সেখান থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় পুলিশকে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ৪ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আহত ৬ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের ছাপরা সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।দুর্ঘটনার পর গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পলাতক ট্রাক চালকের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলছিল ট্রাকটি। যার জেরেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার পর ওই এলাকায় সাময়িক যানজটেরও সৃষ্টি হয়, তবে অবর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে জানিয়েছে পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ যেখানে এই ঘটনা ঘটেছে সেটি অত্যন্ত দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা। অতীতেও এখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে। ওই এলাকার পথ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা।

চালকের অশালীন অঙ্গিভঙ্গি

আতঙ্কে চলন্ত ট্যাক্সি থেকে লাফ যুবতীর

হাইওয়ে দিয়ে ছুটছে ট্যাক্সি। মাঝ রাস্তায় হঠাৎ গাড়ির দরজা খুলে লাফ যুবতীর। শিউরে ওঠার মতো এমনই এক ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। জানা যাচ্ছে, এই ঘটনা মালয়েশিয়ার। যুবতীর অভিযোগ, চলন্ত গাড়িতে তাঁকে দেখে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেন চালক। যার জেরেই আতঙ্কে গাড়ি থেকে লাফ দেন তিনি। জানা যাচ্ছে, গত ১ মে এই ঘটনা ঘটে মালয়েশিয়ার এক ব্যস্ত রাস্তায়। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে হঠাৎ লাফ দিয়েছেন এক যুবতী। এই ঘটনায় যুবতীর ফোন, জুতো-সহ অন্যান্য জিনিসপত্র গোটা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থায় রাস্তার অন্যান্য গাড়িগুলি সজোরে ব্রেক কষে। যুবতীরর দাবি অনুযায়ী, ওই চালক গাড়ির ‘রেয়ার ভিউ মিরর’ থেকে বারবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করছিলেন। যার জেরেই আতঙ্কে গাড়ি থেকে লাফ দেন তিনি।আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ‘দ্য সান’ এর ভিডিওতে আরও দেখা যাচ্ছে, গাড়ি থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ার পর কোনওমতে নিজেকে সামলে নিয়ে খালি পায়ে গাড়ির দিকে দৌড়চ্ছেন যুবতী। এক ব্যক্তি স্কুটার থামিয়ে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, আতঙ্কিত অবস্থায় তাঁকে কিছু বলছেন ওই যুবতী। যে গাড়িতে ওই যুবতী ছিলেন তিনিও গাড়ি থামান। এই ঘটনায় সামান্য আহত হয়েছেন ওই যুবতী। তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।মালয়েশিয়ার উত্তর ক্লাং জেলা পুলিশ প্রধান বিজয়া রাও বলেন, ঘটনার পর গাড়ির চালক ওই ট্রিপ ক্যানসেল করে থানায় গোটা ঘটনার রিপোর্ট করেন। তদন্তের জন্য ওই যুবতীর খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। প্রশাসনের দাবি, যুবতীর কাছ থেকে গোটা ঘটনা শোনার পর এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যদি ওই চালক কোনও অপরাধ করে থাকেন তবে দেশের আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

‘প্রতি ৬ জনের একজন ঘুসপেটিয়া’

বিজেপির বঙ্গ জয়ের পর আইনসভায় ‘অনুপ্রবেশকারী’ দেখছেন রাহুল

বিজেপির বঙ্গ জয়ের পর গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে ফের ভোট চুরির অভিযোগে সরব কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী।

‘বাংলায় ভোটচুরি হয়েছে’, বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে সুর মিলিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতার দাবি, লোকসভায় বিজেপির প্রতি ৬ জনের একজন সাংসদ ভোটচুরি করে জিতেছেন। এবং হরিয়ানাকে বিজেপির ভোটচুরির আঁতুড়ঘর বলে কটাক্ষ করেন তিনি। বুধবার সোশাল মিডিয়ায় মোদি সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে একহাত নিয়ে সরব হন রাহুল। লেখেন, ‘ভোটচুরির মাধ্যমে কখনও আসন হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে তো কখনও গোটা সরকার। লোকসভায় বর্তমানে বিজেপির ২৪০ জন সাংসদ রয়েছেন। কিন্তু এদের প্রতি ৬ জনের একজন সাংসদ ভোটচুরি করে এখানে এসেছেন। এদের চিহ্নিত করাও কঠিন নয়। তাহলে কি বিজেপির ভাষায় এদের ঘুসপেটিয়া (অনুপ্রবেশকারী) বলব? এবং অবশ্যই হরিয়ানা।

এখানে তো গোটা সরকারই অনুপ্রবেশকারী।’রাহুলের আরও অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া পরিচালনার সঙ্গে জড়িত সমস্ত প্রতিষ্ঠানে মোদি সরকারের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। বলেন, ‘এরা সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে কুক্ষিগত করে রাখে। এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে দিয়ে ভোটার তালিকা ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কারচুপি করে।’ রাহুলের তোপ, ‘বিজেপি সত্যকে ভয় পায়। সঠিকভাবে নির্বাচন হলে এই দলটি ১৪০টি আসনও জিততে পারত না।’

উল্লেখ্য, গত সোমবার বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ্যে আসার পর রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছিলেন, অসম ও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে ভোটচুরি হয়েছে।

রাহুলের কথায়, তআমরা মমতাদির সঙ্গে একমত অসম ও বাংলায় নির্বাচন কমিশনের মদতে বিজেপি ভোটচুরি করেছে। বাংলায় ১০০টির বেশি আসন চুরি হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও একই প্রবণতা দেখা গিয়েছিল।

‘পাঞ্জাব নির্বাচনেই মোদির পতন হবে’

বঙ্গ জয়ের পর বাড়তি অক্সিজেন পেয়েছে বিজেপি। গেরুয়া ঝড়ে ভেঙে গিয়েছে তৃণমূলের ‘সবুজ দুর্গ’। এই পরিস্থিতিতে হুঙ্কার দিয়ে আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল বললেন, তআগামী বছর পাঞ্জাব নির্বাচনেই মোদির পতন হবে।

পাশাপাশি, তিনি জানান, পাঞ্জাব নির্বাচনের পর ধীরে ধীরে দেশ থেকে মুছে যাবে বিজেপি। সম্প্রতি দিল্লিতে পাঞ্জাবের আপ সাংসদদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিয়েছেন কেজরিওয়াল। সেখানে তিনি বলেন, তবিজেপি অসম, বাংলা, মহারাষ্ট্র, বিহার, দিল্লি এবং আরও বেশ কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। তবে আগামী ফেব্রুয়ারিতে পাঞ্জাবে নির্বাচন রয়েছে। আর সেই নির্বাচনই বিজেপির অশ্বমেধের ঘোড়াকে থামাবে। শুধু তা-ই নয়, পাঞ্জাব নির্বাচনই নরেন্দ্র মোদি সরকারের পতন ঘটাবে। এরপর থেকে মোদি আর একটি নির্বাচনেও জয়লাভ করতে পারবেন না।দ সম্প্রতি ৭ আপ সাংসদ গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের ‘শত্রু’ আখ্যা দিয়ে কেজরিওয়াল বলেন, তদলবদলু সাংসদরা আপের ক্ষতি করেছেন। এই সাতটি আসন কারও সম্পত্তি নয়।

সেগুলি পাঞ্জাবের। সেখানকার জনগণের। বিজেপি এগুলি চুরি করেছে।দঅন্যদিকে, বঙ্গ ভোট নিয়েও মুখ খুলেছেন আপ প্রধান। তিনি বলেন, তপশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন শুধু একটি নির্বাচন ছিল না। গত চার মাস ধরে আমরা রাজ্যজুড়ে চরম বিশৃঙ্খলা দেখেছি। বিহার এবং মহারাষ্ট্রের কৌশল এখানে অবলম্বন করা হয়েছিল। দিল্লিতেও আমি সেই পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখেছি। আমি জেলে যাওয়ার আগে আমার নির্বাচনী এলাকায় ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ভোটার ছিলেন। কিন্তু আমার মুক্তির পর সেই সংখ্যা কমে ১ লক্ষ ৬ হাজার হয়ে গিয়েছে। ৪২ হাজার ভোটারকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 07-05-2026 10:37 Page 13

অলিম্পিককে মাথায় রেখে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলবে ভারত

অবস্থান স্পষ্ট করল কেন্দ্র

ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক ক্রীড়া সম্পর্কের অবস্থান স্পষ্ট করল কেন্দ্র। বহুজাতিক বা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ নিয়ে নীতিতে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। বুধবার ক্রীড়া মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন, ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এবং স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়াকে পাঠানো এক সার্কুলারে এই নির্দেশ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণভাবে বন্ধই থাকবে। তবে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে বহুজাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে ভারত। সার্কুলারে বলা হয়েছে, তদুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতীয় দল পাকিস্তানে যাবে না। একইভাবে পাকিস্তানি দলকেও ভারতে খেলতে দেওয়া হবে না।দআন্তর্জাতিক বা বহুজাতিক ইভেন্টের ক্ষেত্রে অবস্থান ভিন্ন বলে জানিয়েছে মন্ত্রক। সেখানে বলা হয়েছে, তআন্তর্জাতিক ও বহুজাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আমরা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলির নিয়ম এবং আমাদের অ্যাথলিটদের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে ভারতীয় দল টুর্নামেন্ট খেলবে। সেই প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানও থাকতে পারে। একইভাবে পাকিস্তানি খেলোয়াড়রাও ভারতের আয়োজিত বহুজাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। অর্থাৎ দ্বিপাক্ষিক

সিরিজ যেমন ক্রিকেট, হকি বা অন্যান্য খেলায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনও ম্যাচ আপাতত হচ্ছে না।

ভবিষ্যতেও সেই অবস্থান বজায় থাকবে। তবে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে বহুজাতিক প্রতিযোগিতায় দুই দেশের ক্রীড়াবিদদের মুখোমুখি হওয়ার পথ খোলা থাকছে। ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল পহেলগাঁও হামলায় দেশের ২৬ জন নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে পাকিস্তান। ভারত সরকার জানিয়েছিল, পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক রাখবে না।

রক্ত ও জল একসঙ্গে বইতে পারে না। এরপর থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া ক্রীড়া নীতি বজায় রাখছে কেন্দ্র। এবার মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থার নিয়ম মেনে চলার পাশাপাশি ভারত ২০৩০ কমনওয়েলথ গেমস এবং ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের লক্ষ্যে এগোচ্ছে।

এছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ব্যবস্থাকে আরও সহজ করতে ভিসা প্রক্রিয়াও সহজ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

মন্ত্রকের কথায়, তভারতকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজনের একটি পছন্দের গন্তব্য হিসাবে গড়ে তুলতে ক্রীড়াবিদ, দলীয় কর্মকর্তা, টেকনিক্যাল স্টাফ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করা হবে।

সাকার গোলে ২০ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে আর্সেনাল

২০ বছর পর ফের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে আর্সেনাল। সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে বুকায়ো সাকার গোলে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে ১-০ গোলে হারাল গানার্সরা। দুই পর্ব মিলিয়ে ইংল্যান্ডের ক্লাব জিতল ২-১ গোলে। শেষবার আর্সেনাল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে খেলেছিল ২০০৫-০৬ সালে। কিন্তু সেবার স্বপ্নপূরণ হয়নি। আর এবার ইউসিএল জেতার সঙ্গে সঙ্গে প্রিমিয়ার লিগ খেতাব জয়ের দৌড়েও আছে মিকেল আর্তেতার দল। প্রথম পর্বে স্পেনের মাঠে ফলাফল ছিল ১-১। দু'পক্ষই পেনাল্টি থেকে গোল করেছিল। দ্বিতীয় পর্বে লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে ৪৪ মিনিটে গোল করেন সাকা। হাফটাইমের ঠিক আগে অ্যাটলেটিকোর গোল লক্ষ্য করে ভেসে আসা বল কোনও মতে বাঁচান গোলকিপার ইয়ান ওব্লাক। কিন্তু সামনেই ছিলেন সাকা। ইংল্যান্ডের তরুণ তুর্কি জালে বল জড়াতে ভুল করেননি। এমনিতে অতি রক্ষণাত্মক ফুটবলের জন্য 'কুখ্যাত' দিয়েগো সিমিওনের অ্যাটলেটিকো। তারপরও দুয়েকটা সুযোগ এসে গিয়েছিল। কিন্তু ফাঁকা গোল মিস করেন অ্যাটলেটিকো কোচের ছেলে জিউলিয়ানো সিমিওনে। গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেন আর্সেনালের ভিক্টর গিয়াকোরেস। শেষ পর্যন্ত সাকার গোলটিই পার্থক্য গড়ে দেয়। গানার্সরা জেতে ১-০ গোলে।২০০৬ সালে শেষবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলেছিল আর্সেনাল। সেবার এগিয়ে গিয়েও রোনাল্ডিনহো-এটোদের বার্সেলোনার কাছে ১-২ গোলে হারে। এবার বুডাপেস্টে ফাইনালে প্রথমবার ইউসিএল জেতার সুযোগ আর্সেনালের কাছে। অন্যদিকে অ্যাটলেটিকোয় শেষ মরশুমে ট্রফিহীন থাকতে হবে ফরাসি তারকা আন্তোনিও গ্রিজমানকে।আর্সেনালের কাছে থাকছে দ্বিমুকুট জয়ের সুযোগ। মাঝখানে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কাছে হেরে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জয়ের আকাশে কালো মেঘ জমেছিল। কিন্তু তারপর সিটি এভার্টনের সঙ্গে ৩-৩ গোলে ড্র করায় আর্সেনালের প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন উজ্জ্বল।

ব্রিজভূষণের মুখোশ খোলার পর ডোপিংয়ে নাম জড়াল ভিনেশের

ফের সমস্যায় কুস্তিগির ভিনেশ ফোগাট (ঠ—ত্রঞ্জুদ্বস্থ)। ডোপিং টেস্টে উপস্থিত না হওয়ায় ভারতীয় কুস্তিগিরের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারে আন্তর্জাতিক টেস্টিং সংস্থা। গত বছরের ডিসেম্বরে টেস্টের সময় উপস্থিত হতে পারেননি তিনি। অর্থাৎ তাঁর অবস্থান জানাতে পারেননি। ফলে তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা নেমে আসতে পারে। আপাতত তাঁকে সতর্ক করেছে আইটিএ।

তারা জানিয়েছে, ২০২৫-র ১৮ ডিসেম্বর বেঙ্গালুরুতে ভিনেশের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টার মধ্যে ডোপিং কন্ট্রোল অফিসার তাঁকে খুঁজে পাননি। যে কোনও ক্রীড়াবিদকে ৬০ মিনিটের মধ্যে যখন-তখন পরীক্ষার জন্য ডাকা হতে পারে। সেখানে উপস্থিত না থাকা মানে ধরে নেওয়া যে সেই ক্রীড়াবিদ অবস্থান জানাতে পারেননি। ভিনেশকে ২০২৬ সালের ৫ ডিসেম্বর নোটিস দেওয়া হয়। ১৯ জানুয়ারির মধ্যে উত্তর দিতে বলা হয়।ভিনেশ জানিয়েছেন, ওই সময় হরিয়ানা বিধানসভার অধিবেশনে হাজির ছিলেন তিনি। তাই বেঙ্গালুরু থেকে চণ্ডীগড়ে ফিরে আসেন। তাছাড়া গত বছর তাঁর সন্তান হয়েছে। সন্তানকে দেখভালের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ছিল বলে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে আইটিএ-র মতে এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। ডোপ বিরোধী সংস্থা জানিয়েছে, এসএমএস, ইমেল বা মোবাইলের কোনও মাধ্যমে তিনি কোথায় আছেন, সেটা জানাতে পারতেন। সেটা তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। নিয়ম হচ্ছে ১২ মাসের মধ্যে তিনবার অবস্থান জানাতে ব্যর্থ হলে ২ বছর নিষেধাজ্ঞা হতে পারে। ভিনেশ ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে অবসর ভেঙে ফিরেছেন। এটা তাঁর অবস্থান জানাতে প্রথম ব্যর্থতা। ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটল যখন দু'বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ পদকজয়ী ও তিনবারের অলিম্পিয়ান ১০ থেকে ১২ মে গোন্ডায় একটি সিনিয়র ওপেন র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্যারিস অলিম্পিকের পর এটাই তাঁর প্রথম প্রতিযোগিতা।

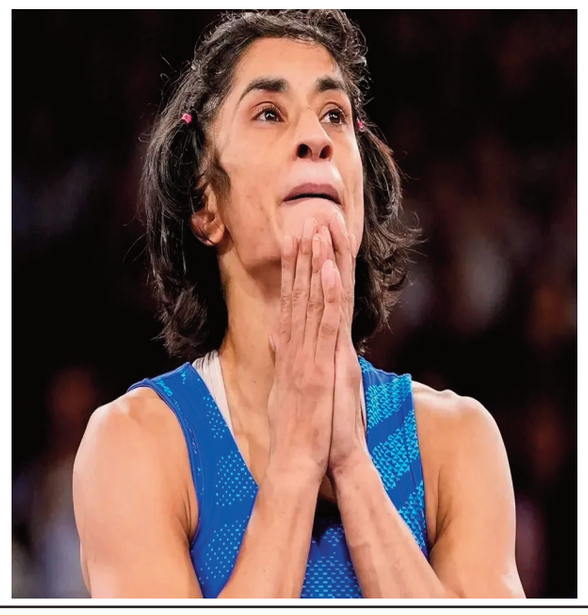

সম্প্রতি তিনি অভিযোগ এনেছেন, ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের যৌন হেনস্তার শিকার হয়েছেন। গোন্ডা ব্রিজভূষণের খাসতালুক বলে পরিচিত। সেখানে খেলতে নামার আগে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন ভিনেশ। জানিয়েছেন, তআমি কার্যত ব্রিজভূষণের বাড়িতে খেলতে নামছি। ওখানে আমি আদৌ সুরক্ষিত থাকব কিনা, সেই নিয়ে ভয় রয়েছে। যে কোনও মহিলার পক্ষেই ওখানে খেলতে নামা কঠিন।

ফুটবল বিশ্বকাপের সব ম্যাচ দেখার প্ল্যান

পকেটে ঢুকবে লক্ষ লক্ষ টাকা

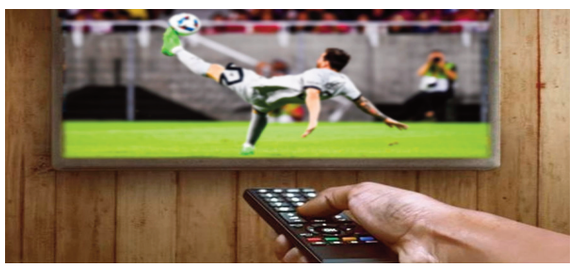

রাত জেগে ফুটবল দেখতে ভালোবাসেন? বিশ্বকাপে সব ম্যাচ দেখার জন্য তৈরি? তাহলে আপনার জন্য রয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার 'চাকরি'র প্রস্তাব। ফক্স স্পোর্টসের মতো সম্প্রচার সংস্থা বিশ্বকাপের ৩৭ দিন আগে এক বিশেষ চাকরির প্রস্তাব দিচ্ছে। যে কাজের পোশাকি নাম- 'প্রধান বিশ্বকাপ দর্শক।' কী ভাবছেন? আবেদন করবেন? তাতে একটাই সমস্যা। সে কথায় পড়ে আসা যাবে। আপাতত কাজটা সম্পর্কে বলা যাক। ১১ জুন থেকে আমেরিকা-কানাডা-মেক্সিকোয় শুরু হবে বিশ্ব ফুটবলের মহারণ। তার জন্য ফক্স স্পোর্টস একজন দর্শককে নিয়োগ করছে। যাকে বিশ্বকাপের ১০৪টি ম্যাচের প্রতিটি মুহূর্ত দেখতে হবে। না, নিজের বাড়িতে নয়। আমেরিকার নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে বিশ্বকাপের মতো দেখতে একটি কাচের ঘরে বসে ম্যাচগুলো দেখতে হবে। আশেপাশে প্রচুর দর্শক থাকবেন, তাঁরাও ম্যাচ দেখবেন। এর সঙ্গে ওই 'প্রধান দর্শক'কে বিভিন্ন কনটেন্ট তৈরি করতে হবে।অর্থাৎ দেড় মাস ধরে নিউ ইয়র্কের মাঝে বসে বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখতে হবে। সমস্যা হল 'পাগল ভক্ত'কে ফক্স স্পোর্টস বেছে নেবে আমেরিকা থেকেই। অন্তত তারা যে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, সেখানে বলা আছে দেশ থেকেই এই 'প্রধান দর্শক'কে খোঁজা হচ্ছে। ১৭ মে থেকে আবেদন করা শুরু হবে। আগামী ৬ জুন ফক্স চ্যানেলে বোস্টন রেড সক্স ও নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিসের মধ্যে বেসবল ম্যাচে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। এমনিতে এবারের বিশ্বকাপ বেশ খরচসাপেক্ষ। টিকিটের দাম আকাশছোঁয়া। তারপর আছে হোটেল, বিমান, যাতায়াতের খরচ। তার জায়গায় যদি বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখে লক্ষ লক্ষ টাকা কামানো যায়, মন্দ কী! আমেরিকার দর্শকরা আগ্রহ দেখাতেই পারেন।

পরিবর্তনের বাংলায় ফুটবলের খোলনলচে বদলাতে সক্রিয় আরএসএসের 'ক্রীড়াভারতী'

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে ময়দানে। স্বাভাবিকভাবেই ফুটবলেও যে পরিবর্তন আসবে বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে বিজেপি সরকার যে ময়দানকেও নতুনভাবে সাজাবে এটা প্রত্যাশিত। বাংলার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের এই মুহূর্তে তাই বড় জিজ্ঞাসা, কে হবেন বাংলার নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী। এমনিতে আরএসএসের ক্রীড়াসংগঠন 'ক্রীড়াভারতী' অনেক আগের থেকেই বিভিন্ন স্পোর্টস ডিসিপ্লিন নিয়ে সারা বাংলা ব্যাপী কাজ করে চলেছে। রাজ্যে পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়াভারতী কর্তারা এবার চাইছেন, রাজ্যের নতুন ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে খোলনলচে বদলে ফেলবেন বাংলার ক্রীড়া পরিকাঠামো। যার মধ্যে ফুটবল অন্যতম।সকলের অগোচরে সারা রাজ্যে প্রায় ৩ হাজারের মতো ফুটবল ক্যাম্প চালায় আরএসএসের ক্রীড়া সংগঠন 'ক্রীড়াভারতী।' বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে সেই ফুটবল ক্যাম্প। পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা সহ নানা জেলায় নিঃশব্দে ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির চালায় আরএসএসের এই ক্রীড়া সংগঠন। কলকাতায় এই মুহূর্তে চলছে ২৫টি ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির। বারুইপুরেও রয়েছে ক্রীড়াভারতীর এই ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির। প্রাক্তন ফুটবলার নিখিল নন্দীর নামে উত্তর কলকাতাতেও চলছে ক্রীড়াভারতীর এই ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির। এমনিতেই আরএসএস তাদের কাজ নিঃশব্দে করে। ফলে খুব একটা জানার উপায় থাকে না, কোথায় কী হচ্ছে। আর আরএসএসের কর্তারাও কখনও কাজ করে সামনে আসতে চান না। এই কিছুদিন আগেই আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত কলকাতায় এসেছিলেন একটি অনুষ্ঠানে। প্রাক্তন তিন ফুটবলার মেহতাব হোসেন, ষষ্ঠী দুলে এবং অসীম বিশ্বাস উপস্থিতও ছিলেন মোহন ভাগবতের সেই সভায়। সুব্রত পাল সহ বহু প্রাক্তন ফুটবলারের সঙ্গে রীতিমতো সারাবছর ধরে যোগাযোগ রাখেন এই ক্রীড়াভারতীর কর্তারা। এ হেন ক্রীড়াভারতীর কর্তারা এই মুহূর্তে অপেক্ষায় রয়েছেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ঠিক হওয়ার জন্য। তারপরই ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসে ঠিক করবেন বাংলার ফুটবলের রূপরেখা। বাংলার ফুটবল বলতে গেলে সবার আগে আসে আইএফএর নাম। পূর্ব কলকাতার ক্রীড়াভারতী শাখার সহ সম্পাদক দীপ দে বলছিলেন, তফুটবলে বাংলাকে আবার আমরা সেরার আসনে বসাতে চাই। ক্রীড়াভারতী সারাবছর রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন ফুটবল শিবির চালায়। আমরা দুঃস্থ প্রতিভাবান ফুটবলারদের নানাভাবে সাহায্য করি। প্রাক্তন

ফুটবলাররা কোচিংয়ে এগিয়ে এলে প্রত্যন্ত গ্রামের ফুটবলাররা ফুটবল শেখার জন্য অনেক উপকৃত হয়। অনেকদিন ধরে চেষ্টাটা করে চলেছি।দআপাতত যা ঠিক হয়েছে, কলকাতা ময়দানের বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে আলোচনায় বসবে ক্রীড়াভারতীর ফুটবলের দায়িত্বে থাকা কর্তা ব্যক্তিরা। আপাতত ফুটবলের দায়িত্বে থাকা দীপ দে নিজেও একটা সময় এফসিআই, ঐক্য সম্মিলনীর হয়ে ময়দানে ফুটবল খেলেছেন। ফলে তাঁর ফুটবল সম্পর্কে একটা ধারণা রয়েছে। যে কারণে, ক্লাবদের সঙ্গে আলোচনায় বসে বুঝতে চান, কীভাবে এগোলে বাংলার ফুটবলের উন্নতি করা সম্ভব হবে। সেরকম আলোচনায় বসবেন আইএফএ কর্তাদের সঙ্গেও। তবে সবটাই ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর। ক্রীড়াভারতী এতদিন ধরে ফুটবলের জুনিয়র স্তরে নানাভাবে কাজ করে এসেছে। ফলে আইএফএর সঙ্গে আলোচনায় বসে তারা জানার চেষ্টা করবেন, আইএফএ এতদিন ধরে কীভাবে জুনিয়র স্তরে কাজ করেছে। দীপ দে বললেন, তআমরা সবাইকে নিয়ে বাংলার ফুটবলের উন্নতির জন্য এগোতে চাই। সবাই মিলে সঠিকভাবে কাজ করলে নিশ্চয়ই বাংলার ফুটবলের পুরনো গৌরব একদিন ফিরিয়ে আনতে পারবে ক্রীড়াভারতী।

জাতিবিদ্বেষী মন্তব্য করেছেন পলাশ

বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পরও বারবার আলোচনায় উঠে এসেছে স্মৃতি মান্ধানা ও পলাশ মুছলের নাম। সাম্প্রতিক সময়ে শোনা যাচ্ছিল, তাঁদের মধ্যে দূরত্ব নাকি কিছুটা কমছে। পুরনো সম্পর্কও ফের জোড়া লাগতে পারে, এমন জল্পনাও ছড়িয়েছিল। কিন্তু এইসব জল্পনার মাঝেই হঠাৎ সামনে এল গুরুতর অভিযোগ। যা ফের আলোচনায় এনে দিল এই দুই পরিচিত নামকে। 'কাপল গোলস' তালিকায় বেশ উপরের দিকে জায়গা করে নেওয়া 'পালরিতি' জুটি ভেঙে যাওয়ার পর থেকে চর্চায় সঙ্গীতশিল্পী পলাশ। এরপর একের পর এক অভিযোগ ওঠে গায়কের নামে। এবার তাঁর বিরুদ্ধে স্মৃতির ছোটবেলার বন্ধু বিদন্যান মানে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিদন্যানের অভিযোগ, জাতিবিদ্বেষী মন্তব্য করে তাঁকে অপমান করা হয়েছে। স্মৃতির বন্ধু তফসিলি জাতিভুক্ত। বিদন্যান জানিয়েছেন, গত বছরের ২২ নভেম্বর সাংলির আস্থা রোডের একটি টোল প্লাজার কাছে এই ঘটনাটি ঘটে। সেই সময় পলাশ তাঁকে উদ্দেশ্য করে অবমাননাকর মন্তব্য করেন।

ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিদন্যান সিনেমার প্রযোজক। 'নজরিয়া' ছবিতে বিনিয়োগের প্রলোভন দেখিয়ে পলাশ মুছল তাঁর কাছ থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা নেন বলে অভিযোগ। মোট ৪০ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন বিদন্যান।

কেকেআর ম্যাচে টিকিটের কালোবাজারি ফাঁস

গ্রুপ পর্ব প্রায় শেষের দিকে। প্লেঅফের দৌড়ে কোন কোন দল যাবে, তা নিয়ে যখন আলোচনা চলছে, ঠিক তখনই ফের সামনে এল টিকিট কালোবাজারি সংক্রান্ত বড়সড় বিতর্ক। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচ ঘিরে টিকিট বিক্রির অনিয়মের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে হায়দরাবাদ পুলিশ।৩ মে রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ওই ম্যাচকে কেন্দ্র করেই এই চক্র সক্রিয়ছিল।গোপনতথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উপ্পল থানার পুলিশ এই চক্রের হদিশ পায়। হাতেনাতেতিনজনকে ধরে ফেলে। হায়দরাবাদপুলিশের মালকাজগিরি কমিশনারের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেল থেকে জানানো হয়েছে, 'বিশ্বস্তসূত্রেপাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানচালিয়েতিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২২ হাজার টাকার টিকিট অনেক বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছিল।'তদন্তে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। ধৃতরা নিজেদের ভিআইপি বা ভিভিআইপি পরিচয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে টিকিট নিত। তারা কখনও বিচারপতি, কখনও মন্ত্রী, আবার কখনও রাজ্যপালের নাম ব্যবহার করে জাল লেটারহেডের মাধ্যমে ক্রিকেট সংস্থার কাছ থেকে টিকিট সংগ্রহ করত। পরে সেই টিকিটই কয়েকগুণ বেশি দামে সাধারণ দর্শকদের কাছে বিক্রি করা হতো। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরো র‍্যাকেটটি দীর্ঘদিন ধরে চলছিল।এই ঘটনায় ধৃতদের কাছ থেকে একটি মাহিন্দ্রা থার গাড়ি, পাঁচটি আইপিএল টিকিট, পাঁচটি মোবাইল ফোন এবং একাধিক জাল নথি উদ্ধার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই তাদের আদালতে পেশ করা হয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিকেরকথায়, তএই ধরনের চক্র শুধু প্রতারণাই করছে না

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।